চিত্রাঙ্গিনী

নাটক

রঙ্গস্থল।

Agenor. "Did you not call?
I await thy will."

Ion. "Agenor! I have a boon to crave of you."

(নটের প্রবেশ)

নট।

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

নাট্য গৃহে জনগণে, কত রূপ সাজিতেছে।
শ্রীবৃদ্ধি সোপানে ক্রমে, নৃপরাজ উত্তরিছে।
সঙ্গীত রসালাপন. ক্রমে হতেছে বর্দ্ধন,
পুলকিত জনগণ, আহ্লাদ নীরে ভাসিছে।
নব নব রূপধরে, নাট্য ভবনে বিহারে,
প্রফুল্লানিল সঞ্চারে, সুখ প্রদ হইতেছে।
কাব্য রসে যে মজেছে, তার কি অসুখ আছে,
তাঁহার চিত্ত প্রাসাদে, সন্তোষানিল বহিছে।

(চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) অহো! আমি কি সুর সভায় এসে উপস্থিত হলেম নাকি? না (চিন্তা) আমি কি জাগ্রত না সুপ্ত? এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি না কি? তাহাই বা কি রূপে হবে? নিদ্রিত ব্যক্তির শ্রবণ কুহরে কোন শব্দ প্রবেশ

করিলে সে তো শুনিতে পায় না, আমি জাগ্রত আছি বটে, আমার ভ্রম হইয়া ছিল আমি মানব সমাজে আসিয়াই উপস্থিত হইয়াছি। উঃ! এ মহতী সভার অদ্য কি অসাধারনীয় সুরম্য শোভা হইয়াছে! সহসা কেহ এস্থলে প্রবেশ করিয়া স্থির নিশ্চয় করিতে পারে না যে এ নর সমাজ কি অমর সমাজ, কারণ প্রচণ্ড কিরণ সম্পান্নশালী গগণ ভ্রামক গ্রহগণ সদৃশ এই সভায় মহৎ মহৎ বিদ্যা বুদ্ধিশালী জনগণ উপবিস্ট আছেন। আর এই ভবন দেখ অশংখ্য আলোকে আলোকিত হইয়া কিদৃশ সমুজ্জ্বলিত হইতেছে! এ সকল শোভা সন্দর্শন করিয়া কেনা বিস্ময়াপন্ন হইবে, এবং কেনা বিবেচনা করিবে যে এ সুরেন্দ্রের সমাজ বটে?

অস্মাদেশীয় জনগণেরা যে সম্প দিবসের মধ্যে এত দূর সভ্যতা সোপানে আরোহণ করবে, তাহা কদাপি জ্ঞানকরি নাই, অল্প কালের ভিতর অবস্থার ঈদৃশ পরিবর্ত্তন এক প্রকার দেব প্রসাদাৎ কহিতে হইবেক। কিন্তু খেদের বিষয় এই যে, হিন্দু জাতির মধ্যে একতা রত্ন অতি বিরল! আহা! এই দুঃখে যদ্যপি আমরা না দুঃখিত হইতাম তাহা হইলে বোধ করি যে আমাদের সদৃশ সুখশালী জাতি আর ত্রিভুবনে নাই। দেখ আমাদের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধনার্থে বিদেশীয় কোন দ্রব্যেতে প্রয়োজন নাই। জননী ভারত দেবি আমাদের যে সমস্ত সামগ্রী প্রদান করেন তাহাতেই আমরা সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, কিন্তু হায়! জগত স্রষ্টা আমাদের স্বাধীনতা রত্ন ভোগের অধিকারী করেন নাই! যাহাই হউক সে বিষয়ের জন্য অনুশোচনা করা এক্ষণে অরণ্যে রোদন করা মাত্র। আমি যেমন এক্ষণে এই সভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি তেমনি যদ্যপি কোন নাট্যাভিনয় পূর্ব্বক উপস্থিত

সভ্যগণের চিত্ত রঞ্জন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার এই নশ্বর জীবন সার্থক হয়, কিন্তু তাহাতেই বা কি প্রকারে কৃত সাধ্য হইয়া উঠিব ? একেলা অসহায় আমিত সে কার্য্য সাধন করিতে পারি না. এবিষয়ের জন্য কি অবলার সাহায্য যাচিঞা করা উচিৎ ? (চিন্তা) পুরুষগণ অপেক্ষা কামিনীগণের বুদ্ধির প্রাখর্য্য অধিক অতএব প্রেয়সী নটীকে একবার আহ্বান করি দেখি সেই অবলাই বা কি পরামর্শ দেয়। (নেপথ্যাভিমুখে) প্রিয়ে! সুন্দর রূপ বেশ বিন্যাশ করে সত্বরে এই সভাস্থলে একবার এস দেখি বহু ভদ্রকুল সম্ভূত সঙ্গীতোৎসাহী জনগণ তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। (পদপ্রসারণ করিতে করিতে) প্রেয়সী নটী আমার এমনি অতুল রূপ লাবণ্য-শালীনী যে যোগীগণ বা মুণিগণ দেখলে তাঁদের চিত্ত বিচলিত আমি সাতিশয় ভাগ্যবান ও পূর্ব্ব জন্মে বহুমত তপস্যা রাছিলাম তন্নিমিত্ত এমন রূপবতী কামিনী পেয়েছি, "পোচ তপস্যা সুন্দরী স্ত্রী সমাগমঃ।" (নেপথ্যাভিমুখে ষ্টি করিয়া) এই যে প্রিয়তমা গজেন্দ্র গমনে সভাভিমুখে আসিতেছে।

(নটীর প্রবেশ)

নটী।

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ—তাল খ্যামটা।

প্রিয় বরহে কেন ডাকিলে আমায়।
একি লাজ হায় হায়, অবলা কামিনী, কভু পুরুষ
সমাজে যায়।
আমি কুলের কামিনী, ভাল মন্দ নাহি জানি,
স্বামীর বচন মানি, আইলাম এ সভায়।

লয়ে অবলাকামিনী, কি করিবে গুণমণি,
করিলে রস কাহিনী, মরিব লজ্জার দায়।
অনুমতি দেহ মোরে, যাই আমি গৃহে ফিরে,
ধরি তব দুটি ক'র, দেহ আমারে বিদায়।

প্রাণবল্লভ! পুরুষ সমাজে আমাকে আপনার কি প্রয়োজন আছে? নাথ! আমি নিস্ক্রান্তা হই, আমার সাতিশয় লজ্জা হইতেছে। (গমনোদ্যতা)

নট। (নটীর হস্ত ধরিয়া) হৃদয় রঞ্জিনি! স্থির হও। তোমায় এই সভায় আহ্বান করিবার এক প্রধান কারণ আছে। আমি যদ্যপি কোন বিষয়ের জন্য তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি বোধ করি যে তাহা প্রদান করিতে তুমি অস্বীকৃতা হবে না?

নটী। নাথ! আমি "অবলা" নাম ধারিণী হইয়া কি প্রকারে আপনাকে সাহায্য করিব? তত্রাচ অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন, যদ্যপি সাধ্যাতীত না হয় তাহাহইলে চেষ্টা করিব।

নট। প্রিয়ে! আমার ইচ্ছা হয়েছে যে, অদ্য কোন নাটকের অভিনয় করে সমাগত সভাগণের মনোরঞ্জন ক'রি, কিন্তু তোমার সাহায্য ব্যতীত আমার চেষ্টা নিস্ফল, অতএব এই নিমিত্ত তোমায় ডাকিতেছিলাম।

নটী। (আশ্চর্য্যান্বীতা হইয়া) প্রাণনাথ! আমার পূর্ব্বাপর জ্ঞান ছিল যে, আপনি সাতিশয় গভির বুদ্ধিশালী, কিন্তু আপনার এই প্রস্তাবে আমার সে ভ্রম অনুদ্ধৃত হল! আপনি কি পাগল হয়েছেন নাকি? নচেৎ অবলার সাহায্য প্রার্থনা করে সঙ্গীতাভিনয় কর্‌তে ইচ্ছা করেন; ছিছি নাথ? ও কথা আর উত্থাপন করোনা অভিনয় করা কি অতি সামান্য কার্য্য!

রাগিণী পিলু—তাল যৎ।

নাথ হে কেমনে বল, অভিনয় করিতে।
সঙ্গীত সাগরে পারে অবলা কি তারিতে॥
অঘট ঘটন যাহা, অবলা কি পারে তাহা,
এযে অতীব দুরাশা, বল মোরে সাধিতে।
যা কভু হবার নয়, তাহা কি সম্ভব হয়,
করিবারে অভিনয়, এমহতী সভাতে॥

নট। প্রেয়সি! তুমি যদ্যপি আমায় এ বিষয় না সাহায্য কর, তাহাহইলে আমি সাতিশয় অসন্তুষ্ট হব।

নটী। নাথ! এ কথা তোমার বলা অনুচিত, দুঃসাধ্য সাধানা করিতে আমার ক্ষমতা নাই, আপনি যদ্যপি আকাশের চাঁদ চান তা আমি কি রূপে এনে দিব? আপনি আমায় এবিষয় ক্ষমা করুন।

নট। প্রিয়ে! তুমি এত লজ্জিতা হচ্ছ কেন? অভিনয়ে যদ্যপি আমাদের কোন দোষ হয়, সে দোষ গুণিগণেরা গ্রহণ না করে স্বীয় স্বীয় সরলতা গুণে ক্ষমা করবেন।

নটী। ভাল নাথ! আপনার কথাতেই আমি সম্মতা হলেম, কিন্তু কোন্ নূতন নাটকের অভিনয় করলে দর্শক বৃন্দের চিত্তরঞ্জন হবে তাহাতো আমি জানি না?

নট। সে কি প্রিয়ে? সে দিবস যে তোমায় একখানি নূতন নাটকের অভিনয় শিখাইয়াছিলাম তাহা কি তুমি বিস্মৃতা হইয়াছ?

নটী। নাথ! যথার্থ একখানি নূতন নাটকের অভিনয় শিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার নামটি ভুলিয়াছি, (চিন্তা) আছা কি হেমাঙ্গিনী—না—হয়েছে "চিত্রাঙ্গিনী" হাঁ বোধ করি সে

নাটক খানির অভিনয় কর্‌লে যদ্যপি সভ্যগণ মনোনিবেষ করিয়া সহৃতাপূর্ব্বক দোষ ক্ষমি শ্রবণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের চিত্ত তোষ হতে পারে। অতএব নাথ! এক্ষণে আমি বিদায় লইলাম. অভিনয়ের উদ্যোগ করিগে।

নটীর প্রস্থান।

নট। (স্বগত) নাট্যাভিনয় করে অধুনা জনগণের মনোরঞ্জন করা বড় সহজ ব্যাপার নয়, যৎকালিন একার্য্যে আমি হস্তার্পণ করেছি, প্রাণপণে সমাধা করিতে ক্রটী কর্‌বো না, ফলাফলের হাত মনুষ্যের সাধ্যাতীত। প্রেয়সী নটীকে স্কন্ধ সহকারে লয়েছি নিরাশ হলে সে আর আমার মুখ দেখ্‌বে না। অভিনয়ের আগে এক বার বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী জননীর স্তব কর, তাঁর করুণা ব্যতীত আমাদের সমস্ত চেষ্টাই বৃথা।

রাগ মালকোষ—তাল আড়াঠেকা।

প্রণামি পদ রাজীবে, সরোরুহ নিবাসিনী।
রাগিনীগণ সঙ্গিনী, সহ বিহারেন যিনি।
বিষ্ণু প্রিয়া বীণাপাণি, জীবে বিজ্ঞান দায়িনী,
শ্বেত বর্ণা শুভাষিনী, সুখ প্রদায়িনী॥
শ্বেতাম্বর পরিধানা, "শরদিন্দু নিভননা,"
পালয়িত্রী জগজ্জনা, অজ্ঞানতা বিনাশিনী।
বরদীনেজনয়িত্রী, মরামর বাক্ দাত্রী,
সংসার সৃজন কর্ত্রী, শিব দায়িনী॥

অভিনয়ানুষ্ঠানে প্রেয়সীর এত বিলম্ব হচ্ছে কেন একবার দেখি দেখিন।

নটের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

K. Rich. "————————How now what news?
Ha! your looks bespeak something serious say?"

———

Pros. "————————Sir, my leige,
Do not infest your mind, with beating on
The strangeness of this business!"

রাইপুর রাজসভা।

(মন্ত্রী আহবেন্দ্রের প্রবেশ)

মন্ত্রী। (স্বগত) অহো! ধরণিপতি এখন সভায় আগমন করেন নাই কেন? কুমার দেশ পর্য্যটনে যাবেন এই নিমিত্ত মহারাজ সাতিশয় উদ্বিগ্ন আছেন। কিন্তু সে যাহা হউক, ইদানীন্তন কুমারকে আর পূর্ব্বমত প্রফুল প্রতীয়মান হয় না, ইহার কারণ কি? জীবলীলা স্থলে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজন্য সন্তানগণের যত দূর অবধি সুখ সম্ভোগ হওয়া সম্ভব্য অবশ্য কুমারের তন্মধ্যে কোন বিষয়েরি অভাব নাই। এমন কি মণি-মাণিক্য-খচিত-রজত-প্রাসাদের উপর অবস্থান করিতেছেন, আর যে কোন বিষয়ে তাঁহার স্পৃহাজন্মে, তাহা অতীব অসম্ভবনীয় হইলেও ধরণীশ্বর সকল করিয়াদেন. এরূপ অবস্থায় পৃথিবীতে বাস করা কামধুক অপেক্ষা বহুমত প্রকারে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ঈদৃশ সুখশালী হইয়াও যে কুমার সর্ব্বদা বিষন্ন বদনে কালাতীপাত করেন তাহার কোন কারণ তো আমার অনুমিত হয় না। সুদ্ধ একমাত্র কারণ অমার বোধ বর্ত্মের পথিক হইতেছে যে, তিনি দয়িতা বিহীন। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে হবে? যদ্যপি তাঁহার পরিণয়ে মানস হইয়া থাকে সে বিষয় তিনি তো সচ্ছন্দে অন্যের দ্বারা মহারাজের কর্ণ গোচর করাতে পারেন। এই সকল কারণ বশতঃ বোধ হয় যে,

তিনি শুদ্ধ বিবাহের নিমিত্ত অহোরাত্র চিন্তা করেন না অন্য কোন কারণ থাকিলে ও থাকিতে পারে। (চিন্তাকরিতেং) কুমারের সহসা দেশ পরিভ্রমণে যাইবার কারণ কি? তাঁহার সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন থাকার সহ দেশ ভ্রমণে যাবার কোন বিশেষ সম্বন্ধ থাকিবেক, এই বিষয়টি আমাকে মহারাজের কর্ণগোচর করাতে হবে।

হায়! মানবগণ যে কত প্রকার চিন্তার অধীন তাহাগণনা করা যায় না, কাল ক্রমে কাহার মনের যে কি প্রকার গতি হয় তাহা নিশ্চয় করা যায় না। প্রত্যেক নূতন ঋতুর পরিবর্ত্তনে স্বভাবের যেমন বিবিধ প্রকার রূপ পরিবর্ত্তিত হয়, মানবগণের মনও সেইরূপ নব নব চিন্তার অধীন হয়, এ সকল কার্য্য কারণ বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে মানব হৃদয় মন্দির বুঝি নীলাম্বু পুলিনের ন্যায় প্রতি লহমায় নূতন নূতন চিন্তা লহরীর আশ্রয় স্থান হইতেছে।

হায়! সাধারণ লোকে জ্ঞান করে যে তাহারাই কেবল বুঝি বিবিধ প্রকার চিন্তার অধীন? কিন্তু রাজন্যগণের চিন্তা যে অপিচ তাহাদের অপেক্ষা কত দুঃখ জনক তাহা জ্ঞানাতীত। এই দেখ মীনসিংহ সাতিশয় বিস্তীর্ণ রাজ্যের সম্রাট হইয়াও এক মুহূর্ত্তের কারণ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারেন না, তাঁহার হৃদয় যে এক কালে কত দিকে ধাবমান হইতেছে তাহা স্থির করা দুসাধ্য কারণ. তাঁহার প্রশস্থ রাজ্যস্থিত অসংখ্য প্রজাগণের শান্তি রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য, কিন্তু তাহা কি সামান্য বিষয়? কত স্থানে কত লোকের জীবন হত্যা হতেছে, কত লোক স্তেনগণের উপদ্রবে স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগান্তর পলায়ন করিতেছে এই সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে লোক নিযুক্ত করা এবং সে সকল বিষয় নিবারণার্থ

কত শত নূতন নিয়ম সংকলন করিয়া স্থাপন করিতেছেন। হায়! এই জগৎসংসারে চিন্তা শূন্য কেহই নাই।

সম্রাট মীণসিংহের প্রবেশ।

মীণ। মন্ত্রীবর! কতক্ষণ সভায় আসিয়াছ?

মন্ত্রী। মহারাজ! অধীন আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে আপনকার শ্রীচরণ সন্দর্শনার্থে বহুক্ষণ প্রতিক্ষা করিতেছে।

মীণ। সচিব শ্রেষ্ঠ! আমি কুমারের পর্য্যটনানুযায়ী সামগ্রী সকলের আয়োজন দেখিতেছিলাম, তন্নিমিত্তই আমার স্থিরীকৃত কাল অতি বাহিত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সুরত পুরের সন্দেশ কহ।

মন্ত্রী। মহারাজ! সুরতপুর হইতে অদ্য প্রাতঃকালে আপনার সনামে এক খানা লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি (একখানী পত্র প্রদান করিয়া) এই সেই পত্র গ্রহণ করুন।

মীণ। (মন্ত্রীকে পত্র পুনঃ প্রদান করিয়া) মন্ত্রীবর! এ লিপি খানি তুমি পাঠ কর আমি শ্রবণ করিতেছি।

মন্ত্রী। (লিপি উন্মোচন করিয়া পাঠ)

"রাজাধিরাজ অতুল প্রতাপান্বীত মীণসিংহ বাহাদুর।

শ্রীচরণ কমলেষু।

আপনার শ্রীচরণে এতদ্বারা এই নিবেদন করা যাইতেছে যে, আপনার সুখময় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে বসতি করিয়া প্রজাগণ কেহ কদাপি কোন বিষয়ে অসুখী হয় নাই; কিন্তু অধুনা সুরতপুর নিবাসী জনগণ একজন রাজপুৎ সেনানীর দ্বারা সাতিশয় প্রপাড়িত হইতেছে। নগরের শান্তি রক্ষকেরা তাহাদের দমন করিতে অপারগ, অতএব আপনি সানুগ্রহ প্রকাশ পুর্ব্বক সুরতপুর

নিবাসী জনগণের ক্লেশ নিবারণার্থ কোন সদুপায় করিবেন, সত্বরে করিলেই শ্লাঘার বিষয় পরিগণিত হইবে।

আপনার শ্রীচরণাশ্রিত

সুরতপুর নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক”

মীণ। (ভ্রুকুটী করিয়া) মন্ত্রীবর! আমার ত্রিংশত বৎসর রাজ্যাধিকার মধ্যে ঈদৃশ ক্লেশ প্রকাশক লিপিতো আমার হস্তগত হয় নাই, কিন্তু অধুনা বিদেশীয় সৈন্যে কি জন্য আমার সাম্রাজ্যে উপদ্রব আরম্ভন করিয়াছে? সে দিবস পঞ্চবিংশতি জন রাজপুৎ অনিকীনী আমার রাজধানিতে আসিয়া প্রজাগণকে আক্রান্ত করিয়াছিল, যদ্যপিও পরিশেষে তাহারা কারারুদ্ধ হইয়াছে।

মন্ত্রী। (নতশিরঃ হইয়া) নরেশ্বর! আমি এই দণ্ডেই সৈন্যসামন্ত লইয়া সুরতপুরে যাত্রা করিলাম, কিন্তু আমার তত্রস্থানে যাইবার এক্ষণে আবশ্যক নাই, দ্বিতীয় মন্ত্রীকে তথায় প্রেরণ করুন।

মীণ। সচীববর! আমি তোমার বাক্যেই সম্মত হইলাম।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনার শ্রীচরণে অধীনের আর একটি নিবেদন আছে।

মীণ। মন্ত্রীবর! তোমার মনোভাব এই দণ্ডেই প্রকাশ কর, তা আবার আমার অনুমতির প্রতিক্ষা কি?

মন্ত্রী। রাজন! রাজকুমার পূর্ব্বে যেরূপ প্রফুল্ল প্রতীয়মান হতো, অধুনা আর সেরূপ প্রতীত হয় না। বোধ করি যে তিনি যামিনী যোগে সুপ্তবেসে কোন রূপবতী কামিনীকে স্বপ্নে দেখেন, কারণ তিনি প্রতিদিন নিসাবসান কালিন শয়নাগার হইতে অধিক চিন্তাযুক্ত বহিষ্কৃত হন, এবং সেই স্বপ্ন-প্রতীতা কামিনীই তাঁহার চিন্তার মূল কারণ!

মীণ। (হাস্য করিয়া) সচিব শ্রেষ্ঠ! কুমার কি স্বপ্ন-প্রতীতা ললনার অনুসন্ধানে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছে? একথা কদাচ সত্য হইতে পারে না, এ কল্পনা তোমার যুক্তি সিদ্ধ হয় নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে ইহা ব্যতীত কুমারের চিন্তার আর কোন কারণ নাই।

মীণ। মন্ত্রিবর! কোন সদুপায়ের দ্বারা কুমারের পরবাসে যাইবার যথার্থ কারণ জ্ঞাত হও দেখি, তাহা হইলে আমার সন্নিকট তুমি বহু পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কল্য দিবাবসান কালিন আমার সহ "কনক উদ্যানে" সাক্ষাৎ করিও, এক্ষণে আমি অন্তঃপুরে গমন করি, দিনকর প্রায় অর্দ্ধ পথাবলম্বী হইলেন।

(সম্রাট মীণসিংহ ও আহবেন্দ্রের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

Val. "Cease to persuade,——————————
Home keeping youths have ever homely wits,
Let me see the wonders of the world abroad,
Than being dully sluggerdized at home."

Pros. "All happiness bechance thee."

রাইপুর রাজান্তঃপুর।

(রাণী কনকলেখা রজত খট্টাঙ্গের উপর শোয়ীতাছেন)

কনক। (স্বগত) হায়! অবলাগণের হৃদয় যে অপত্য স্নেহে কি প্রকার সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ তাহা কেবল বচনে প্রকাশ করা

যায় না। দেখ অল্পকালের কারণ কুমার দেশ পরিভ্রমণে যাবে, সে জন্য যে আমার কিদৃশ মনোবেদনা হইতেছে তাহা কেবল সর্ব্বান্তর্যামী বিধাতাই জানিতে পারিতেছেন, এ দুঃখ যদ্যপি কাহাকেও দেখাইবার হইত, তাহাহইলে দেখাইতাম। আহা! এ যন্ত্রণা কি শুদ্ধ বাক্যের দ্বারা সম্যকপ্রকারে ব্যক্ত করা যায়। উঃ! মনঃপীড়া কি ভয়ানক দুঃখপ্রদ! দৈহীক যন্ত্রণায় শুদ্ধ শরীরকে কষ্ট প্রদান করে, কিন্তু মানসীকপীড়া তদপেক্ষা বহুতর গুণে দুঃখজনক!

(সম্রাট মীণসিংহের প্রবেশ)

কনক। (গাত্রোত্থান করিয়া) প্রাণনাথ! আপনার নিয়মিত কাল অদ্য অতীত হইল কেন?

মীণ। (ক্ষুণ্ণমনে) আর্য্যিকা! মন্ত্রীবরের প্রমুখাৎ একবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।

কনক। (ব্যাগ্রচিত্তে) প্রাণনাথ! সাম্রাজ্যে কি কোন অশিব-দায়ক ঘটনা হয়েছে নাকি?

মীণ। হৃদয়বল্লভে! রাজ্য সম্বন্ধীয় কোন বিষয় নহে। আর তৎ-সম্বন্ধীয় অদ্য সুরতপুর হইতে যদ্যপিও একখানি লিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহার এক প্রকার নিষ্পত্তি করিয়াছি।

কনক। প্রিয়বর! তবে আপনি কিসের জন্য বিষাদ যুক্ত হইয়াছেন?

মীণ। প্রেয়সী! মন্ত্রীবরের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, কুমার আর পূর্ব্বের ন্যায় কাহার সহ বাক্যালাপ করে না, কেবল সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত বিষণ্ণ বদনে নির্জ্জনে থাকে, কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার প্রতি বাক্য প্রদান করে না। ইহার কারণ কি? তাহার দেশ দর্শনে যাবারকোন বিশেষ প্রাধান্য

থাকিবেক, অতএব প্রিয়ে! কুমারের সহসা স্বভাবের ঈদৃশ পরিবর্ত্তনে আমি সাতিশয় চিন্তাকুল হইয়াছি?

কনক। হৃদয়বল্লভ! আমি প্রতি দিবস আপনার সন্নিকটে ঐ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে মনন করি, কিন্তু আপনার চরণকমল সন্দর্শন করিলেই সকল কথা বিস্মৃতা হই।

মীণ। প্রিয়তমে! কেন তুমি কি কুমারের মনোভাব জানিতে পারিয়াছ?

কনক। আর্য্যপুত্র! যদ্যপিও আমি বৎসের চিন্তার কারণ জানিতে পারি নাই বটে, তত্রাচ তাহাকে বহুদিন ভাবাপন্ন থাকিতে দেখিয়াছি।

মীণ। প্রিয়ে! সচিব শ্রেষ্ঠ আমার সন্নিকটে সপথ করিয়াছে "যে কোন প্রকারে হউক আমি কুমারের মনোভাব জানিব" অতএব সত্বরেই তাহার অধ্যবসার ফলাফল জানিতে পারিব।

কনক। সখে! আপনিতো আর সন্তানের সুখোন্নতির জন্য ভ্রমেও একবার চেষ্টা করেন না, কেবল আপনার রাজ্য সম্বন্ধীয় কার্য্যেই অহোর্নিশি লিপ্ত আছেন। পুত্র বিবাহোপযুক্ত হইল কোথায় তাহার পরিণয় দিবার কারণ উদ্যোগ করিবেন, না সে সমস্ত কথা স্বপ্নক্রমেও চিন্তা করেন না। আমি একেলা অবলা হইয়া আপনাকে কতবার স্মরণ করাইয়া দিব।

মীণ। (হাস্য করিয়া) প্রেয়সী! তুমি কি জ্ঞান কর যে, আমি কেবল দিবানিশি রাজ্য সম্বন্ধীয় কার্য্যেই নিযুক্ত আছি? আমি শতশত কুলযোদনকারী দেশ বিদেশে, পরম রূপবতী রাজপোভোগ্যা পাত্রীর অনুসন্ধানে, প্রেরণ করিয়াছি, তাহারা প্রত্যাগমন করিলেই পুত্রের উদ্বাহ ক্রিয়া সমাপণ করিব।

কনক। রাজন! আপনি যে বিবিধ প্রকার দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়াছেন, কুমার তাহার কিছুমাত্র সহকারে লইতে স্বীকার

করেন না; এমন কি সৈন্য সামন্ত, হয় হস্তী, প্রভৃতি কাহাকেও সঙ্গে যাইতে দিবেক না।

মীণ। (স্বগত) মন্ত্রিবরের কল্পনা এক্ষণে আমার সত্য বোধ হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! কুমারকে এরূপ অনুকম্পীনের ন্যায় কার্য্য করিতে দেওয়া যাইবেক না। তার সহ নিতান্ত একজনকেও পাঠাইতে হইবে, কিন্তু কাহাকেইবা দিই (চিন্তা:) বীরসিংহ কুমারের পরম বন্ধু, অতএব বীরসিংহকে সহকারে দেওয়া যাইবেক, এবং বোধ হয় তাহাতে কুমার অস্বীকৃত হবে না।

কনক। (ব্যাগ্র চিত্তে) প্রাণনাথ! দেখ্বেন যেন কুমার একাকী গমন করে না।

মীণ। প্রিয়ে! তজ্জন্য আর তোমার চিন্তিত হবার আবশ্যক নাই। (পশ্চাৎ ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া) কুমার তোমার সহ সন্দর্শন করিতে আসিতেছে আমি নিষ্ক্রান্ত হই।

(একদিক দিয়া রাজার প্রস্থান।)

(অন্য দিক দিয়া অবন্তিকুমারের প্রবেশ)

কুমার। মাতঃ! আপনাকে অভিবাদন করি।

কনক। বৎস! জননী হরমনোরমা তোমায় কুশলে রাখুন।

কুমার। জননী! আপনার শ্রীচরণে বিদায় প্রার্থনার্থে আসিয়াছি প্রসন্না হইয়া অনুমতি প্রদান করুণ।

কনক। বৎস! তুমি অজ্ঞান নহ যে, আমি অবলা হইয়া তোমায় জ্ঞান দিব, তোমার চিত্ত প্রাসাদে বিজ্ঞানানিল সঞ্চারিত হইতেছে। তুমি সহায় সম্পদ হীন হইয়া কি নিমিত্ত পরবাসে যাইতে মনন করিয়াছ? আমার কথা রাখ ও উৎসাহ বহ্নিকে নির্ব্বাণ করে সচ্ছন্দে মনানন্দে স্ববাসে কালাতিপাত কর।

কুমার। (বিনয় পূর্ব্বক) মাতঃ! আমার বহুদিনাবধি দেশ ভ্রমণেচ্ছা হয়েছে, কিন্তু সুসময়াভাবে সফল হইয়া উঠে নাই। এক্ষণে পিতাও সর্ব্বোতভাবে অনুমতি দিয়াছেন, আর মাধব ঋতুর সমাগমে অরুণ্যোনী প্রভৃতি উপবন সকল কি প্রকার শোভিত হয়, সেই সমস্ত স্বভাবের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনার্থে এই সময়ে যাত্রা করিতে মানস করিয়াছি।

কনক। বৎস! দেশ পরিভ্রমণ করা কি অতি সামান্য কার্য্য? যে জন অদ্যাবধি কদাচ এক দিবসের কারণ অন্যস্থানে অবস্থান করে নাই, সে কি সন্ন্যাসীর ন্যায় একেলা পরবাসে বাস করিতে পারে? বিদেশে গমন করিলে যে কত প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহা গণনা করা যায় না, অতএব বৎস! ওবিষয় নিরস্থ হও।

কুমার। মাতঃ! আপনি যদ্যপি আমার উপর সদয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি ক্লেশকে দুঃখজনক বোধ করিব না, অতএব এক্ষণে সুপ্রসন্না হইয়া অনুমতি প্রদান করুণ।

কনক। (অন্যদিকে) হায়! প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রকে কিরূপে বিদায় প্রদান করি। সন্তানের প্রতি প্রস্তুতির যেরূপ অভেদ্য মমতা, তাহা কেবল পুত্রিনীরাই বোধ করিতে পারে। বৎসের প্রবাসে যাইতে যেরূপ কৌতুহল শিখা উদ্দিপ্ত হইয়াছে, তাহা নির্ব্বাণ করিতে আমি কখনই সক্ষমা হইবো না। (প্রকাশ্যে) বৎস! তোমার যদ্যপি বিদেশ সন্দর্শনে একান্তই বাঞ্ছা হইয়া থাকে, তাহাহইলে আমি প্রতিবন্ধকতা দিতে ইচ্ছা করি না। (ললাট চুম্বন করিয়া) বৎস! জগত পাতায় স্মরণ করিয়া শুভ যাত্রা কর।

কুমার। (আনন্দিত হইয়া) জননী! আপনি যখন প্রসন্না হয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন, তখন আর আমার কোন চিন্তা

নাই। এক্ষণে বিদায় লইলাম আশীর্ব্বাদ করুণ যেন পুনর্ব্বার সত্বরে আপনার শ্রীচরণ সন্দর্শন করি।

অবন্তিকুমারের প্রস্থান।

কনক। (স্বগত) হায়! আপাততঃ তো কিছুকালের জন্য আর সন্তানের মুখচন্দ্রিমা দর্শন করিতে পাইব না। কুমারের বিরহে যে কিরূপে কালাতীপাত করবো তাহার কিছুই স্থির নাই। হায়! এবিষয়ে যতই চিন্তা করবো ততই মনবেদনা বৃদ্ধি হবে, যাই সাংসারীক কার্য্যে চিত্ত সংযুক্ত করিগে।

রাণী কনক লেখার প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

"How fair a prospect rises to the eye,
When Nature vies in all her vernal blooms."

Pros. "Tis time
I should inform thee further,
For joy of her he cannot sleep,
Her beauty haunts him all the night
It melts his heart and makes him weep."

কনক উদ্যান।

(সম্রাট মীণ সিংহের প্রবেশ)

মীণ। (পদ প্রসারণ করিতে করিতে) অহো! ঋতুরাজের সমাগমে এই অক্রীড় উপবন কি অনির্ব্বচনীয় শোভা বিশিষ্ট হইয়াছে! এসকল শোভা সন্দর্শন করিলে কাহার হৃদয় না

অকৃত্রিম আনন্দের উদয় হয়? স্বভাবের শোভা ও কৃত্রিম শোভার যে কতদূর বিভিন্নতা, তাহা বচনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এক স্বমেকের মধ্যে স্বভাব যে কত প্রকার রূপ ধারণ করে, মানব চিত্ত স্বভাজন করে, তাহা কি সহজে প্রকাশ করা যায়? জগত স্রষ্টা মানবচিত্ত বিনোদনার্থ কত প্রকার সুরমণীয় রঞ্জন সৃজন করিয়াছেন! দেখ, মলয়া গন্ধবহ পুষ্পের সুগন্ধ বহন করিয়া মানবগণের নাসিকারন্ধ্রে কিদৃশ সৌরভ সঞ্চারণ করিতেছে। অশোকদ্রুম সকল আপাদমূল পর্য্যন্ত নূতন প্রবলে ও রক্তীমবরণের কুসুম সম্ভারে কেমন শোভিত হইয়াছে। চূতদ্রুম সকল নবীন কলিকায় বিনম্র হইয়া কেমন বিশ্ব স্রষ্টার যশোবৃদ্ধি করিতেছে! মাধবানুচর সকল, আম্রমুকুলের রসাচুসনদ্বারা মত্ত হইয়া, কুহুরবে কেমন উপবনকে প্রতিশব্দায়মান করিতেছে। সরসী-সলিলে কমলিনীর ম্লানানন নিরীক্ষণ করিয়া কুমুদিনী বদন প্রকাশ পূর্ব্বক কেমন প্রফুল্লে হাস্য করিতেছে! অপিচ, চন্দ্রাতপ অদ্য কিদৃশ সুশীতল বোধ হচ্ছে! আহা! ছয় ঋতুর মধ্যে এই কাল কি রমণীয় ও মনোহারী?

(মন্ত্রী আহবেন্দ্রের প্রবেশ।)

মীণ। (মন্ত্রীরদিকে ফিরিয়া) মন্ত্রীবর!—কুমারের পরবাসে যাইবার অভিপ্রায় কি জানিতে পারিয়াছ?

মন্ত্রী। মহীপতি! আমার মনোকল্পিত কল্পনাই যথার্থ। আমি কুমারের সন্নিকট এবিষয়ের প্রসঙ্গ করাতে, তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, অতএব নরেশ্বর! স্বপ্ন প্রতীত কামিনীর অনুসন্ধানে যাওয়াই তাঁহার দেশ ভ্রমণের প্রধান অভিপ্রায়।

মীণ। মন্ত্রীবর! তবে একারণ তো কোন সদুপায় করা উচিত,

কুমারকেতো একলা যাইতে দেওয়া হইবেক না, বীরসিংহকে সহকারে পাঠান মানস করিয়াছি।

মন্ত্রী। নরনাথ! বীর সিংহ কুমারের সহ যাউক, কিন্তু অপিচ আমার সহ আর কিছু সৈন্যদিন, আমি কুমারের পশ্চাতে গমন করি, সময়ানুক্রমে সহয়তা করিতে পারিব।

মীণ। সচীববর! বীরসিংহকে অত্রস্থলে আসিতে জনেক রক্ষক প্রেরণ কর।

মন্ত্রী। (উচ্চৈঃস্বরে) হিঁয়া কৈ হেয়রে?

(নেপথ্যে) যাতা হ্যায় মহারাজ্!

(জনেক রক্ষকের প্রবেশ)

মন্ত্রী। দেখ, বীরসিংহকো তুরন্ত যাকে বোলায় লাও, বোলো মহারাজ উনকো জড়্ড়ি বোলাতা হেয়।

রক্ষক। যোহুকুম মহারাজ্!।

রক্ষকের প্রস্থান।

বীরসিংহের প্রবেশ।

বীর। মহারাজ! আপনাকে অভিবাদন করি, অধীনকে কিকারণ আসিতে আজ্ঞা করিয়াছেন?

মীণ। (মন্ত্রীর প্রতি) আহা! বীরসিংহের কি মনোহর প্রকৃতি দেখেছ। (প্রকাশ্যে) বৎস! তোমার সহ আমার কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বীর। নরনাথ! অধীনের প্রাণপর্য্যন্ত প্রদান করিলে ও যদ্যপি আপনার কণা মাত্র উপকার হয় তাহা হইলে আমার সদৃশ শুভাদৃষ্টশালী ধরাতলে আর কে হইতে পারিবে।

মীণ। বৎস! তোমার বাক্যেতে যে আমি কতদুর পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট

হইয়াছি তাহা অবক্তব্য। তুমি পুরস্কার স্বরূপ এই অঙ্গুরিটি গ্রহণ কর। (বীরসিংহকে একটি অঙ্গুরীয় প্রদান)।

বীর। (প্রফুল্লিত হইয়া) নরেশ্বর! আমি আপনার রাজ প্রসাদ পাইতে যে উপযুক্ত পাত্র, তাহা কদাচ স্বপনেও বোধ করি নাই। আপনার সুচারু নিয়ম দ্বারা যে এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য সুখে প্রতিপালিত হইতেছে তাহা কিছু বিচিত্র নহে, যে কারণ মহৎ মহৎ রাজন্যগণের শরীরে যে সকল গুণ থাকা সম্ভব্য তাহা সকলি আপনাতে আছে, আপনার সদৃশ সম্রাট নরলোকে পাওয়া অতি বিরল।

মীন। বৎস! কুমার বিদেশ পরিভ্রমণে যাইবার কারন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তন্নিমিত্ত নানাবিধ সামগ্রের আয়োজন করিয়াছিলাম কিন্তু সে তাহার কিছুমাত্র সহকারে লইতে স্বীকৃত হয়না, এমন কি কোন সহচর পর্য্যন্ত লইতে ইচ্ছা করে না, কেবল একেলা অশ্বারোহী হইয়া পরবাসে যাইতে মনন্ করিয়াছে, কিন্তু বৎস! কুমারকে এরূপ সহায় সম্পদহীন পরবাসে পাঠাইতে পারিনা, কুমারের সহকারে তোমাকে গমন করিতে হবে, ইহাতে তুমি সম্মত আছ কি না?।

বীর। মহারাজ্! বন্ধুর সহকারে যাইব কি না, তাহা কি আবার জিজ্ঞাস্যের বিষয়?।

মীণ। বৎস! তুমি কুমারের সহকারে যাও, আর মন্ত্রীবর সপ্ত-সৈন্য সামন্ত লইয়া তোমাদের পশ্চাতে গমন করবে, বিপক্ষ আপদে সহায়তার জন্য।

বীর। (গর্ব্বীতরূপে) ধরাধীপ? আমি যৎকালীন্ কুমারের সহকারে যাইতেছি, তৎকালীন্ আর আপনার কোন চিন্তা নাই। আমার জীবন সত্ত্বে এমন কোন বীর কুলর্ষভ নাই যে, কুমারের গাত্রে হস্তার্পণ করিতে সক্ষম হবে।

মীণ। (ইসৎ হাস্য করিয়া) বৎস ! একথা কিছু তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে, তুমি যে অতীব পরাক্রমশালী, সম্মুখাহবে পরাজিত হও না, তাহা আমি নিশ্চয় জানি, এবং তুমি স্বীয় প্রতিজ্ঞা মতে কার্য্য করিতে সক্ষম।

মন্ত্রী। মহারাজ ! কুমার বুঝি আপনকার সহ সন্দর্শন করিতে আসিতেছেন।

(অবন্তি কুমারের প্রবেশ)

কুমার। (সম্রাটের প্রতি) তাতঃ ! আপনাকে অভিবাদন করি।

মীণ। বৎস ! জগৎপালক তোমার অভিষ্ট সিদ্ধ করুন।

কুমার। জনক ! আপনার সন্নিকট বিদায় প্রার্থনার্থে আসিয়াছি, সানুগ্রহপূর্ব্বক অনুমতি প্রদান করুন, অদ্য নিশাবসান কালীন রাজধানী হইতে বহিঃগমন করিব।

মীণ। বৎস ! আমি কোন ক্রমেইতো তোমায় একেলা যাইতে দিব না, আমার বচন রক্ষার্থে তোমায় বীরসিংহকে সহকারে লইতে হইবেক।

কুমার। (নতঃশীর হইয়া) তাতঃ ! পরবাসে যাইতে আমার কৌতুহলশীখা উদ্দিপ্ত হইয়াছে, অতএব আমি একেলাই যাইব, এবং তাহাতে যে সকল কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহা আমি একেলাই করিব, তজ্জন্য বন্ধুকে ক্লেশ দিবার কোন আবশ্যক নাই।

বীর। (কুমারের প্রতি) সখে ! তোমার সহ যাইলে আমার যদ্যপি কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে কি আমি ক্লেশবোধ করিব ? দেখ, তোমার এই কমনীয় সুকোমল কলেবর পর্য্যটন করিলে যখন মলিন হবে, তখন তোমার সেবা শুশ্রুষা কে করবে ? তপনোত্তাপে কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইলে তোমায় কে ব্যজন করিবে ? ক্ষুধার সময় আহারীয় বা পানিয় দ্রব্য

যত্নপূর্ব্বক আহরণ করিয়া কে দিবে? বন্ধো! সুদ্ধ আমি একেলা মাত্র তোমার সঙ্গে যাইব।

কুমার। বন্ধো! আমার উপর তোমার যদ্যপি এতাদৃশ স্নেহ থাকে, তাহা হইলে তোমায় নিবারণ করিতে পারি না।

বীর। (সম্রাটের প্রতি) নরনাথ! বন্ধু যৎকালিন আমায় সমভিব্যাহারে লইতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন আর আপনার ভাবান্বিত হইবার কোন আবশ্যক নাই।

কুমার। (সম্রাটের প্রতি) তাতঃ! তবে এক্ষণে আপনি আজ্ঞা করুন শুভকাল অতীত হইয়া যাইতেছে।

মীণ। (উভয়কে আলিঙ্গন দিয়া) বৎসগণ! শুভক্ষণে যাত্রা কর, জগৎ স্রষ্টা তোমাদের সঙ্কটে সহায়তা করিয়া, মনোভিষ্ট সিদ্ধ করিবেন।

অবন্তিকুমার ও বীরসিংহের প্রস্থান।

(নেপথ্যে)

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

কি অমূল্য ধরাধামে, প্রণয় রতণ।
সঞ্চরি অনঙ্গমাঝে, করে চিত বিনোদন।
মিলনেতে সুখ যত, বিরহে অসুখ কত,
ভুক্ত ভোগী জনে জ্ঞাত, অজ্ঞে জ্ঞাত কদাচন॥
নারী যদি না জন্মিত, ধরা কি সুখে থাকিত,
তাহলে কি রাজসুত, করে বিদেশে গমন।
কি কহিব হায় হায়, নারী আসি এ ধরায়,
জিনিল পুরুষ গণে, পেয়ে শক্তি বরদান॥

মীণ। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রীবর! কুমারের পশ্চাতে সৈন্য সামন্ত লইয়া যাইবার কি তোমার কোন বিশেষ প্রাধান্য আছে!

মন্ত্রী। নরনাথ! কুমার আপনার সাম্রাজ্য ছাড়াইয়া গেলেই অন্য এক রাজার শাসনে উপস্থিত হইবে, বোধ করুন, তিনি যদ্যাপি ঐ দেশীয় কোন রাজাত্মজার সহ গোপনে প্রেমলাভ করেন, এবং ঐ সমস্ত বিষয় ঐ রাজার কর্ণগোচর হইলে, বীরসিংহ ও কুমার সহসা কারারুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু যদ্যপি আমি পৃষ্টদেশে থাকি তাহা হইলে যুদ্ধের দ্বারা সহজে উভয়কে মুক্ত করিতে পারিব।

মীণ। সাধু! সাধু! মন্ত্রীবর! তোমার এ প্রস্তাবের যে এতাদৃশ নিগূঢ় ভাব আছে, তাহা আমি কদাচ বোধ করি নাই। ভাল, তুমি কুমারের মনোভাব কিরূপে জানিলে তাহাতো আমায় বল নাই।

মন্ত্রী। রাজন্! কল্য নিশীথ সময়ে আপনার রাজবাটী হইতে যখন কুমারের গৃহস্পার্শ দিয়া গমন করিতেছি, সহসা যেন এক জনের খেদধ্বনির ন্যায় একপ্রকার শব্দ আমার শ্রুতি গোচর হইল। আমি তৎক্ষণাৎ সেইস্থলে দণ্ডায়মান হইলাম। বহুক্ষণ স্থিরকর্ণে শ্রবন করিয়া বোধ হইল যেন কুমারের আবাসের ভিতর হইতে ঐ শব্দ বহির্গতঃ হইতেছে। নিশ্চয় করিবার কারণ আমি নিস্তব্ধে কুমারের গৃহগবাক্ষের বহির্ভাগে অবস্থান করিয়া রহিলাম। কিন্তু আর কিছু শুনিতে পাওয়া যায় না। কুমার শর্য্যার উপর শোয়িত আছেন, গৃহ মধ্যস্থিত আলোক দ্বারা প্রতীত হইতে লাগিল যে, তাঁহার নয়নোদ্বয় উন্মেষিত আছে। আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম "যে, হায়! কুমারের সহসা কি কোন প্রকার পীড়া হয়েছে নাকি?।" আমার এইরূপ চিন্তা পরিশেষ হইতে না হইতে, কুমার

খট্টাঙ্গের উপর গাত্রত্থান করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। আমি স্থির ভাবে তাঁহার মুখমণ্ডল পানে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলাম। আহা! তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে ঝর ঝর করিয়া বারি পতিত হইতে লাগিল, আমি মনে করিলাম যে, তাঁহার ঈদৃশ চিত্ত বিচলতার কারণ জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু আমার বচনস্ফুরণ হইল না!। ইত্যবসরে কুমার পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত এইরূপ প্রকারে খেদ করিতে লাগিলেন। "অয়ি প্রিয়ে! তুমি কি অধীনকে যন্ত্রনা দিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছ? তুমি যে প্রতি রজনীতে নিদ্রাকালীন আমার সমক্ষে নৃত্যকরে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি নয়নোন্মোচন করিলে আর তোমার কমনীয় কান্তি দেখিতে পাই না। চারুবদনে! তোমার নিকট আমি ভূতজন্মে কি এত অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমার সুপ্তা-বস্থায় ভ্রূযুগ ধনুকে কটাক্ষ স্বরূপ শরারোপণ করিয়া আমার কলেবর জর জর কর। কমল নেত্রে! বিধাতা কি তোমাকে আমার শরীর বিক্ষোনার্থে, কমল কলিকা সম কটাক্ষের সহিত নেত্রদ্বয় প্রদান করিয়াছেন? তুমি কি আমার সমক্ষে বিদ্যুল্লতার ন্যায় চঞ্চলা হইয়া বেড়াইবার কারণ রক্তোৎপল রঞ্জনে রঞ্জিত চরণদ্বয় প্রদান করিয়াছেন? আর্য্যা! তোমার কি অত্যুচ্চ পয়োধর দর্শনে, লাজ পরবস হইয়া, মেনকাচল জলধিজলে লুকাইত হইয়াছে। মৃগকুলগঞ্জিনী! তোমার কি গুরুতর নিতম্ব ভারে জননী পৃথিবী ক্ষণেং কম্পমানা হইয়া উঠেন? আর্য্যা? তোমার কি চারুবদন দর্শন করিয়া নিশামণি লাজ পরবস হইয়া শরীরে ভস্ম লেপন পূর্ব্বক খমার্গে পলায়ন করিয়াছেন? হায়! এসকল নুদ্ধ আমর যন্ত্রণা বৃদ্ধির কারণ। আমি তোমার সন্ধান যে কি প্রকারে প্রাপ্ত হইতে পারিব, সেই চিন্তাতেই শয়ন ভোজনাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছি,

কিন্তু তত্রাচ তোমার কমলানন সন্দর্শন পাইবার কোন ভরষা দেখি নাই। তুমি কি মানবী? না দেবি? না কিন্নরী? ইহা কিছুই জানি না? তুমি যাহাই হও, তোমার অনুসন্ধানে এই বার গৃহ পরিত্যাগ করিব, যদ্যপি তোমার সন্দর্শন প্রাপ্ত হই তাহা হইলে পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রত্যাগমন করিব, নচেৎ এদেহ তোমার জন্য সত্বরেই জলধিজলে বিসর্জ্জন দিব।” নরেশ্বর! কুমার এই রূপ পরিতাপ পূর্ব্বক সাতিশয় অধীর হইয়া পুনর্ব্বার শয়ন করিলেন, এবং আমিও স্বগৃহে গমন পূর্ব্বক তাঁহার দুঃখের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে করিতে নিদ্রাঙ্কে পতিত হইলাম। অতএব মহারাজ! আমার কল্পনাই এক্ষণে যথার্থ হইল।

মীণ। সচীবশ্রেষ্ঠ! আমার অঙ্গীকৃত পুরস্কার তুমি এখনি প্রাপ্ত হইবে। অপিচ, কল্য প্রাতঃকালে তুমি সৈন্যসামন্ত লইয়া কুমারের পশ্চাতে যাত্রা কর, অদ্যকার যামিনীতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখগে।

মন্ত্রী। ধরাধীপ! তবে এক্ষণে আমি বিদায় হইলাম।

মীণ। আমিও অন্তপুঃরে গমন করি, কুমারের বিরহে রাণী অতিশয় কাতরা হইয়াছে।

সম্রাট মীন সিংহের প্রস্থান।

মন্ত্রী আহবেন্দ্রের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

Lor. "——————————What hope
Dursting with its audacious scope
The disconcerted heart affects?"

Cal.—"I am full of pleasure,"
Come on let us sing.

Duke.—If music be the food of love, play on."

অবন্তি কুমার ও বীরসিংহের প্রবেশ।

বীর। সখে! বহুক্ষণ পর্য্যটন করিয়া শরীর সাতিশয় আক্রান্ত হইয়াছে, অতএব চল ক্ষনকালের নিমিত্ত ঐ তরুতলে বসিয়া শ্রান্তিদূর করিগে।

কুমার। বন্ধো! (উপবেশন করিয়া) এ স্থানটি কি রমণীয় দেখেছ! (ধরনী তলে অবলোকন করিয়া) আমার বোধ হয় যে, এই উপবনে অমর কন্যাগণ কুসুম চয়নে আসিয়া থাকেন, এই দেখ তাহাদের পদচিহ্ন ধরাতলে অঙ্কিত রয়েছে।

বীর। সখে! একথা কিছু বিচিত্র নহে। দেবনারীগণ সময়ক্রমে মরপুরীতে আগমন করিয়া থাকেন্।

কুমার। (আকাশ মণ্ডল পানে চাহিয়া) সখে! দিবাবসান কালীন গগন মণ্ডলের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশমান হয়? বোধ হতেছে যেন সন্ধ্যা দেবী, নানাবিধ রাগরঞ্জিত কাদম্বিনীরূপ বসন পরিধান করিয়া, অল্পে২ তিমির স্বরূপ ঘোমটায় মুখাবরণ করিতেছেন। মলয়া গন্ধবহ দেখ সুশীতল কুসুম সৌরভ বহনে আমাদিগের কলেবর কেমন স্নিগ্ধ করিতে লাগিল!

বীর। সখে! সর্ব্বঋতু অপেক্ষা এই কাল, মানবচিত্ত সম্পূর্ণ রূপে বিনোদন করিতে সক্ষম।

কুমার। সখে! সহসা কি জন্য আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হইতেছে, ইহাতে কি কোন রত্ন লাভের সম্ভাবনা আছে?।

স্নমঙ্গল চিহ্ন! কি লাভ হইবে সখা,
নাচিতেছে শ্রেষ্ঠ বাহু, কিসের কারণে?
সম্ভবে রতন লাভ! কিন্তু কি রতন
সখা, আছে হে ধরায়, যাহার প্রাপ্তিতে
উদ্ভবিবে, মম হৃদে স্নুনির্ম্মল স্নুখ;
বিনা সেই চন্দ্রমুখী প্রেয়সী আমার!
বিরাজিছে, যেই মম হৃদয় পঙ্কজে?
প্রেমময় ভাব যার, হেরিয়া স্বপনে
ভ্রমিতেছি সদা, মণি হারা ফণী প্রায়
স্বদেশে,—বিদেশে আহা! লভিব কি তায়।
বিরলেতে শ্রম সহকারে, যারে বিধি,
গঠিয়াছে,—ত্রিভুবন মোহিবার তরে
সে ললনা আছে কি হে ভার্গেতে আমার?

বীর। সখে! তোমাদের রত্নলাভ হওয়া আর আশ্চর্য্য কি?

কুমার। সখে! আমার বোধ হতেছে যে, এই দেশেই আমার স্বপ্নকল্পিত প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিব, কারণ তাহাকে প্রাপ্তি হওয়া অপেক্ষা আমার আর সুখজনক কি আছে?

বীর। সখে! বিধাতা যদ্যপি তোমার দুঃখাবসান করে থাকেন তাহা হইলে সেই কামিনীর সন্ধান এই স্থলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবে, তার আর সন্দেহ নাই।

কুমার। সখে! অদ্য আমার মন ক্রমে ক্রমে সাতিশয় প্রফুল্লিত হচ্ছে, আমি একটি সঙ্গীত করি শ্রবণ কর।

বীর। সখে! তোমার মনের প্রফুল্লতা হইলেই আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হই, অতএব একটি গান কর শুনিতেছি।

কুমার,—

রাগিণী পুরবী—তাল আড়াঠেকা।

এবে কি পাইব আমি, সেই প্রেয়সী রতনে।
প্রতিদিন নিশিযোগে, যারে হেরিতাম স্বপনে॥
হায়, কি সে দিন পাব, প্রিয়ারে পাশে বসাব,
সুখে বদন চুম্বিয়ে, শান্তিব তাপিত মনে।
সদয় হইয়া বিধি, যদি দেন প্রিয়ানিধি,
সুখী হব নিরবধি, থাকিব প্রফুল্ল মনে॥

বীর। সখে! মিলন বারি পতনে সত্বরেই তোমার মনানল নির্ব্বাণ হবে, তন্নিমিত্ত আর তোমার অধিক দুঃখান্বীত হবার প্রয়োজন নাই।

কুমার। বীরেণ্! প্রিয়তমার চিন্তায় আমার মন যে কতদূর ব্যাকুল হয়েছে, বোধ হয় তার শতাংশের একাংশও তুমি বোধ করিতে পার নাই। বিরহানল যার শরীরে প্রবেশ করে নাই, সে কদাচ বিরহীর দুঃখ জানে না।

বীর। সখে! এ কথা তোমার বলা বাহুল্য মাত্র।

(উপবনের অন্যদিকে পুষ্পচয়নার্থে কামকলার প্রবেশ।)

কামকলা। (চতুর্দ্দিক দেখিতেং) হায়! প্রিয় সখীর শিবার্চ্চনার কারণ যে, আর কত কাল পুষ্পচয়ন করবো তার আর স্থির নাই। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধে থাকিয়া) আজ যে অনেক গুলি কুসুম বিকশিত হয়েছে দেখছি, আমি প্রতিদিন রাজকুমারীর মধুমালতীর গাছটি দেখি, কিন্তু অদ্যাবধি একটি পুষ্প প্রকটিত হতে দেখলেম না, আজ একবার দেখি দেখিন্ (একপদ অগ্রসর হইয়া স্বাশ্চর্য্যে) ওমা! এই যে একটি পুষ্প অর্দ্ধ বিকশিত হয়ে যেন প্রফুল্লে হাস্য কচ্ছে! বিধাতা বুঝি এত দিনের পর প্রিয়সখীর উপর সদয় হলেন। আহা! তাই হক্, প্রিয়সখীর বিরহ যন্ত্রনা আর দেখাযায় না; আজ এই সুসংবাদ দিলে প্রিয়সখী যে কতদুর আনন্দিতা হবে, তার আর স্থির নাই। এই বার কতক গুলি পুষ্প চয়ন করে নিয়ে, প্রিয়সখীর নিকট এই সুসংবাদটি দিই গে (পুষ্প চয়ন করিতেং অবন্তিকুমার কে দেখিয়া) আহা! এ আবার কি! গগণ মণ্ডল থেকে কি সুধাকর খসে পড়েছে। তাই বা কেমনে হবে? সম্পূর্ণরূপে তো এখন দিবাবসান হয় নাই যে, নিশামণির উদয় হয়েছে। তবে বুঝি কোন দেবতা উপবনের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনার্থে ধরাতলে অবরোহন করছেন, না—উহার যে নয়নের পল্লব পতিত হচ্ছে, দেবতাদের তো অনিমিষ আঁখি (ক্ষণকাল দৃষ্টি করিয়া) আহা! এমন রমনী মোহন রূপ তো কুত্রাপি দেখি নাই, বোধ হয় যেন মন্মথ দেব উহার সুন্দর অঙ্গ দেখে, স্বীয় অঙ্গ বামদেব কোপানলে ভস্মিকৃত করে, অনঙ্গ নাম ধারন করেছেন। ঐ সুপুরুষ বরের যে কামিনী প্রণয়িনী তার সম ভাগ্যবতী নারী আর ধরাতলে নাই। হায়! আমাদের প্রিয়সখীর যদি এই রূপ একটি বর হয়, তা-

হলে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, যাহাই হউক, রাজ-কুমারীকে এ সংবাদটি দিই গে, দেখি তিনি শ্রবণ করে কি বলেন্‌।

(কামকলার প্রস্থান।)

কুমার। বীরেন্‌। বিপদে সম্পদে যে জন সমভাবে সহায়তা করে, সেই যথার্থ মিত্র। দেখ, আমি এই স্বদেশ পরিত্যাগান্তর, একটা কামিনীর জন্য কত বিদেশ পরিভ্রমণ করিতেছি; এবং তাহাতে কত প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হতেছে, তুমি যথার্থ বন্ধু বলিয়াই অকারণে আমার নিমিত্ত এত কষ্ট সহ্য করিতেছ; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তোমার এ অতুল উপকারের প্রতিশোধ এ জীবন সত্ত্বে করিতে পারিব না।

বীর। সখে! তোমার আমি এমন কি মহৎ উপকার করেছি, যদ্দ্বারা আমি প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করি। মানবজন্ম গ্রহন করে যদ্যপি অন্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে না চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে কেবল নরজন্মের কলঙ্ক করা হয়।

কুমার। সখে! বন্ধুতা যে কি রত্ন জনগণ তাহার সম্যক প্রকার যত্ন অধুনা জানেনা, কারণ তাহা হইলে এ সংসারে আর অনৈক্যতা থাকিত না, এমন কি সহোদর যাহাকে পরম বন্ধু বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়, তাহারাও পরস্পরে ঐক্য হইয়া এক স্থানে থাকিতে পারে না। হায়! কাল ক্রমে এই সংসারের যে কত প্রকার পরিবর্ত্তন প্রতীত হতেছে তাহা অগণনীয়। কিন্তু, সংসারস্থ অধিকাংশ জাতি অপেক্ষা কলিযুগে হিন্দু জাতির অধোগতি প্রত্যক্ষ দৃশ্য হতেছে, কারণ, তাহাদের পরস্পরের যথার্থ সখ্যতা অতি বিরল। যে জাতির ঐক্যতা আছে তাহারাই মিলিত বল দ্বারা স্বদেশ বিদেশ সর্ব্বস্থানেরই ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হতেছে, এবং তাহাদেরই

উত্তরোত্তর কালক্রমে শ্রীবৃদ্ধি হতেছে, কিন্তু যাহাদের পরস্পরের অনন্যতা নাই, তাহাদের এজন্মে আর দাসত্ব কারাগার হতে মুক্ত হবার কোন উপায় নাই। পুরাকালে জনগণ পরস্পরের সহায়তা ব্যতীত আর কিছুই জানিত না, কিন্তু এক্ষণে মানবগণের মন কি রূপ বিচিত্র গতি প্রাপ্ত হতেছে! তাহাদের সহ বর্ত্তমান বংশের তুলনা করিয়া দেখিলে যথার্থ বিপরীতাবস্থা প্রত্যক্ষ হয়, কারণ, অধুনা জনগণ ঈর্ষা পরবশ হইয়া কত্রশত গর্হিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হতেছে। বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা কাহার যদ্যপি কিঞ্চিন্মাত্র ধনসঞ্চয় হয়, অন্যে তাহার শ্রীবৃদ্ধির কারণে আহ্লাদিত না হইয়া বরঞ্চ তাহার সুখের কারণ অনুশোচনা করে, এবং কত কালে তাহার ধন ক্ষয় হইবে, দিবারাত্র এই চিন্তা করে। অতএব সখে! যে যুগে মানবগণ ঈদৃশ হিংসা পরবশ, সে যুগে কেহ কখন সচ্ছন্দে কালাতীপাত করিতে পারে না, কিন্তু বোধ করি যে, মানবগণের গৌরব রক্ষার্থে এই অপকৃষ্ট যুগে, কেবল তুমি মাত্র বন্ধুতা রত্নে ধরাতল আলোকিত করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, বীরেন্! জগদীশ্বরের সন্নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তিনি তোমার সদৃশ সুহৃৎ যেমন আমায় প্রতি যুগে প্রদান করেন।

বীর। সখে! আমি উপবন হতে কিছু ফল সংগ্রহ করে লয়ে আসি, তুমি ক্ষণকাল একাকি এই স্থলে অবস্থান কর।

(বীরসিংহের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

Flo. "New joy wait on you."

" ——Passion with what wildness
What tyranny untamed, it reigns in a woman!"

চিত্রাঙ্গীনীর অন্তঃপুর।

(পুষ্প পাত্র হস্তে কামকলার প্রবেশ।)

কাম। প্রিয়সখি! সত্বরে একবার এই দিকে এস দেখি, তোমায় এক সুসন্দেশ বল্‌তে এসেছি।

(চিত্রাঙ্গিনীর প্রবেশ।)

চিত্রা। (কামকলার প্রতি) সখি! কি সুসংবাদ বল্‌বে বল দেখি, এই তো আমি এসেছি, শিঘ্র বল, আমার মন সাতিশয় চঞ্চল হতেছে।

কাম। (স্বগত।) ওমা! এঁকে না বলবার আগেই এই, বল্লে না জানি কি করবেন্।

চিত্রা। কৈ সখি! কিছু বল্‌ছনা যে, তবে বুঝি আমায় বলবেনা?।

কাম। প্রিয়সখি! অদ্য পুষ্প চয়নে গিয়ে দেখে এলেম যে, তোমার মধুমালতীর একটি কুসুম, প্রায় অর্দ্ধ বিকশিত হয়েছে; অতএব তোমার বিবাহের কাল অতি নিকট।

চিত্রা। (সাতিশয় আনন্দিতা হইয়া) সখি! আমার কি আছে যে তোমায় দিয়ে সন্তুষ্ট কর্‌ব। তুমি যে সুসংবাদ দিলে, তার পুরস্কার দেওয়া আমার অসাধ্য তত্রাচ এই হীরক মণ্ডিত

অঙ্গুরী ও এই মুক্তার হার ছড়াটি প্রসাদ স্বরূপ গ্রহণ কর, (অঙ্গুরীর ও মুক্তার হার প্রদান)। কিন্তু, সখি! বিবাহ হবে এই আশাতেই যৌবনের অর্দ্ধাবস্থা বিগত হল, এরূপ প্রকারে আর কত কাল জীবন ধারণ করবো, হায়! আমার জনক জননীর মন যে কি রূপ কঠিন তা বলা যায় না! তাঁহারা ঈদৃশ উপযুক্তা কন্যা গৃহে দেখিয়াও বিবাহের উদ্যোগ করেন্ না। আহা! বিরহিনী কামিনীর প্রতি কেহ দয়া মমতা করে না। পিতামাতা তো এই রূপ, তাতে আবার জগত সুদ্ধ লোক জ্বালাতন করতে আরম্ভন করেছে। একে মধুমাসে বসন্তানুচরের কুহু কুহু রবে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে প্রাণ প্রায় কণ্ঠাগত হয়েছে, তাতে আবার মন্মথ দেব ফুলধনুতে পঞ্চশর যোজনা করে শরীর জরজ্বরিত করছে! সখি! মদন কি কৃতঘ্ন! দেখ হরের যোগ ভঙ্গ করতে গিয়ে, তাঁর কোপাগ্নিতে অশরিরীকৃত হয়ে ছিলেন, পরে রতি দেবীর কত স্তবস্তুতিতে প্রাণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন; কিন্তু তত্রাচ কামিনীগণের উপর শরসন্ধান করতে এক লহমা নিরস্থ হন না! আর দেখ, যে অনিল দেব সুশীতল গন্ধবহনে সকলকার শরীর শীতল করেন, এক্ষণে সেই গন্ধবহ আমার দেহে যেন দিবারাত্র অগ্নিকণা বরিষণ করছে, অতএব সখি! যার জগতস্থ সকলেই বিপক্ষ সে আর কেমন করে জীবিত থাকতে পারে? অবলা কুলকামিনী কি এত লোকের উপদ্রবে প্রাণধারণে সক্ষমা হয়? সখি! আমার প্রাণ সত্বরেই বহির্গত হবে, তার আর সন্দেহ নাই (ক্রন্দন)

কাম। প্রিয়সখি! (অঞ্চল দ্বারা বদন মুঁছাইয়া) অকারণে তুমি কেন রোদন কর! বিধাতা তোমায় এ দুঃখজাল হইতে অতি সত্বরেই বিমোচন করবেন, তজ্জন্য তুমি আর অধিক শোকম্বীত হয়ে আপনার দেহ ধ্বংশ করো না।

রাগিণী বসন্ত-বাহার—তাল আড়াঠেকা।

ক্রন্দন ত্যেজিয়ে সখী, স্থির কর মন।
নাশী দুঃখ নিশি তব, উঠিবে সুখ তপন।
ভেবনা ভেবনা আর, হইবে সুখ সঞ্চার,
সত্বরে পাইয়ে পতি, আনন্দে হবে মগন।
স্মর শরে জ্বর জ্বর, হইতেছে কলেবর,
তখন এ ফুল শর, ফুল সম হবে জ্ঞান।
এবে যেন উল্‌কা প্রায়, গন্ধবহ লাগে গায়।
কিন্তু করিবে তখন, চিত্ত বিনোদন।

(ক্ষণকাল উভয়ের নিস্তব্ধে অবস্থান)

কাম। প্রিয় সখি! তোমায় অদ্য এক নূতন শোভা দেখাব, এস দেখি গবাক্ষের নিকট যাই।

(উভয়ের গবাক্ষের নিকট গমন)

চিত্রা। সখি! এই ত এলাম, কৈ কি দেখাবে দেখাও না।

কাম। প্রিয় সখি! ঐ উপবনের দিকে একবার নেত্র পাত কর দেখিন্।

চিত্রা। (উপবনের দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া) সখি! এই তো দেখ্‌লেম্।

কাম। কি দেখ্‌লে?

চিত্রা। সখি! কি আর দেখ্‌বো? পাদপগণ নূতন পল্লবে আবৃত হয়েছে, তাহাদের শাখার উপর, বিবিধ প্রকার বিহঙ্গ-

মগন বনে সভাবসিদ্ধি স্বয়ে গীত করিতেছে। নানা বিধ কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়াতে, অলিকুল মধুপানার্থে গুণ গুণ স্বরে গান করত, তাহাদের উপর উপবেশন করিতেছে, তা সখী, এতো প্রতি দিনই দেখে থাকি, তবে আর নূতন শোভা কি দেখাবে বল্লে?

কাম। প্রিয়সখি! আর কি কিছু দেখ্‌তে পেলে না?

চিত্রা। সখি! আর দেখ্‌বো না কেন? গগন মণ্ডল নানা প্রকার সুরাগ রঞ্জিত খণ্ড২ মেঘাবৃত হয়ে মনোহরনীয় শোভা সম্পাদন কর্‌ছে। জগত লোচন সমস্ত দিবস আকাশ মণ্ডল ভ্রমনান্তর ক্লান্ত হইয়া, নীলাম্বু সলিলে প্রবেশ করিতেছেন। এবং তাঁর বিরহে শোকাকুলা হয়ে কমলিনী ক্রমে মুখাবৃত করিতেছে, আর আমাদের প্রতিবাসিনী কুলবধূরা সরসী সলিল, কলসীপুর্ণ করিয়া, কক্ষে লইয়া গমন করিতেছে।

কাম। প্রিয়সখি! উত্তমরূপে দৃষ্টিকর দেখি, যে ঐ উপবনের মধ্যস্থ অশোক তরু তলে কেমন একটি অপূর্ব্ব কামিনীমোহনরূপ সম্পন্ন শালী যুবা পুরুষ বসে আছেন। উহার কমনীয় কলেবর দেখ্‌লে বোধ হয়, যে পুরুষের শরীরে যতদুর সৌন্দর্য্যতা হওয়া সম্ভব্য, তা সকলি ঐ যুবাতে আছে।

চিত্রা। সখি! আমি জাগ্রিতা না নিদ্রিতা?

কাম। কেন সখী? একথা কি জন্য জিজ্ঞাসা কর্‌লে?

চিত্রা। সখিরে! আমি যদ্যপি জাগ্রিতা থাকি, আর আমার যদ্যপি না ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার ঐ যুবা পুরুষকে দেখে বোধ হতেছে, যে উনিই নিশ্চয় আমার হৃদয় আকাশের শশধর, যাঁহাকে প্রতি রজনীতে স্বপ্নাবেশে দেখে থাকি।

যৌবনের অর্দ্ধাবস্থা হইল বিগত,
কিন্তু কি সুখানুভব, হলোনা কখন ?
বিরহ শরেতে দেহ, জ্বর জ্বর সদা,
আকুল কোকিল রবে, সন্তাপিত মন ;
মলয়া মারুত, সুগন্ধ বহনে, করে
সুশীতল দেহ সবাকার, বিনা সই
তোমাদের দুঃখিনী সখীর ! হৃদাকাশে
মম, চন্দ্রমা সমান, সুপুরুষ বর
যে বিহরে,—হেরি যাঁর মোহন মুরতি
স্বপ্নাবেশে, অনুভবি সুনির্ম্মল সুখ,
হেরিয়াছি আজি তাঁরে, উপবন মাঝে।
কিবা অপরূপ ! কামিনী-মোহন যুবা !
আছে কি আমার, পুঞ্জ পুঞ্জ পূর্ব্ব পুণ্য,
হইব গো ঐ নাগরের প্রণয়িনী ?
তুষানল সম, মনাগুন ছিল ছাপা,
প্রজ্বলিল এবে, পেয়ে সুবাতাস, সই
জানিনু স্বর্গীয় সুখ, হেরি প্রাণনাথে।
কিন্তু এ কি ? হায়, দেখি সর্ব্বৈব অলীক !
যাঁহারে হৃদয়ে আমি করিয়ে স্থাপণ,

মনানন্দে করিতেছি সৌভাগ্য চিন্তন,
সে সখী, ভ্রমেওতো না জানে গো আমারে ?
তবে আর প্রাণে মোর কিবা প্রয়োজন,
নিধন করিব আজি সেবি হলাহল।

সখি! আমার সমস্ত শরীর শীতল ও স্পন্দন রহিত হইতেছে, আমায় ধর, আমি পড়্লাম।

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

কাম। ও মা! এ আবার কি? সহসা প্রিয়সখী মূর্চ্ছিতা হলেন কেন? কাকেই বা ডাকি? (উচ্চৈশ্বরে) মনোহরে! একবার শিগ্র এই খানে আয় দেখিন।

(মনোহরার প্রবেশ।)

মনো। (চিত্রাঙ্গিনীকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া) একি! প্রিয়সখী ভূতলে পড়ে কেন?

কাম। (মনোহরার প্রতি ব্যাগ্র চিত্তে) মনোহরে! শিগ্র করে এক পাত্র শীতল জল, ও এক খানা পাখা লয়ে আয় দেখিন্।

(মনোহরার প্রস্থান)

কাম। (চিত্রাঙ্গিনীর গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া) ইস্! প্রিয়সখীর সমস্ত শরীর যেন অগ্নিশীখার ন্যায় উষ্ণ হয়ে উঠেছে, এঁর যে চেতন হলে বাঁচি। আহা! অবলাকুলকামিনীর কমল সদৃশ কোমল প্রানে বিরহজ্বালা কি আর সহ্য হয়, ভেবেং তেমন হেমাঙ্গিনী যেন কালীবর্ণা—হয়েছেন।

(মনোহরার পুনঃ প্রবেশ)।

মনো। (চিত্রাঙ্গিনীর শরীরে বারিপ্রদান করিয়া ব্যজন।)

চিত্রা। (মৃদুস্বরে) উঃ!—আমিকোথা?—সখী—প্রান—হৃদয়ে-স্থান দিয়েছি।

মনো। (কামকলার প্রতি) সখি! প্রিয়সখীর হটাৎ কি কোন পীড়া হয়েছে? উনি নিম্রিতস্বরে কি বল্‌লেন।

কাম। বল্‌লেন আর কি, আমার মাথা মুণ্ড।

মনো। কেন ভাই, আমার কাছে বল্‌তে আর বাধাকি? আমিতো আর কার কাছে বল্‌তে যাচ্ছিনে।

কাম। সখি! উনি একটি সুন্দর পুরুষকে দেখে হটাৎ মূর্চ্ছা গেলেন।

মনো। সখি! যাহক এখন রাজ নন্দিনীর চেতন হলে বাঁচি।

চিত্রা। (নেত্র উন্মোচন করিয়া চারিদিকে দৃষ্টি) সখি! আমার প্রাণনাথ কৈ? তিনি এই যে আমার সহ বাক্যালাপ করিতে ছিলেন, তিনি কি তবে এখানে নাই? সর্ব্বৈব অলীক—হা!—

পুনঃ মুর্চ্ছা প্রাপ্তি।

মনো। ওমা! একি? এই উঠ্‌লেন্ কথা কইলেন, আবার মূর্চ্ছা গেলেন।

কাম। (চিত্রাঙ্গিনীর প্রতি) প্রাণসখি! তোমার ঈদৃশ যন্ত্রনা, যে আর দেখ্‌তে পারিনা, আমরা অতিশয় ভীতা হইয়াছি।

হায়! একি বিষম প্রমাদ,---প্রিয়সখী,
সহসা হলেন কেন, শবের সমান?
উঠ সই উঠ উঠ, দেখনা চাহিয়ে
মুদিয়ে রহিলে কেন, কমল নয়ন?
ধরা কি তোমার সখি! শয়নের স্থান?
হেমাঙ্গিনী, বিধূমুখী, প্রিয়সম্ভাষিনী!

তোমার এরূপ গতি, হেরিয়ে নয়ন,
জ্যোতি-হীন-হইতেছে, কাঁপিছে শরীর,
রসময় রসনা হইল রসহীন।
শূণ্য ময় হেরি, যেন এশ্বর্ণ প্রাসাদ!
মাথাখাও কথাকও সম্রাট নন্দিনী।
চৈতন্য বিহীনা কেন, হইলে বলনা,
শ্রবনিলে, মাতাতব, ত্যেজিবে জীবন।
অস্টাদশ বর্ষ আজ একত্রেতে বাসি,
তোমার সহিত—বাল্যকালে, ক্রীড়ারসে,
গিয়াছে সময়, ছিলনা অন্য চিন্তন;—
কিন্তু কি কালের হেরি বিপর্য্যয় গতি,—
যে হেম বরনা, ভাসিত প্রফুল্ল রসে
প্রফুল্ল সরজ প্রায়, সরসী সলিলে,—
এবে সেই বিধুমুখী, মলিনা সদত
কিন্তু কি কারন? বিরহজ্বরেতে
সেই চারু চন্দ্রমুখী লুটিছে ধরায়
সুকমল কোমলাঙ্গি, উন্মেষ নয়ন,
হৃদয় ভাসিয়া তব যাইছে অশ্রুতে,—
এতদ্দুর অধীরা হইলে কি কারণ?

সন্তাপ নাশীয়ে সুখ, হবে সুসত্বরে।
বিবাহ সময়, তব হয়েছে নিকট ;
আর কেন দুঃখ নিরে ভাসায়ে শরীর,
ধ্বংসকর বিধুমুখী, ভুবন মোহিনী ?
ভালবাস আমাদের, বলহ সদত
এই কি তাহার চিহ্ন ? সুচারু হাসিনী !
জানহ যদ্যপি, তব সুখে মোরা সুখী,
তবে কেন দুঃখ দাও, হইয়ে দুঃখিনী ;—
সর্ব্বভূক সম অঙ্গেউঠীছে উত্তাপ
মনোহরে ! তালবৃন্তে ব্যজহ সখীরে ।

(চিত্রাঙ্গিণীর চেতন প্রাপ্তি)

চিত্রা। উঃ কিছুঃস্যহ যন্ত্রনা ! সখি ! আমি মরি নাই। আমার প্রাণনাথকে হৃদয়ে স্থাপন করে, কতপ্রকার আমোদ প্রমোদ করিতে ছিলাম। এই তিনি আমার কটীদেশ ধারনকরিয়া কত কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেন, কিন্তু নয়ন্মোচন করাতেই তিনি অন্তর্হৃত হইলেন।

(কামকলার হস্ত ধারণ করিয়া, গবাক্ষের নিকট
গমন ও অবন্তি কুমারকে আর
দেখিতে না পাইয়া, ভূতলে
পুনর্ব্বার পতিত হই-
বার উপক্রম)

কাম। প্রাণসখি! তুমি যে পুনর্ব্বার অধীরা হচ্ছ?

চিত্রা। সখী! আমার দোষ কি? আমি যে আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি না, হুতাশ বাতাস প্রবল হয়ে আমার মন প্রান দগ্ধ করিতেছে,আমি আর বাঁচিনা,সত্বরে মিলনবারি সিঞ্চনে আমার হৃদয়ের প্রজ্বলিত হুতাশন নির্ব্বান করে, আমার জীবন রক্ষা কর, সখি! তোমা ব্যতিত এ দুঃখিনীর আর কেহ নাই।

কাম। প্রিয়সখি! আপাততঃ মন স্থির কর। তোমার এই সকল দুঃখ, তোমার পিতাকে শুনাইয়া, অতি সত্ত্বরেই তোমার বিবাহ দিব। আগে রাণীকে বলি, তৎপরে রাজা আপনি উত্তম বর আনিয়া বিবাহ দিবে, অতি অল্প দিন বিলম্ব কর।

চিত্রা। কি বল্লে সখি! রাজাকে বলে অন্য বর এনে বিবাহ দিবে? তাহলে যে আমি অসতী হব, আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই, আমি ঐ সুপুরুষবরকে মনপ্রান যৌবন সমস্ত প্রদান করে, তাঁকে মানসে পতিত্ত্বে বরন করেছি, অতএব সখী, অন্য বরের প্রসঙ্গ আর আমার নিকট করোনা। এক্ষনে যাহাতে ঐ সুপরুষ বরের সহ আমার সত্ত্বরে মিলন হয়, এমন উপায় কর। নচেৎ দেহভার বহন করা আমার পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠিতেছে।

কাম। প্রানসখি! অদ্যকার রজনী পোহাইলে, কল্য মহারাজের নিকট এ সমস্ত বিষয় জ্ঞাত করিয়া, ঐ বরের সহিত তোমার সহ বিবাহ দিব তজ্জন্য আর অধৈর্য্য হবার প্রয়োজন নাই।

চিত্রা। সখি! অদ্যকার যামিনী পোহাইলে, তবে কল্য মহারাজকে বলে চেষ্টা করে এনে বিবাহ দিবে? সখি! এ কত কালে হবে বল দেখি? যদ্যপি শ্মর শরে জ্বর জ্বর হয়ে আজ আমি প্রাণে মরি, তবে আর কাল কে বিবাহ করবে? সখি!

নিদাঘে যদি পিপাসায় চাতকীর প্রাণ যায়, বরিষার বারি বর্ষণ আশাকরে কি ততদিন চাতকীর প্রাণ বাঁচে ? পিপাসা কালীন জল না পেয়ে, তার পর পেলে কি মনোরথ সিদ্ধ হয় ?

রাগিণী জয়জয়ন্তী——তাল একতালা।

অনঙ্গ দহিছে সখী, অনেঙ্গের বাণে,
নির্ব্বাণ কি হয় তাহা, প্রবোধ বচনে।
সরে স্নিগ্ধ বারী আছে, চাতকী তাহে কি বাঁচে,
নহে তার তৃষ্ণা দুর, বিণা বারী পতনে।
অশোকের মূলে, কিবা অপরূপ, হেরিলাম,—
বিচলিত মম চিত, মানেনা প্রবোধ,
যেন থেকে থেকে জ্বলে উঠে, আর বুঝি বাঁচিনে।
আকুল হয়েছে প্রাণ, না হেরে সে প্রাণধন,
আন সেই প্রিয়জন, হৃদে রাখি যতনে।

দেখ সখী, তোমার সাধ্যাতীত কি আছে ? তুমি যদি মনে কর, তাহলে আমার চিত্ত চোরকে এই ক্ষনেই এনে দিতে পার। অতএব, তোমার ক্ষমতা সত্বে আমার ঈদৃশ যন্ত্রণা দেখা উচিত হয় না। সখি ! আমি তোমার আশ্রীতা, তুমি আমায় এ বিরহ যন্ত্রনা হতে ত্রান কর, অধিক কি তোমার পায়ে ধরি, (ক্রন্দন)।

কাম। (জিহ্বা কাটিয়া) প্রানসখি ! ছি ছি ওমোন কথা বলো না। আমি তোমার দাসী আমার পায়ে ধরা কি তোমারে শোভাপায় ? তুমি মন স্থির কর, আমি তোমার ঐ সুপুরুষের সহিত সত্বরেই মিলন করাব।

চিত্রা। (আহ্লাদিতা হইয়া) সখি! তোমার পক্ষে এ অতি সহজ কথা, তুমি মনোযোগ কর্‌লেই আমার দুঃখাবসান হয়।

কাম। প্রিয়সখি! তুমি সাতিশয় দুঃখান্বীতা হয়েছ, চল কুসুম কাননে একবার পরিভ্রমন করিগে।

চিত্রা। সখি! তোমার বাক্য আমি অন্যথা করিতে পারি না, তুমি আমার বিপদ সাগরের এক মাত্র ত্রাণকর্ত্রী।

(চিত্রাঙ্গিনী ও কামকলার প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

Pro. "Have patience gentle Julia!

Jul. I must, where is no remedy."

মালব নগরীয় রাজোদ্যান।

(চিত্রাঙ্গিনী ও কামকলার প্রবেশ)

কাম। প্রিয়সখি! এক্ষণে শব্দবাহকে, কেমন এক প্রকার শব্দ হতেছে শ্রবন কর দেখি।

চিত্রা। (ক্ষনকাল নিস্তব্ধে থাকিয়া) সখি! যথার্থ কি সুমধুর ধ্বনি! বোধ হয় যেন স্বর্গ নৃত্যকারীরা নূপুর পায়ে দিয়া আস্তে আস্তে গমন করিতেছে।

কাম। প্রানসখি! ওকি স্বর্গ নৃত্যাকারী কামিনী গনের নূপুর ধ্বনি বোধ হল?

চিত্রা। সখি! আমার তো এই বোধ হচ্ছে, কিন্তু তুমি যদি অন্য কিছু জান তা বল।

কাম। প্রিয়সখি! তুমি কি তাও জান না? ঐ যে নীলবর্ণ খমণ্ডলে হীরামাণিক্যের ন্যায় তারাগণ দেখিতে পাইতেছ, আমরা নর লোক হতে বোধ করি, যে উহারা যেন সর্ব্বদা একস্থলে অবস্থান করছে। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়! উহারা মধুর স্বরে, বিশ্বস্রাষ্ঠা যে এই সুখময় বিস্তীর্ণ ধরাধাম সৃজন করেছেন, সঙ্গীতে তাঁর গৌরব প্রচার করিতেছে!

চিত্রা। সখি! তুমি আমায় যে কুসুম কাননে লৈয়ে এলে, এখানে কি আমার প্রাণেশ্বর কে এনে দেবে?

কাম। প্রাণসখি! আমিত আর তোমার প্রাণনাথকে অঞ্চলে করে লুকিয়ে আনিনে, যে এইখানে এনে খুলে দিব।

চিত্রা। সখি! তবে কি তুমি আমার প্রাণনাথকে এনে দেবে না?

কাম। প্রিয়সখি! অস্থিরা হয়ো না। সকল সময় অধৈর্য্য হলে কোন কার্য্য হয় না। এসোএই সরোবরে আমরা গাত্রাবগাহন করি।

(উভয়ের সরসীতে শরীর মগ্ন করন)

চিত্রা। সখি! শরীর শীতল না হয়ে, আরো অগ্নিবৎ উষ্ণ হয়ে উঠ্‌লো, সলিলেতে গাত্র মগ্ন করে কি কুকর্ম্মই করেছি।

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

কেন সখি আইলাম সরবর তীর।
শরীর জ্বরজ্বর, কাঁপিছে থর থর।
সরজিনী শরজিনী হইল মোরে, বিন্ধিছে হৃদয় মম

হুতাশ স্মরে, অবলা কামিনী কত ধৈরয ধরে,
মরি মরি সহচরী, আমারে ধর ধর।
আইলাম সহচরী সরসী তীরে, শীতল করিতে
মম তাপিতা শরীরে, তা নাহি হয়ে পুন পশিল
অন্তরে, বিষম বিরহ বিষের শর ॥

(মনোহরার প্রবেশ)

মনো। প্রিয়সখির শরীর কি এখন স্নিগ্ধ হয় নাই ?

কাম। (অন্যদিকে মনোহরার প্রতি) মনোহরে! প্রাণসখীর ঈদৃশ বিরহ যন্ত্রণা তো আর দেখা যায় না।

চিত্রা। (বিষাদে) সখীগণ! এ প্রাণ আর রাখ্‌বো না, অদ্য এই সরোবরে বিরহ যন্ত্রণার অবসান করি।

কাম। প্রিয়সখি! তোমার দুঃখাবশেষ আমি অদ্যই কর্‌তে পারি, কিন্তু প্রকাশ হলে মহাবিপদ্‌ উপস্থিত হবার সম্ভাবনা। মহারাজ এসমস্ত বিষয় জ্ঞাত হলে, আগে আমাদের শীরশ্ছেদন করবেন, আর যদ্যপি তোমার না প্রাণ যায় তত্রাচ সাতিশয় অপমানিতা হবো।

চিত্রা। সখি! তজ্জন্য আর তোমার ভয় কি ? রাজ কন্যাগনের তো গান্ধর্ব্বীক পরিনয় প্রচলিত আছে ?

কাম। প্রানসখি! শুদ্ধ মহারাজের ভয় নয়। ঐ যুবাপুরুষ, বিবাহীত কি অবিবাহীত তার তো স্থির নাই। আর, পুরুষকে সাধ্য সাধনকরা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নয়, তা হলে সে কামিনীর স্বামীর নিকট মান থাকে না, সে সাবিত্রী সমান সতী হলে ও স্বামী তারে ভ্রষ্টা জ্ঞান করে। অতএব প্রিয়সখি! কিছু কাল ধৈর্য্য বারি সিঞ্চনে মনানল নির্ব্বাণ করে রাখ, আগে তোমার পগুণ শুনায়ে তাঁর চিত্ত বিচলিত করি, তাহলে তিনি যখন

অধৈর্য্য হবেন, তখন তোমার সহ মিলন করায়ে দিব, এবং তাহলে তুমি তাঁর নিকট সাতিশয় আদরিনী হবে, ও আপনার গৌরবে চিরকাল থাকতে পারবে।

চিত্রা। সখি! তুমি শুদ্ধ আমার সন্তাপ সাগরের একমাত্র তরণী, তোমার হস্তে আমার মান প্রান সকলি আছে, তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই কর, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

কাম। প্রিয়সখি! অদ্যই তোমার রূপ গুণ তাঁকে শুনায়ে তাঁর চিত্ত বিচলন করিব, এবং তাহলে তোমাদের অতি সত্ত্বরেই মিলন হবে। (মনোহরার প্রতি) মনোহরে! তুই প্রিয়-সখীকে সঙ্গে নিয়ে অন্তঃপুরে গমন কর, আমি ওঁর অভিষ্ট সাধনে যাত্রাকরি।

চিত্রা। (কামকলার গলদেশ ধরিয়া) সখি! আমার বর্ত্তমান ও ভুতাবস্থা যেন তোমার স্মরণ থাকে।

চিত্রাঙ্গিনী ও মনোহরার প্রস্থান।

কাম। (স্বগত) হায়! প্রনয় কি অমূল্য পদার্থ! প্রনয়ের যে কি প্রকার মোহিনী মায়া আছে, তা স্থির করা যায় না! যার দর্শনে হৃদয়ে প্রনয় ভাবের সঞ্চার হয়, প্রমীকে জীবন সত্ত্বে কদাচ তাহাকে বিস্মৃত হতে পারেনা। তৎপ্রমান রাজ-নন্দিনী সেই অপরিচীত যুবাপুরুষ রতন কে দর্শন করা মাত্র, তাঁর প্রতি ঈদৃশ আশক্তা হয়েছেন, যে এককালীন তাঁকে পতিত্বে বরন করে, তাঁর অদর্শনে প্রান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে উদ্যতা!

রাগিণী মল্লার—তাল যৎ

ভুলিতে কি পারে তারে প্রেমীকে কখন।
সদা করেছি শ্রবণ,
হৃদয় প্রফুল্ল হয়, করিলে যারে দর্শন।

কুল শীল মান ত্যেজে, সদত তাহারে ভজে,
কুলবতী কুলছাড়ি লভে প্রেমধন,
সে কি সামান্য রতন,—
যাহারে পাইলে সুখি হয় প্রান মন ॥

(ক্ষনকাল চিন্তাকরিয়া) অপরিচীতের সুচারু গঠন ও পরিচ্ছদে উত্তম বোধ হইয়াছে, যে তিনি কোন রাজপুত্র, কিন্তু রাজ নন্দিনীর রূপগুণ তাঁকে কি রূপে শুনাই ? এমন একটি মন্ত্রনা করতে হবে, যদ্বারা তিনি আমায় না জানতে পারেন। যোগিনী মন্ত্রযপ করে ভৈরবী বেশে তাঁর শয়নাগারে গমন করি এবং স্বপ্নাভাষে প্রিয়সখীর রূপগুণাদি শ্রবন করায়ে, তাঁর হৃদয় রাজবালার প্রেম ভাবে পরি পুরিত করাই, এবং তাহলে তিনি উপযাচক হলেই, শিঘ্র উভয়ের মিলন করাইয়া দিব।

(কাম-কলার প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

Aub. " Ha ! what did I dream ?
Merciful Heavens ! I thank you for your clemency, "
Knight. " Trusts he, with undaunted cheer ?
To vanquish Heaven,and call her wife,
In vain her distance says him nay,
Hope desperate grown, feigns certainty, "

(অবন্তিকুমারের শয়নাগার।)

(খট্টাঙ্গের উপর অবন্তিকুমার নিদ্রিত-শীরোদ্দেশে কাম-কলা ভৈরবী বেশে দণ্ডায়মানা-অবন্তিকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ-কাম-কলার প্রস্থান।)

কুমার। (শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া) হায় ! এ কি হলো ? কি অপরূপ স্বপন দেখ্‌লেম ! এক্ষণে জানিলাম যে মহামায়া আমর উপর সদয়া হয়েছেন এবং আমার নিশ্চয় বোধ হতেছে, যে এই রাজ্যে আমার প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হতে পার্‌-বো কিন্তু মাতঃ নিদ্রাদেবী ! তোমার শরীরে কি কনা মাত্র দয়া নাই ? তুমি আমাকে অসময়ে ক্রোড় হতে নিক্ষেপ করে কি স্নেহময়ী জননীর ন্যায় কার্য্য করেছ ? মাতঃ ! কেবল তোমার নিষ্ঠুরতায় আমি প্রিয়তমার অনুসন্ধান জানিতে অক্ষম হই-লাম। আমি সেই চার্ব্বঙ্গীরে যে কত কালে লাভ করিব, তার আর স্থির নাই, এক্ষণকার এক লহমা যেন যুগবৎ বোধ হতেছে। দিনমণি যে কতকালে অস্তচূড়াবলম্বী হবেন, বিহঙ্গগণ স্ব স্ব কুলায় প্রত্যাগত হইবে, এবং সন্ধ্যাদেবী তিমি-

রাম্বর পরিধানকরিয়া ধরাধামে আগমন করবেন, তার আর নিশ্চয় নাই।

বীরসিংহের প্রবেশ।

বীর। (অবন্তিকুমারের মৌনভাব দর্শন করিয়া) সখে! অদ্য তোমায় এত চিন্তিত দেখছি কেন? তোমার মুখ-কমল সাতিশয় মলিন হয়েছে, আঁখিদ্বয় তরুণ অরুণের ন্যায় রক্তীমবর্ণ, ইহার কারণ কি? রজনীতে কি তোমার ভাল নিদ্রা হয় নাই, না শারিরীক কোন পীড়া হয়েছে?

কুমার। সখে! অদ্য যামিনীতে একটি স্বপন দেখে মন সাতিশয় বিচলিত হয়েছে।

বীর। বন্ধোঃ! কোন অশিবদায়ক স্বপ্ন ত নয়?

কুমার। সখে। যদিও অশিবদায়ক নহে, তত্রাচ স্বপ্নের অভিপ্রায় সাধনা অতীব দুরূহ।

বীর। সখে। স্বপ্নের অভিপ্রায় শ্রবন করিলে তার সাধনা সম্ভাবনীয় কি অসম্ভবনীয় তাহা বুঝিতে পরি।

কুমার। সখে,——

রাগিনী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

কিবা অপরূপ সে স্বপন।
গত নিশিযোগে, আমি করিয়াছি দরশন।
যে ললনার কারণ, ত্যেজি স্বীয় পরিজন,
তার সহ সুসত্বরে, হইবে জ্ঞানি মিলন।
পাইব তারে নিশ্চয়, তাহে প্রফুল্ল হৃদয়,
কবে পাব স্মরনিলে, দুঃখে হই বিমগন।
সে রূপ জাগে অন্তরে, তাহে যে দুঃখ অন্তরে,
প্রকাশিতে নারিকারে, অন্যে জানিবে কেমন।

কিন্তু, ভৈরবী আমায় এই মাত্র আশ্বাস প্রদান করেছেন, যে অদ্য আমি একাকী রাজপোবনে গমন করিলে, প্রিয়তমার অনেক সহচরীর সন্দর্শন পাইতে পারিব, এবং তাহার সাহার্য্য লাভ করিতে পারিলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারিবে, কিন্তু বন্ধো! এ যে সত্বরে সফল হইয়া উঠে, এমন তো বোধ হয় না।

বীর। সখে! তোমার আর কোন চিন্তা নাই, তুমি সত্বরেই তোমার প্রিয়তমায় প্রাপ্ত হইতে পারিবে। দিবস প্রায় পরিশেষ হইয়া আইল, তোমার আশা শীঘ্রই ফলবান হইবে, এক্ষণে গৃহ হতে উত্তমরূপে সুসজ্জিত হয়ে এস।

(অবন্তী কুমারের প্রস্থান)

(অবন্তী কুমারের পুনঃ প্রবেশ)

বীর। সখে! তুমি ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান কর, আমি শীঘ্র আসিতেছি।

(বীরসিংহের প্রস্থান)

কুমার। (স্বগত) হায়! প্রিয়ে তোমায় যে কত কালে লাভ করিব, তাহা আর স্থির নাই। তোমার অনুসন্ধানে যে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, সে সকল প্রকাশ করিলেও কেহ প্রত্যয় করিবেন, তোমার চিন্তায় আমার মন দিবানিশী জ্বর জ্বরিত হতেছে, কিন্তু বোধ হয়, যে তুমি আমায় স্বপ্নাবেশেও জান না। হায়! একি সামান্য পরিতাপের বিষয়? যে যাহার চিন্তায় আমি অহর্নিশী মগ্ন আছি, সে চার্ব্বঙ্গী ভুলেও আমার দুঃখ জানে না? প্রিয়ে! তোমার জন্য আমি সকল সুখ ত্যাগ করেছি, শুদ্ধ তোমার মিলন আশায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, কিন্তু যত সময় বিগত হইতেছে, ততই

যাতনা বৃদ্ধি হতেছে, এরূপ অবস্থায় আর কিছু কাল থাকিতে হইলে, বোধ হয়, যে তোমার সহ দেখা হইবে না। জীবন যায় তায় কণা মাত্র ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার সহ, যে সন্দর্শন হইবে না, এই দুঃখেই হৃদয় বিদীর্ণ হয়! নিষ্ঠুর বিধে! তুমি কি আমার যন্ত্রণার অবসান করিবে না? হায়! তোমার হৃদয় কি পাষাণ নির্ম্মিত, যে, তুমি আমার ঈদৃশ যন্ত্রণা দেখিয়াও, তোমার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় না? অসময় হওয়াতে সকলেই দয়া শূন্য হইয়াছে।

(বীর সিংহের পুনঃ প্রবেশ।)

কুমার। (বীর সিংহের প্রতি) বন্ধো! দিবাবসান হইয়া আসিল, আমার বিলম্বে আর প্রয়োজন নাই, শুভ কাল অতীত হইয়া যাইতেছে।

বীর। সখে! জগদীশ্বর তোমার আশা অদ্যই সফল কর্‌বেন। তাঁকে স্মরণ করে নিদৃষ্ট স্থানে অভিসার কর।

অবন্তিকুমারের প্রস্থান।

বীর। (স্বগত) আহা! বিধাতার কি অত্যাশ্চর্য্য নিয়ম! প্রণয়ের কি অদ্ভূত মহিমা! দেখ, অবন্তি কুমার সম্রাট পুত্র হইয়াও, স্বীয় পরিজন সহায় সম্পদ পরিত্যাগানন্তর একটা কামিনীর সন্ধানে কিদৃশ দুঃখ ভোগ করিতেছেন! হায়! কামিনীগণের প্রতি পুরুষগণের যে রূপ প্রকার স্নেহ, কামিনী-গণের তাহার শতাংশের একাংশও পুরুষের প্রতি নাই, এ অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়! সম্রাটপুত্র সেই কামিনীর জন্য একেবারে বাতুল হয়েছেন, তাঁর হিতাহিত জ্ঞান প্রায় একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। তিনি তো প্রথমতঃ সুদ্ধ স্বপ্ন কল্পিত-বিষয়ের প্রতি অনুধাবন করিতেছেন। তাঁহার যে ইহাতে

কোন বিপদ উপস্থিত হইবে কি না, সে সকল জ্ঞান এককালে শূন্য হইয়াছে। আমি মহারাজের সন্নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে আমার জীবন সত্ত্বে কুমারের শরীরে কেহ হস্তার্পণ করিতে পারিবে না, সে প্রতিজ্ঞা আমার জীবন যাইলেও প্রতি পালন করিতে হইবে, অতএব এক্ষণে আমি কুমারের পশ্চাতগামী হই, যদ্যপি তাঁর কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তা হলে সাহায্য দানে পারগ হব।

বীর সিংহের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

Claud. " If thou dost love fair hero, cherish it,
And I will break with her, and her father
And thou shalt have her, was't not to this end,
That thou beganst, to twist so fine a story?"

Knight " How sweetly do you minister to love,
That know loves greif, by his complexion."
" Here is something for your pains."

মালব নগরীয় রাজপোবন।

(অবন্তি কুমারের প্রবেশ)

কুমার! (স্বগত) এই তো রাজপোবনে এসে উপস্থিত হলেম, কৈ প্রিয়তমার সহচরী তো এখন আসে নাই? ক্ষণ কাল এই পাদপ মূলে উপবেশন করি, (উপবেসন)।

হায়! কামিনীগণেরা পুরুষগণের সন্নিকট কি অমূল্য রত্ন স্বরূপে আদরণীয়া? এই দেখ আমি রাজ্যধন পিতৃ পরিজনাদি সমস্ত পরিত্যাগ করে, একটি কামিনীর জন্য এতদুর পর্য্যন্ত এসেছি, কিন্তু বোধ হয় সে কুল রমনী এ সমস্ত বিবরণ কিছুই জানে না। পুরুষের মনকে কামিনীর প্রণয় ভাবে কতদুর আকর্ষণ করে, তাহা প্রকাশ করা যায় না, মহাত্মা পুরুষগণ ও স্ত্রীলোকের প্রেমে বসিভুত হয়ে, আপনার পুরুষত্ব বিস্মৃত হয়;—

সৃজেছে পিরীত আহা! কোন্ বিধাতায়,
ধন্য ধন্য ধন্য তার বুদ্ধির কৌশল!
নির্ম্মিত হৃদয় কার এমন কঠিন,
প্রেমময় ভাবে যাহা, দ্রবীত না হয়?
সহস্র সহস্র প্রাণী বধেছে, যে জন,
ভয়ঙ্কর কালরূপী হয়ে, রণস্থলে
রক্তপাৎ ক্রন্দনেতে যাহার হৃদয়ে,
কণা মাত্র ক্লেশের সঞ্চার নাহি হয়,—
পিতা মাতা ভ্রাতাহীন জনের ক্রন্দন
যে জন হেরেছে সদা অনশ্রু লোচনে,
অশ্বের নিনাদ, কিম্বা রথচক্র ধ্বনি,
অশনি নিঃশন সম ব্রহ্মাস্ত্র নির্ঘোষ
প্রবেশ না করে যার, কঠিন শ্রবণে,
অস্ফুষ্ট প্রণয় বাক্যে শ্রুতীতে তাহার
প্রবেশি, গলিত করে পাষাণ হৃদয়!
প্রণয়িনী বিনা তার অনশ্রু নয়নে,
বরিষার ধারা বহে দিবশ যামিনী।
সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর ভীমরূপী
যোদ্ধাগণ, দমেছে যে বিপুল বলেতে

আপনার,—করীশুণ্ড প্রসারিত করি
রণস্থলে, নিবারিতে অক্ষম যাহায়,—
বন্দি হয়ে থাকে সেই, প্রণয় সূত্রেতে,
অবলার লাঞ্ছনীয় বাক্যেতে তাহার
হৃদয় দ্রবীত হয়. আহা! কি অদ্ভুত।

(নিস্তব্ধে অবস্থান।)

(অন্যদিকে কামকলার প্রবেশ)

কাম। (কুমারের প্রতি অর্দ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে ঠাকুর জামাই স্বপ্ন দেখে, বেলাবেলি সেজে গুজে এসে বসেছেন! আহা! আমাদের কি মোহিনী মায়া? যাহক কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমিত অগ্রে কথা কব না। আমি যা করতে এসেছি তাই করি, তার পর কার্য্যকারণ বিচার করে সম্মুখে যাব। (কুসুম চয়ন)।

কুমার। (কামকলার প্রতি নেত্রপাত হওয়াতে—সাশ্চর্য্যে)একি!—উপবনে দাবানল বিলগ্ন হল নাকি? (ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টে দেখিয়া) না, তবে কি এটি কন্যারত্ন ?-উঃ!—ঈদৃশ তেজরাশি তো কামিনীর শরীরে কদাচ দেখি নাই! সহসা, এ কামিনী কি জন্য একাকিনী উপবনে এল? উহাঁর রূপ লাবণ্য দেখে বোধ হতেছে, যে উনি সুরপুর নিবাসিনী, পুষ্পচয়নার্থে ধরাতলে অবরোহন করেছেন, এঁকেতো চিত্রাঙ্গিনীর সখী বলে কদাচ বোধ হয় না। আমি যদ্যপি উহাঁর সন্নিকট সে সকল বিষয়ের প্রসঙ্গ করি, তা হলে উনি আমায় কোপাগ্নিতে

ভস্মাবশেষ কর্‌তে পারেন, যাহা হউক আমাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করে দেখ্‌তে হবে, যে উনি কোথায় যান।

রাগিণী গৌরী—তাল আড়াঠেকা।

ভুবন মোহনী রূপে, কার কামিনী,
নবঘন কোলে যেন, শোভিছে সৌদামিনী;
আহা! কিবা মনোলোভা, সুকমল মুখশোভা
শুনিয়াছি ঐ শোভা, ধরে দেবের রমনী,
কুসুমচয়ন তরে, আসয়াছে ধরাপরে,
এখনি অমরপুরে, যাইবে রূপ শালিনী॥

কাম। (স্বগত) স্ত্রীলোকের এমন ধর্ম্ম নয়, যে পুরুষের সহ অগ্রে উপযাচীকা হয়ে আলাপ করে, কিন্তু আমি কি করি? উনি যদ্যপি ভীত হয়ে উঠে যান, তা হলে প্রিয়সখীকে গিয়ে কি উত্তর দেব? তাঁকে যদ্যপি বলি, যে তোমার প্রাণ নাথ, আমি অগ্রে না আলাপ করাতে, ভীত হয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করে-ছেন, তাহলে তিনি আরএক লহমাও বাঁচবেন না। আর অদ্য যামিনীতে মিলন করাব বলে প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধা হয়েছি, উনি চলে গেলে আমার সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হয়, অতএব আমাকেই উপযাচীকা হয়ে কথা কইতে হল, কিন্তু কি করি, প্রাণসখীর প্রাণরক্ষার্থে সকল কার্য্যই কর্‌তে হবে।

(পুষ্পচয়ন করিতে করিতে গমন, ও কুমারকে দেখিয়া অজ্ঞানতা বশতঃ;—

মহাশয় আপনি কে? দিবাবসান কালীন এ উপবনে কি জন্য এসেছেন? এখানে কাহার প্রবেশ করিবার তো

মহারাজের আজ্ঞা নাই? এ রাজকন্যার অন্তঃপুর সন্নিদ্ধ উদ্যান, আপনি কে? শীঘ্র কহুন, আমি অতিশয় ভীতা হইয়াছি।

রাগিনী সুরটমল্লার—তাল আড়াঠেকা।

পরিচয় দেহ মোরে, কে আপনি মহাশয়,
একাকী এ উপবনে কি আশয়ে আশাহয়;
যেন ফুলশর ধর, কিম্বা হবে শশধর,
গগন ত্যেজিয়ে কেন, ভুতলে উদয়;
এ উপবন ভিতরে, কেহ প্রবেশিতে নারে,
আপনার দরশনে, হইয়াছে ভয়োদয়॥

কুমার। আপনি যেই হউন, আমাকে দেখে আপনার ভীতা হবার কোন আবশ্যক নাই। আমি দস্যুও নহি, তস্কর নহি, আপনি যদ্যপি দয়ান্বীতা হয়ে আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, অগ্রে আপনার পরিচয় প্রদান করুন, তৎপরে আমার গ্রহণ করবেন্।

কাম। স্ত্রীলোকের এমন ধর্ম্ম নয়, যে অগ্রে কাহাকেও পরিচয় প্রদান করে, তত্রাচ আপনার বাক্যানুরোধে বলিতেছি। মাল-বেশ্বর শান্তশীল নৃপতির চিত্রাঙ্গিনী নাম্নী পরম সুন্দরী একটি কন্যা আছে, যাঁর রূপে এই ত্রিসংসার মোহ প্রাপ্ত হয়, এবং বিশ্বকর্ম্মা যাঁর অঙ্গ চিত্র করাতে তিনি চিত্রাঙ্গিনী বলিয়া জগতে বিদিতা হয়েছেন, তাঁর আমি অনেক সহচরি মাত্র।

কুমার। (স্বগত) উঃ! যার অনেক সহচরীকে দেখে দেবী না গন্ধর্ব্বী মনে করেছিলাম, না জানি সেই ললনা নিজে কতদূর রূপলাবণ্যশালী? হায়! বিধাতা কি আমার ললাটে সেই

কামিনী প্রাপ্তি লিখেছেন? দেখা যাক্ এই সখীই আমার হতাশ সমুদ্রের একমাত্র ত্রানকর্ত্রী (প্রকাশ্যে) সখি! তুমি যেমন অনুগ্রহ করে আপনার পরিচয় দিলে, সেইরূপ আমিও আমার দিতেছি। রাইপুর অধিপতি সম্রাট মীনসিংহের আমি এক মাত্র সন্তান। কিছু দিন হল, প্রতি রজনীতে এক কামিনীরত্নকে স্বপ্নে দেখে, তার প্রতি আশক্ত হয়ে অনেক বন্ধুর সহকারে ঐ স্বপ্ন প্রতীত ললনার অনুসন্ধানে রাজ্যধন সমস্ত পরিত্যাগান্তর বহুদেশ ভ্রমন করে, অবশেষে এই রাজনগরীতে এসে উপস্থিত হয়েছি। কল্য যামিনীতে এক আশ্চর্য্য স্বপন দেখে এই উপবনে এসেছি। স্বপ্ন ক্রমে জানিলাম, যে এই দেশীয় রাজাত্মজাই আমার স্বপ্ন প্রতীত কামিনী, এবং সখি! ঐ ললনাকে তোমার করুণাতেই লাভ করিতে পারিব, অতএব প্রিয়তমা সহ মিলন করায়ে, আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর।

কাম। (ইসৎহাস্য করিয়া স্বগতঃ) স্ত্রীলোকের কি অদ্ভুৎ ছলচক্র! প্রথমেতো ভৈরবী হয়ে স্বপ্ন দেখিয়েছি, এখন আরো কি হতে হয়। প্রিয়সখীর সহ ইহাঁর সঙ্ঘটন হলে অতিশয় আনন্দের বিষয় হবে। (প্রকাশ্যে) মহাশয়! আপনি আমায় যে বিষয়ের জন্য অনুরোধ কর্‌ছেন সে অতিশয় দুসাধ্য, আপনকার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা কর্‌বো, কিন্তু আপনাকে কিছুকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করে থাকতে হবে।

কুমার। সখি! যদিও তোমার সহ আমার ক্ষণকাল পরিচয় হয়েছে, তত্রাচ তোমার সন্নিকট কোন বিষয় লুক্কায়িত রাখ্‌তে ইচ্ছা করিনা, কারণ তুমিই আমার বিরহ সাগরের এক মাত্র উদ্ধার কর্ত্রী! এবং শুদ্ধ তোমার করুনাতেই আমি বিরহের দুঃসহ যন্ত্রনা হতে পরিত্রান পেতে পার্‌বো। সখি! আমার মন আর এক লহমা মাত্র ও ধৈর্য্যাবলম্বন করতে

পারেনা, তুমি আমায় প্রাণদান কর, আমার দেহ ভার বহন করা অতিশয় কঠিন হয়েছে, অধিক কি বল্‌বো তোমার পায়ে ধরি, সত্ত্বরে আমার জীবিতেশ্বরীর, সহ সন্দর্শন করায়ে দাও। (পদ ধরণে উদ্যত)

কাম। (জিহ্বাকাটিয়া অন্তরে গমন) রাজপুত্র! আপনি কি করেন? পুরুষের শরীরে কি কিছু মাত্র লাজ নাই? আমি দাসী আপনি রাজপুত্র হয়ে কি রূপে আমার পায়ে ধর্‌চেন? এও অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়, যে একটি কামিনীর জন্য আপনি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কর্‌তে উদ্যত হয়েছেন।

কুমার। সখি! তুমিই বা দাসী কিসে? আমার জীবনাপেক্ষা প্রিয় যিনি তুমি তার প্রিয়সখী। প্রিয়ত্তমার সহচরী প্রায় তাঁরই স্বরূপ, অতএব এতে আর তোমার পায়ে ধরা আমার পক্ষে লজ্জাস্কর কিসে? বিশেষতঃ রমনীর পায়ে কেনা ধরে? দ্বাপরে ভগবান কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়ে, বৃকভানু রাজাত্মজা শ্রীমতী রাধিকার মান ভঞ্জনার্থে পায়ে ধরে কত সাধ্যসাধনা করেছিলেন, তত্রাচ তাঁর মান ভঞ্জনে কৃত সাধ্য হয়ে উঠ্‌তে পারেন নাই, তা সখি! কামিনী গণের পায়ে ধরা পুরুষগণের করণীয় কর্ম্ম। আর যে বল্‌ছো রমনীর জন্যে জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কর্‌তে উদ্যত হয়েছি, তা এ কিছু বিচিত্র বা অপূর্ব্ব নয়, লঙ্কাধিপতি রক্ষকুলর্ষভ রাবণ জনক-রাজসূতা রাঘবনিতা সীতা দেবীর নিমিত্ত আপনার দশ মস্তক প্রদান করেছিল, তা সখি! আমার একটি মস্তক বইতো নয়?

রাগিনী ঝিঝিট——তাল তেতালা।

যা বলিলে প্রিয়সখী, আর বলোনা,
কামিনীর পায়ে ধরা, পুরুষের কামনা;

কমলিনীর মানের কারণ, করে কত সাধ্যসাধন,
যোগী ঋষি হৃদয় রতন, সফল হলোনা ;
আর সে বলিছ মোরে, প্রাণ তেজিব নারী তরে,
ত্রেতাযুগে দশানণ, করেছে কি দেখনা ;
রমনীর পদান্বিত, হইতে কভু লজ্জিত,
নহে পুরুষের রীত, চাঁদ বদনা।

কাম। (স্বগতা) সেখানে রাজকুমারী ও যেমন উতলা হয়েছেন এখানে সম্রাট-পুত্র ও ততোধিক, অতএব এর অপেক্ষা মিলনের সুযোগ হওয়া অতি কঠিন। (প্রকাশ্যে) রাজ-পুত্র ! আপনি ক্ষণকাল এখানে বসুন, আমি একবার অন্তঃপুরে গমন করি।

কামকলার প্রস্থান।

কুমার ! (স্বগত) হায় ! আমার কি এখন যন্ত্রনার অবশেষ হয় নাই ? সহচরীর বচন ভঙ্গীদ্বারা তো এক প্রকার প্রবোধোপ-যোগি আশ্বাষ প্রাপ্ত হয়েছি, কিন্তু প্রিয়তমার নিকট হতে এখন সুসন্দেশ প্রাপ্ত হলেই জীবন সুস্থির হয়। (চিন্তা) আহা ! যার মন একবার প্রণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে, সে কি আর কদাচ তা হতে মুক্ত হতে পারে ? প্রণয় শৃঙ্খল বোধ করিলে সাতিশয় কোমল জ্ঞান হয়, কিন্তু প্রেমীকের মনকে অতিশয় সুদৃড় রূপে বন্ধন করে। কামিনী গণের মোহিনী মায়ায় জগন্মণ্ডলের সমস্ত জনগণ পুর্ব্বাবধি পতিত হইয়াছে এবং হইতেছে, এমন কি অমরগণ পর্য্যন্ত অপ্সরী গণের প্রণয় পাশে আবদ্ধ আছেন, নিখিল সংসার মধ্যে কামিনীই সাতিশয় প্রবলা। এই বিস্তীর্ণ জগত পুর মধ্যে

রমনীই অমুল্য রত্ন রূপে পরিগণিতা। চাতক যেমন বারী বর্ষণ আশে উর্দ্ধ মুখ হইয়া জীবন ধারন করে, প্রিয়তমার সহচরীর আগমন ও আমার পক্ষে সেই রূপ হয়েছে।

(কামকলার পুনঃ প্রবেশ)

কুমার। প্রিয়সখি! প্রিয়তমার সমাচার প্রকাশ করে জীবন সুস্থির কর।

কাম। সম্রাট পুত্র! আমাদের রাজকুমারী আপনাকে এই অঙ্গুরীয়টি উপহার দিয়েছেন। (অঙ্গুরীয় প্রদান)

কুমার। (সানন্দিত মনে অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া দেখিতে২) প্রিয়সখি! তোমার ঈদৃশ করুণার জন্য, যে তোমায় কি পুরস্কার দিব, তা স্থির করিতে পারিতেছি না, সখি! তুমি আমায় জন্মের মত ক্রয় করলে, তত্রাচ এই হীরণ্ময় বলয় গাছটি গ্রহণ কর, (প্রদান)

কাম। রাজপুত্র! আপনকার আমি এমন কি উপকার করেছি যদ্দারা আপনাকে জন্মের মতন ক্রয় করিলাম?

কুমার। প্রিয়সখি! ওকথা তোমার বলা অনুচিত, তুমি আমার জীবন দান করিতেছ, তোমার ইহাতে সম্পূর্ণ সত্ত্ব আছে। এক্ষণে প্রিয়ার নিকট লৈয়ে গেলেই আমার নিশাস্বপন ফল বতী হয়।

কাম। রাজপুত্র! প্রিয়সখীর নিকট আপনাকে আমি নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু প্রকাশ হলে আমাদের মহা বিপদ ঘট্‌বার সম্ভাবনা, আপনি তো মহারাজের নিকট এসমস্ত কথা বল্‌লেই তিনি আনন্দের সহিত আপনাকে ত্রিভুবন মোহিনী কন্যারত্ন প্রদান করেন?

কুমার। সখি! সে সমস্ত বিষয়ের সময় আছে, আপাততঃ জীবন শীতল কর। আর এসকল বিষয়ের প্রকাশ জন্য

তোমার কোন চিন্তা নাই, এক্ষণে অগ্রগামিনী হও, আমি তোমার পদানুধাবন করছি।

কাম। (স্বগত) আগেতো প্রিয়সখীর বিরহজ্বালা নির্ব্বাণ করি, তার পর না হয় আমাদের হবে (প্রকাশ্যে) রাজপুত্র! আমার পশ্চাৎগামী হউন।

উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিত্রাঙ্গিনীর অন্তঃপুর।

Val. " Mistress sweet lady entertain him
To be my fellow servant to your ladyship."
Mir. " Sweet lord, you play me false."
Fer. " No, my dearest love
I would not for the world."

(নেপথ্যে),—

রাগিনী লুম ঝিঝিট——তাল কাওয়ালি।

প্রেমীক না হলে জানেনাকো, প্রণয় কি ধন,
রসীক না হলে কেবা, করে রস আলাপন ;
অমূল্য নারী রতন, রসীকের আভরণ,

অজাগর শীরে যেন, মণির শোভন ;
মথিলে প্রেম জলধি, উঠে সুধা নিরবধি,
পানকরে নিরবধি, প্রেমে মজেছে যে জন ॥

(কামকলা ও অবন্তিকুমারের প্রবেশ)

কাম। রাজপুত্র! আপনি খটাঙ্গের উপর ক্ষণকাল উপবেশন করুন, আমি সত্বরে ফিরে আসি।

(কামকলার প্রাস্থান।)

কুমার। (স্বগত) এই তো প্রিয়তমার শয়ন মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়েছি, এখন সুদ্ধ তাঁহার মুখ চন্দ্রিমা দেখ্‌লেই আমার যন্ত্রনার অবশেষ হয়।

(মনোহরার প্রবেশ)

(চিত্রাঙ্গিনী দ্বারের বহিঃভাগে থাকাতে কামকলা তাহার অঞ্চল ধরিয়া ;——

প্রাণসখি! তোমার আপনার ঘরে যাবে তার জন্য আর লজ্জা কি? স্বগৃহে মনোচোরকে পেয়েছ, এখন যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেই রূপ শাস্তি প্রদান কর।

(কামকলা ও চিত্রাঙ্গিনীর গৃহে প্রবেশ—চিত্রাঙ্গিনী ঘোমটায় মুখাবরণ করিয়া কুমারের পার্শে উপবেশন)

কাম। (কুমারের প্রতি) রাজপুত্র। আপনার করে অদ্যাবধি আমাদের অক্ষতা প্রিয়সখীকে প্রদান কর্‌লেম, এখন আপনার যা অভিরুচি হয় তাই করুন, আমরা চল্‌লেম, (গমনোদ্যতা)।

চিত্রা। (কামকলার বস্ত্রধরিয়া) সখি! তোমাদের এ কিরূপ প্রকার ব্যাভার, আমাকে একজন অপরিচিতের নিকট রেখে কোথা যাও?

কাম। প্রিয়সখি! উনি আবার পরিচিত হলে, আমাদের তখন ভুলে যাবে।

কুমার। (চিত্রাঙ্গিনীর প্রতি) আর্য্যপুত্রি! আমি কি রক্ষ, না দৈত্য, যে আমার নিকট থাক্‌তে তোমার শঙ্কা হয়? আমি তোমার জন্য যে যন্ত্রনা সহ্য করেছি, তা বোধ হয় তুমি দেখ্‌লেও প্রত্যয় যাবে না। বহুকষ্টে তোমার পিতৃরাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছি, হায়! তাতে যে কতদুর ক্লেশ হয়েছে, সে সকল দুঃখ তোমার চন্দ্রানন দর্শন প্রত্যাশায় তুচ্ছ জ্ঞান করেছি। চারুনেত্রে! অধীনের প্রতি কৃপাবলোকন করে যন্ত্রনার অবশেষ কর। হৃদয়রঞ্জিনি! মুখাবরণ উন্মোচন কর, যে তোমার চন্দ্রবদন সন্দর্শন করে, আমার হৃদয়ের আন্ধার বিনষ্ট হউক। মধুরভাষিণি! তোমার রসাভিষিক্ত বচন শ্রবণ করায়ে শ্রবণযুগল পবিত্র ও পরিতৃপ্ত কর।

চিত্রা। (মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া, কামকলা ও মনোহরার প্রতি) সখিগণ! এ চোরের প্রতি কি শাস্তি দেওয়া উচিত?

কুমার। সখিগণ! তোমাদের দেশের কি এই রূপ প্রথা? তোমাদের প্রিয়সখী বহুদিন পর্য্যন্ত স্বপ্নাবেশে আমায় মোহিত করেছেন্ এবং এখন গৃহে প্রবেশ করিয়াই হৃদয় ভাণ্ডার হতে মনধনকে আমার অজ্ঞাতসারে অপহরণ করেছেন, সে কথা দুরে রেখে, এক্ষণে আমায় চোরাপবাদ দিতেছেন।

কাম। (অন্যদিকে) আহা! প্রিয়সখি। আগে বিবাহ চিন্তায় দিন দিন যেন কালীবর্ণ হয়ে ছিলেন, কিন্তু আজ মনঃপুত নাগর পেয়ে প্রফুল্লে যেন, দিননাথ দরশনে অম্বোজিনীর ন্যায় ফুল্লমানা হয়ে উঠেছেন, তাতে রূপের কি অলৌকীক শোভা বৃদ্ধি হয়েছে? এঁদের উভয়কে দেখ্‌লে বোধ হয়! যে রতিকাম উভয়ের দাস দাসী যোগ্য।

কুমার। (চিত্রাঙ্গিনীর হস্তধারণ করিয়া) বামলোচনে! তুমি কি আমায় কর-কমল প্রদানে স্বীকৃতা হলে?।

চিত্রা। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধে থাকিয়া) আর্য্যপুত্র! আপনি যদ্যাপি গ্রহণে বাঞ্ছা করেন, তা হলে আমি সম্মতা আছি।

কুমার। (চিত্রাকে চুম্বন করিয়া) প্রিয়ে! কেবল তোমার কর গ্রহনেচ্ছায় স্বদেশ পরিত্যাগ করেছি! চার্ব্বঙ্গি! (পুনঃচুম্বন)।

চিত্রা। (কুমারের প্রতি অন্যদিকে) প্রাণনাথ! সহচরীগণ-সমীপে এরূপ উচিত নয়।

কাম। (মনোহরার প্রতি অন্যদিকে) মনোহরে! ফুছড়া কুসুমহার লয়ে আয়।

(মনোহরার প্রস্থান।)

কাম। (অন্যদিকে) ঠাকুর জামাই যেরূপ আশক্ত দেখছি, আমাদের মান রাখ্‌লে হয়।

(কুসুমহার লইয়া মনোহরার পুনঃ প্রবেশ)

কাম। (কুমারের হস্তে মাল্য প্রদান করিয়া) ঠাকুর জামাই! পুষ্পমাল্য পরিবর্ত্তন করে শুভ কর্ম্ম সম্পাদন কর।

কুমার। (চিত্রার গলে মাল্য প্রদান করিয়া) হৃদয়বল্লভে! প্রণয়ের হার কণ্ঠে গ্রহণ কর।

চিত্রা। (কুমারের গলে মাল্য দিয়া) প্রাণনাথ। এই পুষ্পমাল্যের সহিত জীবন যৌবন সমস্ত আপনার চরণে প্রদান করে দাসীত্ব স্বীকার করলেম।

রাগিনী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

প্রণয়ের হার সহ প্রাণনাথ, প্রান মন।
সাদরেতে আজি তোমা, করিলাম সমার্পণ॥
যতনে রাখিও হার, এ দাসীর উপহার,

আর কি আছে আমার, দিব তোমাপ্রিয়জন।
পিরিত ঋনের ঋনী, রহিল হে রমনী
যাবৎ থাকিবে প্রাণি, দেহ মাঝে প্রাণধন॥

(কামকলা ও মনোহরার প্রস্থান)

কুমার। প্রিয়তমে! তোমার অনুসন্ধানে আমি এক বর্ষ গৃহ পরিত্যাগ করেছি, আমার পিতা মাতা ও অন্যান্য পরিজনেরা যে আমার বিরহে কি রূপ আছেন তা কিছুই জানিনা। তুমি যদ্যপি আমার সহবর্ত্তিনী হতে ইচ্ছা কর, তাহলে পিতৃগৃহ পরিত্যাগান্তর আমার সহিত যাত্রা কর, কারণ যখন তোমায় প্রাপ্ত হয়েছি, তখন আর আমার প্রবাসে থাকা উচিত হয় না। হৃদয় বল্লভে! এতে তুমি সম্মতা আছ কি না?

চিত্রা। প্রাণনাথ! আমার এই অন্তঃপুর প্রহরী গণের দ্বারা চতুস্পার্শ্ব পরিবেষ্টিত। আমি ঈদৃশ পিঞ্জর হতে কি প্রকারে বহির্গমন করি? আপনি আমার জনকের সন্নিকট আমার হস্ত যাচিঞা করুন, তাহলে তিনি পরম আনন্দের সহিত সত্বরে আমাদের উদ্বাহক্রীয়া সমাপণ করবেন এবং তৎপরে আমরা সচ্ছন্দে যাত্রা করব।

কুমার। প্রেয়সি! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যথার্থ, কিন্তু সে অল্প দিনে হবে না। অতএব আমি স্বদেশ গিয়া ত্বরায় পিতামাতাদির মঙ্গলামঙ্গলের সংবাদ লয়ে, এখানে প্রত্যাগমন করে, তোমার জনকস্থানে তোমার কর যাচিঞা করবো।

চিত্রা। প্রাণনাথ! একথা বলিতে কি আপনার কণামাত্র লজ্জা বোধ হলো না? রমনীগণের জগন্মণ্ডলে স্বামী অপেক্ষা প্রিয়জন আর কে আছে? আমি সে জনে বিদায় দিয়ে

কাহাকে লয়ে গৃহে অবস্থান কর্‌বো? অতএব যাহাই হউক আপনার সহিত আমি যাইব।

কুমার। (আহ্লাদিত হইয়া) প্রিয়তমে! তুমি যে আমার বাক্যে সম্মতা হবে তা আমি কদাচ বোধ করি নাই; কিন্তু এক্ষণে আমি জানিতে পারিলাম, যে আমারি সুখ সন্তোষ বর্দ্ধনার্থে বিধাতা তোমায় সৃজন করেছেন, এজন্য আমি তাঁকে শত শত ধন্যবাদ করি। আর প্রিয়ে! তোমায় এ স্থান হতে বহিষ্কৃত করিবার এক উপায় স্থির করেছি, কল্য তুমি সহচরী-গণ সমভিব্যাহারে উপবনের সরোবরে অবগাহন করিতে যাইবে, আমি উপবন সীমার বহির্ভাগে একখানি দ্রুতগামী রথ স্থাপন করিব এবং তোমাকে যেন উপবন হতে বল দ্বারা হরণ করিয়া লইব, এ উপায় কি তোমার মনোনীত?

চিত্রা। প্রিয়বর! তাহলে যে সাতিশয় যুদ্ধ আরম্ভন হবে, তুমি একাকি সে রণসাগর হতে কি রূপে উত্তীর্ণ হবে, ইহাই আমার শঙ্কা হতেছে।

কুমার। প্রিয়তমে! তজ্জন্য তোমার চিন্তা কর্‌বার কোন প্রয়োজন নাই, আমার রণবেগ সম্বরণ করিতে কাহার ক্ষমতা হবেনা। আমি নির্ব্বিরোধে তোমায় লয়ে প্রস্থান করিতে পারিব এবং রাজ্যে পহুঁছিয়া তোমার পিতার নিকট সন্দেশ প্রেরণ করিব।

চিত্রা। প্রাণবল্লভ! আপনার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই করুন, আমি সম্মত আছি।

(কামকলার প্রবেশ)

কাম। (কুমারের প্রতি সহাস্যে) ঠাকুর জামাই! নূতন কামিনী কোলে পেয়ে কি এক দিনেই,—ক্ষুধা হলে অমৃত পেলেই কি একেবারে পেট চিরে খেতে হয়?

কুমার। সখি! আমরা আবার কোথায় কি কল্লুম? এই তো আমরা বসে কথোপকথন কর্ছি।

চিত্রা। (কামকলার প্রতি) সখি! তোমার সহ আমার একটি গুপ্ত কথা আছে।

কুমার। প্রিয়ে! আমি কি সে কথা শুন্তে উপযুক্ত নই?

চিত্রা। প্রাণনাথ! আপনকার সমক্ষে একথা বলা হতে পারেনা (কুমারের হস্ত ধরিয়া) আপনি একবার পার্শ্বস্থ গৃহে গমন করুন।

অবন্তি কুমারের প্রস্থান।

চিত্রা। সখি! তোমার সদৃশ হিত কারিণী আমার কেহই নাই, তুমি আমার মত উপকার করেছ, তত আর কেহই করিতে পারিবে না, কিন্তু সখি! তোমায় আমার আর একটি উপকার কর্তে হবে, তা হলে আমি আর কদাচ তোমায় বিরক্ত কর্বো না।

কাম। প্রিয়সখি! তোমার কি কার্য্য আছে বল, আমি সাতিশয় আহ্লাদের সহিত সম্পাদন কর্বো।

চিত্রা। সখি! প্রাণনাথ আমার সহ গান্ধর্ব্বীক পরিণয়ে পরিণীত হয়ে স্বদেশ যাত্রা করণে মনন করিয়াছেন এবং আমাকে সহকারে যাইতে অনুরোধ করিতেছেন, সখি! ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি?

কাম। প্রাণসখি! আমরা তোমার বিরহে শূন্য রাজগৃহে কি রূপে বাস কর্বো? দেখ বাল্যকালাবধি একত্রে শয়ন ভোজন ইত্যাদি সকল করেছি, এক্ষণে তোমার সহ কিরূপে বিভিন্না হব? আমরা তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানিনা, অতএব কিছুকাল বিলম্ব কর, আগে আমরা জীবন পরিত্যাগ করি, তৎপরে তুমি স্বামী সহ গমন করো।

রাগিণী খাম্বাজ——তাল কাওয়ালি।

প্রাণসখি! কি কারণে এমন নিদয়া হলে,
কি দোষে করিয়ে দোষী, সবারে ছাড়ি চলিলে;
তোমার যতনে মোরা হইয়ে সুখিনী,
অতীত করেছি কত দিবস যামিনী,
শিশুকালে ক্রীড়ারসে, মজেছি স্বজনী,
সে সকল কি এখন, স্বপন সম ভাবিলে;
যাও যাও প্রিয়সখী স্বামির ভবনে,
স্মরণ করিও এই সহচরীগণে
তেজি প্রাণ দেখ সই তব সন্নিধানে,
কিবা ফল আছে তায়, তোমারে হারালে॥

চিত্রা। সখি! দেখ এতাবৎকাল বিরহ যন্ত্রণায় শরীর জ্বরজ্বরিত হয়েছিল, এবং যদ্যপি মিলনাঔষধিদানে আরোগ্য না করিতে তা হলে এতদিন জীবন বহির্গত হইয়া যাইত, কিন্তু যদ্যপি সে যন্ত্রণা হতে পরিত্রাণ করলে, তবে আর আমায় বিদায় দিতে অনুশোচনা করোনা।

কাম। প্রিয়সখি! প্রথমে যখন তোমায় রাজকুমারের হস্তে অর্পণ করেছিলেম তখনই তোমায় বলেছি, যে তাঁর সহ পরিচিত হলে তখন আমাদের ভুলে যাবে, এখন সে কথা প্রত্যক্ষ হল?

চিত্রা। সখি! তুমি কি মনে করেছ যে তোমায় রেখে আমি একাকিনী যাব? একথা কি তোমার বিশ্বাস হলো? তুমি

আমাদের পাথেয় দ্রব্যাদির আয়োজন করে রাখগে। কল্য উপবনস্থ সরসিতীর হতে, আমাদের উভয়কে আর্য্যপুত্র হরণ করিয়া লবেন, স্মরণ রাখিও।

কাম। (আনন্দিত হইয়া) প্রিয়সখি! তজ্জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, সে সকল ভার আমি নিলাম, এক্ষণে আমি যাই।

কামকলার প্রস্থান।

(অবন্তি কুমারের পুনঃ প্রবেশ)

কুমার। প্রিয়তমে! তুমি সহচরির সহ কেমন সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করলে আমি তোমাদের উভয়ের সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করেছি!

চিত্রা। প্রাণনাথ! এক্ষণে যেমন অধিনীর প্রতি অনুরক্ত, পরে যেন ইহার বিপরীতাবস্থা দৃশ্য হয় না।

কুমার। প্রিয়ে! তোমার প্রতি আশক্তির হ্রাস! দেহ পিঞ্জরে যত দিন জীবন আছে তত দিন নয় (চুম্বন) প্রেয়সি! তোমার প্রতি আমি কি কদাচ নিষ্ঠুরতাচরণ করিব! আমি নীচ কুলে জন্ম পরিগ্রহণ করি নাই কেন? তুমি আমার হৃদয় সাম্রাজ্যের এক মাত্র অধিকর্ত্রী।

চিত্রা। নাথ! আপনার বাক্যে আমি সাতিশয় পরিতুষ্টা হয়েছি, রূপে মোহীতা হয়েছি, গুণে আবদ্ধা হয়েছি, কিন্তু এক্ষণে আমার ভাগ্যের লিখন, বিধাতা যাহা লিখিয়াছেন তাহাই হইবে তার অন্যথা করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত।

কুমার। প্রিয়ে! যদ্যপি অদ্য নিশাবসান সময়ে যাত্রা করি, তবে আমি প্রয়োজনোপযোগি সামগ্রী সকলের আয়োজন করিগে, আমায় এক্ষণে বিদায় প্রদান কর।

চিত্রা। প্রিয়বর! যামিনী অবসান হবার এখন অনেক বিলম্ব

আছে, আপনি ক্ষণকাল পরে যাইবেন, তন্নিমিত্ত এত উদ্বিগ্ন হতেছেন কেন?

কুমার। হরিণাক্ষি! সুখের রজনী সত্ত্বরেই অবসান হয়, ঐ দেখ খমগুলের পূর্ব্বাঞ্চল ক্রমে রক্তীম বর্ণ হতেছে, নিশাবসানের আর অধিক বিলম্ব নাই।

চিত্রা। প্রিয়বর! অধিনীরে যেন বিস্মৃত হবেন না, আপনার বিরহে আমি রজনী প্রভাত অবধি কি রূপে একাকিনী থাক্‌বো।

কুমার। বামনেত্রে! তোমার বাক্যে আমি ক্রীত হলাম, এক্ষণে বিদায় দাও।

রাগিণী ভৈরবী——তাল আড়া।

সুখের যামিনী বুঝি; হল অবসান প্রিয়ে,
বিধুমুখী দেখ দেখি, কমল আঁখি ফিরায়ে,
রক্তিম বরণ আভা, তরুণ অরুণ শোভা,
হইতেছে পুর্ব্বাঞ্চলে, জগত ব্যাপিয়ে;
সরজ প্রফুল্ল সরে, দেখিতে স্বীয় নাথেরে,
কুমূদিনী ম্লানাননী, নিসাবসান হেরিয়ে;
নিশামণি অস্ত যায়, আর নাহি থাকা যায়,
দেহ আমারে বিদায়, সদয়া হইয়ে॥

যবনিকা পতন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

Mar. "——————Save your majesty,
"All lost, to prayers! to prayers! all lost!"
K. Rich. "Have I not reason to look pale and dead?"
Ariel. "——————My noble master
What shall I do? Say what? What shall I do?
Comfort my leige——————"
"——————If angels fight
Weak men must fall.——————"

মালব নগরীয় রাজসভা।

(দুই জন যোদ্ধার প্রবেশ।)

প্র—যো। এতাদৃশ বল মনুষ্যের শরীরে কদাচ দেখি নাই?

দ্বি—যো। শুদ্ধ বল? নির্ভয়তা!

প্র। অদ্ভুত! অশীতি সহস্র অনীকিনী সহ সে একক্ রণে সম্মুখিন হওয়া, এ কদাচ কেহ শুনে নাই।

দ্বি। বলেন্দ্র সেনানী কাহার সহ কদাচ রণে পলায়ন করে নাই, কিন্তু অদ্য সমরে পৃষ্ঠ দিয়াছে।

প্র। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে কাহাকেও প্রাণে হানি করে নাই!

দ্বি। কারণ কেহ তাহার অঙ্গে অসস্পিশ করিতে পারে নাই।

প্র। কিন্তু ভাই! যাই হক্ এবারে আমাদের অধিশ্বরের মস্তক নত হলো।

দ্বি। নিস্তব্ধ হও। মহারাজ ও মন্ত্রী মহাশয় সভায় আসিতেছেন।

প্র। আহা! লজ্জায় মহারাজের বদন মলিন হয়ে গেছে।

(রাজা শান্তশীল ও মন্ত্রী বিরামস্বামীর প্রবেশ—
রাজার সিংহাসন পরিগ্রহণ ও মন্ত্রীর দক্ষিণ
পার্শ্বে উপবেশন)

প্র। রাজন্!———রক্ষা করুন।

দ্বি। মহারাজ! অশীতি সহস্রসেনা এক জনের দ্বারা পরাভূত।

উভয়ের প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রীবর! এক্ষণে তুমি রণ সজ্জা করে শিঘ্র বহির্গত হও, এবং সেই দুরাত্মা হরণকারীর মস্তক আমার সভাস্থ কর।

মন্ত্রী। রাজন! আমার উত্তম বোধ হতেছে, যে রাজকুমারীর হরণকারী একজন সামান্য ব্যক্তি নহে, কারণ রাজকন্যা হরণ করিতে সামান্য লোকের সাহস হয় না।

রাজা। মন্ত্রীবর! সে যেরূপ কার্য্য করেছে তাহাতে তাহার সত্বরে শিরঃচ্ছেদন করাই যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু তত্রাচ তোমার বাক্যানুসারে উপযুক্ত বিচার না করে শাস্তি প্রদান করবো না, সহসা না জানিয়া শুনিয়া কোন কার্য্য করিলে পরে পরিতাপ করিতে হয়।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমার অদৃষ্টে যাই থাকুক, আমি তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইগে।

রাজা। মন্ত্রীবর! শিঘ্র যাও আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না।

মন্ত্রীর প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) হায়! আমি যদ্যপি এতাবৎ কাল চিত্রার বিবাহ দিতাম, তাহা হইলে আর আমাকে ঈদৃশ মনোবেদনা পাইতে হতো না। আমি এক্ষণে আর কুলীন রাজন্যবর্গের সন্নিকট মুখ প্রদর্শন করাতে পারিবো না, তাহারা আমাকে কি বলিবে? আশ্বাসীত রাজকুমার মহেন্দ্রসিংহই বা আমায় কি কহিবে? আমার আন্তরীক এই বাসনা ছিল, যে আমি যেমন পুত্রহীন, তেমনি কন্যারত্নটিকে একটি সৎপাত্রে দান করিব এবং আমার প্রতি যখন, জগৎপুর ত্যাগার্থ বিধাতার নির্ব্বাসন বিধি প্রচার হইত, তখন আমার সেই জামাতাকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিতাম। কিন্তু সে আশা আমার এক্ষণে মরীচিকাবৎ মিথ্যা হলো।

(ক্ষণকাল নিস্তব্ধে থাকিয়া)

হায়! প্রজাগণের উপর কেহ অত্যাচার করিলে রাজায় রক্ষা করে, কিন্তু রাজন্যগণের উপর অত্যাচার হইলে, জগত রাজ্যের সম্রাট সর্ব্বদুঃখহারা দীননাথ ব্যতীত আর কেহই রক্ষা করিতে পারে না। অতএব আমাকে সেই করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন এ বিপদ্জাল হতে কেহই পরিত্রাণ করিতে পারিবে না। হরণকারী যদ্যপি কোন রাজপুত্র হয়, তাহা হইলেও অল্প আনন্দের বিষয় হইবে, যাহা হউক মন্ত্রীবর প্রত্যাগমন করিলে জীবন সুস্থির হয়, (চিন্তাযুক্ত)

(নেপথ্যে)

বলেন্দ্র! তুমি যাও। আমি মহারাজের নিকটমুখ প্রদর্শন করাব না।

রাজা। (উচ্চৈস্বরে) মন্ত্রীবর! তোমার দোষ নাই, আমার ললাটের লিখন।

(মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ)

মন্ত্রী। (অধোবদনে) মহারাজ! আমি সেই হরণকারী রাজপুত্রকে বন্দি করিতে সক্ষম হলেম না।

রাজা। (দুঃখিত স্বরে) মন্ত্রীবর! তুমি এত সংখ্যা সৈন্য লইয়া সেই হরণকারীকে ধরিতে পারিলে না? আর সে যে রাজপুত্র কি রূপে জানিলে?

মন্ত্রী। রাজন্! আমি আপনকার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পরাজিত সেনাণীগণকে কহিলাম, যে তোমারা কতক গুলি যুদ্ধ সুশিক্ষীত অশ্বারোহী হরণকারীর প্রতি ধাবমান হও। এই বলিয়া তাহাদের লইয়া হরণকারীর প্রতি ধাবমান হইলাম এবং আমরা প্রায় তাহাদের বন্দি করি, এমন সময়ে সেই রথ হইতে একজন দীর্ঘাকায় পুরুষ ভুমে অবরোহণ করিয়া এক খানা তীক্ষ্ণধার অসি কোষ হতে নিষ্কাষণ করিয়া, অশণি নিনাদে কহিল;——"রে দুরাত্মাগণ!" তোদের এ অসম্ সাহসী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হতে কি কিছু মাত্র শঙ্কা বোধ হলো না? তোরা কি রাজাজ্ঞা পাইয়াছিস্ বলিয়াই অন্য আর এক রাজপুত্রের মস্তক ছেদন করতে উদ্যত হইয়াছিস্? তা আয় তোদের কার্য্যের উচিত মত ফল প্রদান করি। এই বলিয়া আজানুলম্বিত বাহুস্থিত তরবারী উর্দ্ধদেশে ঘুর্ণায়মান করিয়া সমস্ত সম্মুখস্থ সেনানী কাটিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু রথস্থিত একজন পরম রূপবান পুরুষ হস্তাদির ভঙ্গিক্রমে তাহাকে নিবারণ করিল, তাহাতে সেই দীর্ঘাকায় যোদ্ধা পুনর্ব্বার যানারোহণ করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে এমন সবলে বেত্রাঘাত করিল, যে রথখান নয়ন নিমিষ মধ্যে দেশসীমা বহিঃর্গত হইয়া গেল। মহারাজ! এই নিমিত্ত আমি জানিলাম যে, হরণকারী কোন রাজপুত্র হইবেক্।

রাজা। (বিষাদে) মন্ত্রীবর! আমার একি সাধারণ পরিতাপের বিষয়? আমি রাজা আমার আপনার প্রাণাপেক্ষা কন্যাকে বলদ্বারা আমার স্বরাজ্য হইতে হরণ করিয়া লইয়া গেল, আমার কি আর জীবিত থাকা উচিত? আমি আর কাহার নিকট মুখ প্রদর্শন করাতে পার্‌বো না; এক্ষণে আমার পক্ষে মরণই শ্রেয়স্কর।

মন্ত্রী। নরেশ্বর! আপনি স্থির হউন। এক্ষণে যেমন দুঃখসন্তপ্ত হইয়া আত্ম-ভৎসনা করিতেছেন, পরে এই বিষয়ের জন্য অতিশয় আনন্দিত হইবেন।

রাজা। সচীববর! আমার আনন্দের আর কি আছে? হরণ-কারী যদি যথার্থই কোন রাজপুত্র হইত, তাহা হইলে সেতো সচ্ছন্দে আমার সন্নিকট চিত্রার হস্ত যাচিঞা কর্‌তো, কিন্তু তা না করিয়া সে কি জন্য হরণ করিয়া লইল?

মন্ত্রী। রাজন! আপনি কিছুকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকুন, আমি গুপ্তভাবে এ বিষয়ের উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিতেছি। হরণকারী কোন দেশীয় রাজপুত্র, এবং কি জন্যই বা ঈদৃশ গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, আমি ত্বরায় এ সকল আপনাকে জ্ঞাত করিব। আপনি আর কোন চিন্তা করিবেন না, মনোযোগে রাজকার্য্য সম্পন্ন করুন।

রাজা। মন্ত্রীবর! আমি তোমার ভরসাতেই জীবন ধারণ করিয়া থাকিব।

(জনৈক রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষ। (যোড় করে) মহারাজ! রাইপুর হতে একজন রাজদূত্ পত্র লয়ে এসেছে, যদ্যপি অনুমতি করেন, তাহলে তাহাকে সভায় লয়ে আসি, সে সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান আছে।

রাজা। প্রতীহারি! রাজদূত্ কি যোদ্ধৃ পুরুষ।

রক্ষ। মহারাজ! পত্রবাহকের স্বাভাবিক দূত্ বেশ।

রাজা। প্রতীহারী! রাজদূত্‌কে সভাস্থ কর?

রক্ষ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রক্ষকের প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহারাজ! রাজবার্ত্তাবহের যোদ্ধ্ বেশ কি না, এ কথা কি জন্য জিজ্ঞাসা কর্‌লেন?

রাজা। মন্ত্রীবর! সম্রাট মীনসিংহের নিকট হতে পত্র এসেছে। আমার নিকট সম্রাটের অনেক বৎসরের কর প্রাপ্তি হইয়াছে, সে কারণ বোধ করি যে তিনি হয় তো, আমার রাজত্ব লুণ্ঠন কর্‌তে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। যাহা হউক সন্দেশ বহ কি পত্র আনিয়াছে দেখি, আমার মন সাতিশয় উদ্বিগ্ন হতেছে, কি জানি কি হয়? (চিন্তা)

মন্ত্রী। মহারাজ! তা আর চিন্তার বিষয় কি? বিধাতার যে রূপ লিখন তাহাই হইবে, সে বিষয়ের জন্য চিন্তা করা আমাদের নিস্ফল। আপনি স্থির হউন পত্রবাহক উপস্থিত।

(পত্রবাহকের প্রবেশ।)

পত্রবা। (শিরাবনত করিয়া) মহারাজের জয় হউক। [রাজার হস্তে পত্র প্রদান।)

রাজা। দূত! বিশ্রাম গৃহে গমন কর।

পত্রবা। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[নপথ্যে] এ দিকে।

পত্রবাহকের প্রস্থান।

রাজা। (শশঙ্কচিত্তে পত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া ক্ষণকাল দৃষ্টি) সচীব শ্রেষ্ঠ! ভয় নাই———সৌভাগ্যের বিষয়?

মন্ত্রী। রাজন্! প্রকাশ করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

রাজা। মন্ত্রীবর! সম্রাট মীণসিংহের একমাত্র তনয় আমার জামতা। (মন্ত্রীর পত্রপাঠ)

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। মন্ত্রীবর! সম্রাট সহস্তে আমায় লিখিয়াছেন পাঠ কর।

"নানা সদ্গুণালঙ্কৃত প্রতাপশালী মালবাধিপতি।

(মন্ত্রীর হস্তে পত্র প্রদান)

বরাবরেষু।

"বহু দিবস বিগত হইয়াছে, আমার এক তনয়, অবন্তিকুমার
"প্রতি যামিনী যোগে একটি কামিনী রত্নকে স্বপ্নে দেখে,
"ঐ স্বপ্নপ্রতীতা ললনার উপর সাতিশয় আশক্ত হইয়া,
"তাহার অনুসন্ধানে রাজ্য পরিজন পরিত্যাগান্তর সুদ্ধ এক
"জন বন্ধু সহকারে দেশ পরিভ্রমণে গিয়াছিল, এবং বহু
"রাজ নগরী ভ্রমণান্তর মালব নগরীতে পৌঁছিয়া আপ-
"নকার তনয়ার সহ প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহাকে গান্ধর্ব্বীক
"মতে পরিণয় করিয়া হরণ ছলে স্বদেশে আনিয়াছে। এই
"আপনার কন্যাই তাঁহার স্বপ্ন দর্শিতা রমণী, এই পত্রদ্বারা
"আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে যাহা হইয়াছে
"তর্জ্জন্য আর চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই, এক্ষণে
"আপনি সত্বরে রাইপুরে আসিয়া তাহাদের উদ্বাহ ক্রীয়া
"পরমাহ্লাদে সম্পাদন করুন।"

"আপনার একান্ত

মীনসিংহ।"

মন্ত্রী। নরনাথ! দেখলেন এক্ষণে আমার বাক্যই সফল হলো। কিন্তু রাজপুত্রীর হরণকারী যে সম্রাট মীন সিংহের পুত্র, তাহা আমি কদাচ জ্ঞান করি নাই।

রাজা। মন্ত্রীবর! আমাদের সত্বরে রাইপুরে যাত্রা করিতে হইবে! রাজকোষ হতে উত্তম উত্তম ক্রমতীয় মণি মুক্তাদি বাছিয়া রাখ, যাইবার সময় সমভিব্যহারে লইতে হইবেক, আর উত্তম

উত্তম দ্রুতগামী হয় হস্তী সুসর্জ্জিত কর্‌তে আজ্ঞা প্রচার কর।

মন্ত্রী। মহারাজ! ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত সামগ্রের আয়োজন করিয়া দিতেছি।

রাজা। (সহাস্য বদনে) মন্ত্রীবর! চিত্রা যে সম্রাটপুত্রকে পতিত্বে বরণ করে কত দুর প্রসংশনীয় কার্য্য করেছে, তাহা অবক্তব্য। এক্ষণে আমার প্রত্যক্ষ বোধ হতেছে, যে চিত্রাই আমার সুখ ও সৌভাগ্যের আধার, কারণ চিত্রা না জন্মিলে তো আর আমি এত দুর পর্য্যন্ত সৌভাগ্যাধিকারী হতেম না। রাইপুরাধিপতি আমা অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, তাঁর পুত্রের সহ আমার কন্যার বিবাহ হওয়া, আমার পরম শ্লাঘার বিষয়।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমিত অগ্রেই বলিয়াছি, যে আপনি যেমন এক্ষণে পরিতাপ করিতেছেন, পরিশেষে ইহা তেমনি আনন্দের বিষয় হইবে।

রাজা। মন্ত্রীবর! এ সন্দেশ আমি একবার রাণীকে জ্ঞাত করাইগে, সে শ্রবণ করিলে সাতিশয় আহ্লাদিতা হবে। তুমি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকলের আয়োজন করগে, আমরা অদ্যই রাইপুরে যাত্রা করিব।

(রাজ ও মন্ত্রীর প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

Dun. "O woe! O woeful, woeful day,
Most lamentable day, most woeful day.
Reproach and everlasting shame
Sit mocking in our plumes."

Kings. "Away with gloomy thoughts!
Prepare yourself for unexpected, joy"

মালব নগরীয় রাজান্তঃপুর।

সুগন্ধা। (কপোল দেশে হস্ত রাখিয়া স্বগত) হায় কি অসম্ভবনীয় ঘটনা! চিত্রার বদন দর্শন না করে আমার হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হচ্ছে! ঈদৃশ মনোবেদনা আমি কদাচ পাই নাই। চিত্রাকে যে কে হরণ করে নিল, তার আর স্থির নাই। হায়! বৎসে আমার অশ্রুমুখে কতই বিলাপ করিতেছেন! তাঁর প্রতি যদি কেহ কিছু নিষ্ঠুরতাচারণ করে, তা হলে বৎসে আর আমার এক লহমাও প্রাণ রাখবে না। হরণকারী যদ্যপি শত্রুপক্ষ হয়, তত্রাচ আমার চিত্রার প্রতি কোন নিষ্ঠুরতাচারণ করিতে পারিবে না। আহা! তাদৃশ কোমলাঙ্গীকে কি কেহ কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হবে? জননী আমার কতই পরিতাপ করিতেছেন! হা বিধাতঃ! তাদৃশ হেমাঙ্গীকে কি এত কষ্ট প্রদান করতে হয়? তনয়ার এরূপ যন্ত্রণা কি জননীর প্রাণে সহ্য হয়?

(হৃষ্ট মনে রাজা শান্তশীলের প্রবেশ)

সুগন্ধা। (রাজার হাস্যবদন দর্শন করিয়া) প্রাণনাথ! চিত্রা অপহৃতা হওয়াতে কি আপনার সুখবৃদ্ধি হইয়াছে?

রাজা। প্রেয়সি! তোমায় এক সুসন্দেশ বল্‌তে এসেছি।

সুগন্ধা। মহারাজ! যেক্ষণ অবধি চিত্রাঙ্গিনীর বিরহশূল আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েছে, সে অবধি আর আমার কিছু ভাল লাগে না। আপনাকে আমি পূর্ব্বাবধি বলে আস্‌ছি, যে উপযুক্ত বয়োঃপ্রাপ্ত অনুঢ়া কন্যা গৃহে থাক্‌লে অনেক বিপদ ঘট্‌বার সম্ভাবনা, তা দেখুন আমার সেই কথা এখন প্রত্যক্ষ হল। আপনি এক্ষণে আর কুলীন রাজন্যগণের সন্নিকট মস্তকোত্তলন কর্‌তে পার্‌বেন না। আপনার যে গিরি সদৃশ উচ্চ মান, এক্ষণে ধরাশায়ী হলো, হায়! এ কি সামান্য পরিতাপের বিষয়?

রাজা। প্রিয়ে! ও সকল শোকসূচক বাক্য পরিত্যাগ কর, আমার মানের কণামাত্র লাঘবতা হয় নাই, বরং আরো গগণস্পর্শীয় হইয়াছে।

সুগন্ধা। রাজন্!

রাজা। প্রেয়সী! স্থির হও। সম্রাট মীনসিংহের এক মাত্র তনয় আমার জামতা।

সুগন্ধা। (বিষাদে) মহারাজ! এই কি পরিহাসের উপযুক্ত সময়?

রাজা। প্রেয়সী! ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেমন প্রাকৃত! আমি সত্য বলিতেছি।

সুগন্ধা। মহারাজ! আমিত কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না আমায় সমস্ত আনুপূর্ব্বিক ব্যাক্ত করুন।

রাজা। রাইপুরাধিপতি সম্রাট মীনসিংহের একমাত্র তনয়

অবন্তিকুমার প্রতিদিন রজনীযোগে চিত্রাকে স্বপ্নে দেখে তার প্রতি সাতিশয় আশক্ত হয়। চিত্রার অনুসন্ধানে বহুদেশ ভ্রমনান্তর আমার রাজধানীতে আসিয়া, ছদ্মবেশে বাস করিয়া ছিলেন। কোন রূপ কৌশলে গোপনে চিত্রার সহ প্রণয় লাভ করিয়া তাহাকে গান্ধর্ব্বীক মতে পরিণয় করে, হরণ ছলে স্বদেশ লইয়া গেছেন। সম্রাট পুত্রের প্রমুখাৎ এ সমস্ত জ্ঞাত হইয়া. আমাকে এই লিপিদ্বারা (পত্র দেখাইয়া) তত্র স্থানে সত্বরে যাইতে লিখিয়াছেন, কারণ আমি তথায় গিয়া শাস্ত্রমত উভয়ের উদ্বাহ ক্রীয়া সমার্পণ করিব; অতএব প্রেয়সি! ইহা আমার আনন্দের বিষয় কি না তা বল, আর এক্ষণে আমার মান ধরাশায়ী হইয়াছে কি গগনস্পর্শীয় হইয়াছে?

সুগন্ধা। (পরমাহ্লাদে) প্রাণনাথ! বিধাতা যে আমাদের এত দূর সুখী করবেন তা স্বপ্নেও বোধ করিনাই। সম্রাট মীন-সিংহের পুত্র যে আমার জামাতা, এ কেবল দেবতাদের বিশেষ অনুগ্রহ।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল জলদ-মধ্যমান

কত সুখ মম মনে, কব কেমনে।
তনয়ার সুখ আজি, শুনি শ্রবণে।
কতদুঃখ পেয়ে সখা, পাইনু সুখের দেখা,
ঈদৃশ প্রত্যাশা কভু, করি নাই মনে॥
বিধির সুবিধি বিধি, জানিতাম নিরবধি,
এবে সে সুবিধি বিধি, হেরি নয়নে।
আনন্দানিল সঞ্চারে, হৃদয় প্রফুল্ল করে,
জনম সফল আজি, জ্ঞানিলাম মনে॥

নাথ! চিত্রা যে আমাদের এতদূর সুখপদ প্রাপ্ত হবে, কদাচ আশা করি নাই। জগৎপাতা যে আমাদের উপর কতদূর করুণা প্রকাশ করেছেন তা বলা যায় না, এজন্য তাঁহাকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

রাজা। প্রিয়ে! একথা তোমায় বলা বাহুল্য। সেই এক নিরঞ্জন করুণাময় জগতস্রষ্ঠা হইতে মানবগণের সমস্ত মঙ্গল নিসৃত হইতেছে, তিনিই সর্ব্ব জীবের সুখদুঃখের মূলাধার। ঐহিক সুখে উন্মত্ত হয়ে, যে ব্যক্তি নিত্যসুখ অর্জন করিতে অপহেলা করে, তাহাকে পারিণামে অতিশয় পরিতাপ করিতে হয়। বিজ্ঞান মণ্ডিত জনগণেরা সাংসারীক সুখে কদাচ গর্ব্বীত হয় না। প্রিয়তমে! আমি যে এই সুখপদ প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়াই তাঁহাকে ধন্যবাদ করিব এমত নহে, আমার সুখ দুঃখ উভয় অবস্থাতেই তাঁহাকে স্মরণ করিব। পৃথিবীস্থ এমন কোন প্রাণী নাই, যে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন না করিয়া কালাতিপাত করে, সুদ্ধ কতক গুলিন্ মানব ধরাতলে আছে, যাঁহারা জগদিশ্বরের স্থায়িত্ব প্রত্যয় করে না। হায়! এই সুবিস্তৃত জগন্মণ্ডলের অদ্ভুত নিয়ম ও অগণনীয় অত্যাশ্চর্য্য চেতন অচেতন পদার্থ দৃষ্টি করিয়াও কি সেই মহাত্মাদিগের মনে ঈদৃশভাবের উদয় হয় না, যে এই অদ্ভুত অদ্ভুত জীব সকলের অবশ্যই একজন স্রষ্ঠা থাকিবেক।

সুগ। প্রাণনাথ! এই বিস্তীর্ণ ধরাধামে দৃষ্টি করিয়াও যে তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যতা বিশ্বাষ করে না ইহার কারণ কি?

রাজা। প্রিয়ে! ঐ ঈশ্বরদ্বেশী নরগণ এই বলিয়া থাকে, যে চেতন, অচেতন, স্থাবর অস্থাবর সকলকারই সময় ক্রমে ক্ষয়োৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহারা কোন নিরাকার বা সাকার প্রাণীদ্বারা সৃষ্টিত নহে। জগন্মণ্ডলকে দিবা রাত্র যেমন এক বার আলোকিত ও পুনর্ব্বার অন্ধারময় করিতেছে, মানবগণ

ও সেইরূপ কালের গত্যানুসারে, ভস্মিকৃত হয়ে পুনর্ব্বার দেহ প্রাপ্তি হয়।

সুগ। মহারাজ্‌! ও সকল কথা আমি শুন্‌তে ইচ্ছা করি না, আমার এক বিষয়ের জন্য অতিশয় দুঃখ হতেছে, আমি গর্ভ-ধারিণী হয়ে কন্যার মঙ্গল কর্ম্ম স্বহস্তে সম্পাদন কর্‌তে পেলেম না।

রাজা। প্রিয়ে! তজ্জন্য আর অনুশোচনা করিও না। বিধির ইচ্ছা অটল, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন জীবগণের সেইরূপ গতি হয়। তুমি যে নিজ হস্তে চিত্রার শুভ কার্য্য করিতে পাইলে না সে কারণ বিলাপ ত্যাগ কর, এক্ষণে আমায় বিদায় দাও, আমি সত্ত্বরে রাইপুরে গমন করি।

সুগ। রাজন্‌! আপনিতো আর অদ্যই যাত্রা করবেন না, তবে এত উতলা হচ্ছেন কেন?

রাজা। প্রেয়সী! আমি অদ্যই যাত্রা কর্‌বো, তুমি যদ্যপি অনুমতি দাও তাহা হইলে এইক্ষণে যাই।

সুগ। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) প্রাণনাথ! আপনি যান, আমি নিবারণ করিতেছি না; কিন্তু দেখ্‌বেন যেন রাইপুরে গিয়ে আনন্দাভিষিক্ত হয়ে, অধিনীকে বিস্মৃত হন না।

রাজা। প্রেয়সী এরূপ চিন্তা কদাচ করো না. আমি কি তোমায় বিস্মৃত হয়ে পরবাসে কালযাপন করিতে পারি? আমি কার্য্য সমাপণ করিয়া সত্ত্বরেই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিব।

সুগ। প্রাণনাথ! তবে কূলাচার্য্য ডাকিয়ে যাত্রার শুভকাল নিদৃষ্ট করুণ।

রাজা। (হাস্য করিয়া) প্রিয়ে! সকল স্থির করেছি, সুদ্ধ তোমার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছিলাম, এক্ষণে আমি বিদায় লইলাম্‌।

(রাজার প্রস্থান)

(বিনয়বতীর প্রবেশ।)

বিন। (রাণীকে সম্বোধন করিয়া) পিসি মা! কি কর্‌ছো গা?

সুগ। বিনয়ে! কি মা, ভাল আছিস্ তো?

বিন। (উপবেসন করিয়া) পিসি মা! ভগ্নির কিছু খবর পেয়েছ গা?

সুগ। বিনয়ে! মহারাজ তার বিবাহ দিতে এইক্ষণকাল যাত্রা কর্‌লেন্।

বিন। পিসি মা! কোন্ দেশের রাজপুত্র চিত্রাকে লয়ে গেছে?

সুগ। রাইপুরাধিপতি সম্রাট মীণসিংহের এক মাত্র তনয় অবন্তি-কুমার।

বিন। (স্বগতা) উঃ! কি কপালের যোর দেখেছ! চিত্রা সম্রাট মীণসিংহের পুত্রবধূ হলো? (প্রাকাশ্যে) সম্রাট পুত্রের রূপ কেমন পিসি মা?

সুগ। বিনয়ে! যখন আমার চিত্রা তার রূপে মুগ্ধা হয়ে, গোপনে তাঁকে পতিত্বে বরণ করেছে, তখন তাঁর আর রূপের কথা জিজ্ঞাস্য কি?

বিন। পিসি মা! চিত্রা নিজে যেমন রূপবতী, তেমনি রূপবান ভাতার পেয়েছে তার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু খেদের বিষয় এই, যে তার বিবাহকার্য্য স্বচক্ষে দেখ্‌তে পেলেম না। পুর্ব্বা-বধি মনে ছিল, যে চিত্রার বিবাহ কালীন্ জামাই নিয়ে বাসরে কত আহ্লাদ আমোদ কর্‌রো, কিন্তু এক্ষণে সে আশা অলীক হল।

সুগ। বিনয়ে! এখনে সে খেদ করা নিস্ফল মা, আমার কি সাধ নাই, তা কি কর্‌বো বল, যা হবার হয়ে গেছে, আশীর্ব্বাদ কর্ যেন চিত্রা পতি নিয়ে চিরকাল সুখে থাকে।

বিন। পিসি মা! কনিষ্ঠা ভগ্নির সুখবৃদ্ধি জন্য আর আশীর্ব্বাদ

করবো না, তাকি আবার বলে দিতে হবে? এক্ষণে আমি যাই মা বেলা গেছে।

সুগ। এস মা।

বিনয়বতীর প্রস্থান।

সুগন্ধা।)স্বগতা।)

হায়! মানে কি প্রবোধ ; উঠে ক্ষণে ক্ষণে,
জ্বলিয়া জ্বলিয়া, যেন দাবানল প্রায়,
পুড়িছে মন বিহঙ্গ। তনয়া বিরহে
কত যে যাতনা, জানে কি সকলে, যারা
অঙ্কেতে করেনি কভু, অপত্য রতন?
হায়! কব কি তোমারে, বিধাত হে, দিয়ে
অমূল্য রতন, কেন ক্রোড় হতে লয়ে
পুনঃ স্থাপহ দূরেতে? সহে কি মায়ের
স্নেহ পূর্ণীত হৃদয়ে, এরূপ বিচ্ছেদ!
যোড়করে বলি তোমা, জনিত্রী হইতে,
অপত্য রতন হরিও না, নিবেদন
করি তব চরণ কমলে, পদ্মাসন!

যবনিকা পতন।

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয়-গর্ভাঙ্ক।

" Fashioned by Heaven and by art
So is she, that she makes the heart
Ache and œrflow with tears."
" What shook my spirit,
Like the vileration of a bell
Of which I had not heard of the stroke
Here is my hand for my true constancy."

(রাইপুর রাজোপোবনস্থ সরোবর তীর)

(কামিনীর এক দিক দিয়া ও কমলার অন্য দিক দিয়া প্রেবেশ)

কমলা। কিলো কামিনী, তোর যে আর দরশন পাওয়াই যায়না, আজ কাল কি ডুমুরের ফুল হয়েছিস্ নাকি ?

কামিনী। কমলে ! গৃহকার্য্যে সতত ব্যস্ত থাকায় তোদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনা।

কমলা। কেন্‌লো তোর তো আর ভাতার নাই, যে সে বেরুতে দেয় না।

কামিনী। কেন কমলে, তোরা কি কিছু শুনিস্‌নে ?

কমলা। কৈনা ! তুই কি কার পিরিতের ফাঁদে পড়েছিস্ না কি, তাই তার মন যোগাতে সময় যায়।

কামিনী। তুই নিজে যেমন, তেমনি সকলকেই বোধ করিস্। যে চোর হয় সে অন্য অন্য সকলকেই সেই রূপ বিবেচনা করে, তুই যেমন নিজে ছেনাল, তেম্‌নি সকলকেই ভাবিস্।

কমলা। কেন কামিনী, তুই কি আমার কথায় রাগ কর্‌লি!

কামিনী। রাগ কর্‌বোনাইবা কেন? স্ত্রী লোকের সতীত্ব রক্ষা করাই প্রধান ধর্ম্ম, তা যার নাই, তার ইহকাল পরকাল সকলি বৃথা, যে নারীর সতীত্বের উপর সন্দেহ হয়, তার জীবণ অপেক্ষা মরণই শ্রেয়স্কর।

রাগিণী পিলু্——তাল যৎ

যে রমনী এক মনে, পতি পদে রাখে মন,
তাহার পুণ্যের কথা, কভু না যায় কথন;
যে নারী স্বনাথ বিনা, অন্যে বাসনা করেনা,
দিবানিশী সেবে পতি সে হয় সাবিত্রী সমান;
স্বামী রতণ সম; কি আছে ধরায় রমনীর,
যতনিলে সে রতনে, সফল হয় জীবন;
পতি পরিত্যাগ করি, বারমুখ্যা হয় নারী,
যার অপযশ ঘোষে, ত্রিসংসারে, নরামর সর্ব্বজন॥

কমলা। কামিনী! তোর অক্ষতা বস্থায় যখন এমন পতি অনুরাগ জন্মেছে, তখন তুই চিরকাল সুখি হবি, তার আর সন্দেহ নাই, তোকে যে বিবাহ কর্‌বে সে অতিশয় ভাগ্যবান, তোর মতন মেয়ে আজ্‌কাল পাওয়া বড় সহজ নয়, সে যা হক্‌ ভাই, আমি বাবলেছি তার জন্যে আর রাগ করিস্‌নে।

কামিনী। না কমলে! আমি তোর উপর রাগ করিনে।

কমলা। আচ্ছা ভাই, কি শুনেছ বল্‌ছিলে?

কামিনী। কি জানিস্‌, ভ্রাতা অবন্তি কুমার দেশ পর্য্যটনে গিয়ে, মালবেশ্বরের কন্যা চিত্রাঙ্গিনীকে, হরণ করে এনেছিল, মহারাজ্‌ এ সকল শুনে দুত পাঠিয়ে এখানে মালবরাজ্‌কে আনিয়েছেন, আজ্‌ কুমারের শাস্ত্রানুযায়ীক বিবাহ হবে, তা ভাই সেই সব উদ্যোগে কদিন ব্যাস্ত আছি।

কমলা। কামিনি! মালবরাজ কন্যার রূপ কেমন?

কামিনী। কমলে! তাঁর রূপের কথা আর কি বল্‌বো, রাজ সংসারে যত রমনী আছে, যদিও তাঁরা সকলেই পরম রূপবতী তত্রাচ এঁর নিকট কেও দাঁড়াতে পারেনা, তার রূপের কথা এক মুখে বলা যায় না।

রাগিনী আড়ানা বাহার——তাল তিওট।

হায়, সে রূপ স্বরূপ, নাহি দেখি এ ধরায়,
হয় বিচলিত নারী চিত, রূপ হেরে,
অনঙ্গ দাহনে প্রাণ মন জ্বরে,
ইচ্ছি আলিঙ্গিতে তায়;
সাধ হয় মনে, সখী তার কারণ
ত্যেজিব জীবনে মম এছার জীবন,
হয়ে পুরুষ রতন, পুণঃ জনম গ্রহণ,
করিয়ে হৃদি মাঝারে রাখিব যতনে তায়;
বিধু আস্যে হাস্যযেন, রহিয়াছে সর্ব্বক্ষণ,
বানি নিসঃরনে যেন, ঝরে সুধা জ্ঞানি প্রায়॥

ভাই যে কামিনী হয়ে কামিনীর মন হরণ করে, তখন তার আর রূপের কথায় কাজ কি?

কমলা। সে যা হক্ এখন তোর একটি ভাল পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হলেই আমরা বাঁচি।

কামিনী। যখন বিয়ের ফুল ফুট্‌বে তখন হবে তার জন্যে আর ভাবনা কি?

কমলা। (অন্যদিকে) আহা! এখন সুশীলা মেয়ে আর একটি দেখিনে, এর যে স্বামী হবে সে যে কত সুখে থাক্‌বে তা বলা যায় না (প্রকাশ্যে) কামিনী! আমি এখন যাই ভাই আর এক সময় দেখা কর্‌বো।

কামিনী। আচ্ছা ভাই এস। আমিও উপবন থেকে গোটাকতক ফুল তুলে নিয়ে যাই।

কমলার প্রস্থান।

কামিনী। (স্বগতা) উঃ কমলার কি বুদ্ধির তীক্ষ্মতা! ও যেন প্রায় কিছু জানেনা, কিন্তু এই বয়সের ভেতর যে কত কি করেছে তার আর স্থির নাই। হায়! কাকেই বা বলি যার কাছে কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ কর্‌বো সেই মনে কর্‌বে বুঝি আমায় বল্‌ছে;—(পশ্চাত ভাগে দৃষ্টি করিয়া) ওমা! ও আবার কে আস্‌ছে? কোথায় যাই (ইতঃস্তত পরিভ্রমণ) এই খানে লুকুই। (বৃক্ষান্তরালে অবস্থান)

(ছদ্মবেশে মানস-ব্রতীর প্রবেশ)

মানস। (চতুর্দ্দিক নিরিক্ষণ করিয়া-স্বগত) আমি যখন রাজ প্রাসাদে গমন করি, তখন বোধ হল যেন কামিনী পুষ্প চয়ন পাত্র হস্তে করে, এই উপবনের দিকে আস্‌তে ছিল, কিন্তু আমিত সমস্ত উদ্যান পরিভ্রমন করে ও কোথাও দেখা পেলেম না। যা হউক,কিন্তু আমার প্রতি কি কামিনীর প্রীতি

আছে? তার সঙ্গে চক্ষে চক্ষে দেখা হলে সে মৃদুহাস্য করে শীরাবনত করে, তাতে কি কোন প্রণয়ের চিহ্ন প্রকাশ পায়? (মনের প্রতি) হৃদয়! তুমি আজ্ এত প্রফুল্ল হচ্ছ কেন? তুমি তো আর এখন প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হও নাই তবে আর তোমার আহ্লাদের বিষয় কি আছে? হায়! বিধাতা কি আমাকে এতাদৃশ সুভাদৃষ্ট শালী করেছেন, যে আমি কামিনীর যৌবন রথের সারথী হব, এ আশা কি আমার ফলবতী হবে?

রাগিণী-ঝিঝিট—তাল একতালা।

সে চারু বদনে পাব কি কখন,
যার তরে দিবানিশী, দেহেতে আকুল প্রাণ;
সে বিধুবদন করিয়ে দরশন,
তার প্রেমনিরে মম, ডুবিয়াছে মন ধন,
তার প্রেম আশা করি, এখন জীবন ধরি,
নতুবা ত্যেজিতাম ছার, জিবনেতে এজীবন।

কামিনী। (অন্যদিকে) আহা! কি সুমধুর বচন! উনি যে আমার প্রতি আশক্ত হয়েছেন, তা আমার সৌভাগ্য বল্‌তে হবে, ওঁর সমান রূপবান গুণবান স্বামী পাওয়া অতি বিরল, কিন্তু এখন আমি ওঁর সমুখে যাবনা, দেখি, উনি আরো কি বলেন।

(নিস্তব্ধে অবস্থান)

মানস। (পুনঃ স্বগত) আমি পিতার অজ্ঞাতে কামিনীর সহ প্রণয় করে বোধ হয় কোন গর্হীত কার্য্য করিনে, কারণ আমার ঈদৃশ আশক্ত জগত-স্রষ্ঠা হতেই নিসৃত, তেমনি বোধ হয় যে তাঁহারই অসীম কৃপাতে আমার মনোবাঞ্ছা

পুর্ণিত হইবে, তার আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার এ সাধের প্রেম তরু যে কতকালে ফলবতী হবে তার আর নিশ্চয় নাই; হায়! জলধিজলে বাড়বানল বিলগ্ন হলে মীণ প্রভৃতি নানাবিধ জলচরগণ যেমন দগ্ধিভুত হয়ে গাত্রজ্বালা নিবারণার্থ ইতস্তুতঃ পরিভ্রমন করে বেড়ায়, আমার হৃদয়ে কামিনীর বিরহ রূপ দাবানল বিলগ্ন হওয়াতে আমার মন বিহঙ্গম সেইরূপ ব্যকুল হয়ে মিলন বারি অন্বেষনে অধৈর্য্য হয়ে বেড়াইতেছে। (ক্ষণকাল চিন্তাযুক্ত থাকিয়া) রে হতবিধে! তুই কি আমার কেবল দুঃখ যন্ত্রনার কারণ কামিনীকে রূপ গুণ শালিনী করিয়াছিস্? ভাল ক্ষতি নাই যদ্যাপি আমি সেই বিনম্রবদনাকে লাভ করিতে পারি,তাহলেসেতোআমারই শ্লাঘার বিষয় পরিগণিত হবে। কিন্তু সে যে কত কালে হবে তার আর স্থির নাই উঃ (ভুতলে মুখাবনত করিয়া) যাতনা অতিশয় দুঃসহ হয়ে উঠ্‌ল, জীবন দেহ পিঞ্জর হতে বাহির হবার উপক্রম কর্‌ছে, রে হতভাগ্য জীবন! তুই যদিএঅসময়ে বাহির হইয়া যাস্ তা অতিশয় খেদের বিষয় হবে, কারনপ্রিয়তমার সঙ্গে অদ্যাপি কখন একমূহুর্ত্তের কারণ ও জনশূন্য স্থানে বাক্যালাপ করিতে পাই নাই, এ খেদ আর কদাপি বিস্মৃত হতে পার্‌বো না (নিস্তব্ধে অবস্থান)

কামিনী। (বাহিরে আসিয়া) প্রাণনাথের ঈদৃশ দুর্গতি দেখে নয়ন তেজ হীন, রসনা রসহীন, শ্রবণ বধির, হস্ত পদাদি আমার স্পন্দনহীন হতেছে, যদ্যপি উনি হতাশ হয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তা হলে সাতিশয় দুঃখের বিষয় হবে, এবং আমার প্রতি জীব হত্যার পাপ অর্শিবে, অতএব কি করি, এক বার উহাঁর নিকট যাই, আমিত আর থাকতে পারিনে (মানস-ব্রতীর পার্শ্বে উপবেসন করিয়া, মৃদুস্বরে) জীবিতেশ্বর! উপবন মধ্যে ঈদৃশ অবস্থায় ভুতলে কি কারণ

পতিত আছেন, আপনার হেমাঙ্গ যে উপবন রেণুতে বিলুপ্ত হতেছে, নয়নোম্মোচন করে এক বার দাসীর প্রতি নেত্রপাত করুন।

মানস। (চক্ষুর্ম্মিলন করাতে কামিনীর পৃষ্ঠ দেশে গমন) হায়! আমি একি স্বপ্ন দেখলাম না কি! প্রেয়সীর বদন নিস্সৃত বচন যেন এই মাত্র আমার কর্ণ গোচর হল, আমিত সুপ্ত হই নাই, মানসীক দুর্ব্বলতা বশতঃ চৈতন্য হীন হইয়াছিলাম, হায়! সর্ব্বৈব অলীক! (মূর্চ্ছা প্রাপ্তি)

কামিনী। (পুনঃরায় সম্মুখে আসিয়া, একটী বৃক্ষপত্র লইয়া ব্যজন করিতে করিতে) প্রাণনাথ! আমি আপনার ঈদৃশ অবস্থা আর দেখ্‌তে পারি না, আপনি মুখোত্তলন পূর্ব্বক আমার সহ বাক্যালাপ করুন।

মানস। (নয়নদ্বয় উন্মিলন করিয়া কামিনীর প্রতি দৃষ্টীপাত হওয়াতে স্বাশ্চর্য্যে) বাম নয়নে! তুমি এস্থলে কি রূপে এলে?

কামিনী। প্রাণ—না। (জিহ্বা কাটীয়া) প্রিয়—ব—(কণ্ঠরোধ হইয়া গেল)

মানস। (দুঃখিতস্বরে) প্রিয়তমে! তুমি কি আমায় প্রিয় সম্বোধনে ঘৃণাজনক বোধ কর? তবে আর আমার এ প্রাণে প্রয়োজন কি? আমি এইক্ষণেই তোমার সম্মুখে প্রাণ পরিত্যাগ করি, ঈদৃশ সুযোগ আর হওয়া কঠিন।

কামিনী। (সলজ্জিতা হইয়া) প্রিয়বর! আপনি যদ্যপি আমার সম্মুখে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহলে আমিই কি আর এ দেহ ভার বহন করতে ইচ্ছা করবো, আমিও আপনার সহ গামিনী হই।

মানস। (প্রফুল্লিত হইয়া) চারুনেত্রে! তোমার কমলানন নিস্সৃতঃ বাক্য গুলিন শ্রবণ করে, যে কতদূর সুখপ্রদ প্রাপ্ত হলাম তা এক মুখে বলা যায় না, তুমি যে এ হতভাগ্যের

উপর এতদূর করুনা প্রকাশ করবে, তা স্বপ্নেও বোধ করি নাই।

কামিনী। প্রাণনাথ! আপনি এক্ষণে সাতিশয় শারিরীক দুর্ব্বল আছেন, অতএব অধিক কথা কবেন না, কি জানি দুর্ব্বলতার কারণ যদ্যপি কোন পীড়া হয়, আপনাকে আমি বাতাস করিতেছি, আপনি স্থির হউন।

মানস। প্রেয়সী! তুমি অধিক কর সঞ্চালন করোনা, তা হলে তোমার মৃণাল সদৃশ বাহুদ্বয় ব্যথিত হবে আমি তোমার মুখচন্দ্র নিরক্ষণ করে, অতি সত্বরেই সুস্থতা লাভ করেছি। (কামিনীর করদ্বয় বক্ষে স্থাপন।)

কামিনী। প্রাণনাথ! আমি কুলকামিনী, বিশেষতঃ অবিবাহিতা যদ্যপি আমাদের উভয়কে ঈদৃশ অবস্থায় কেহ দেখে, তাহলে সাতিশয় লজ্জার বিষয় হবে, অতএব এক্ষণে অধিনীকে পরিত্যাগ করুন, সময়ানুক্রমে আপনার সহ পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করবো।

মানস। হৃদয় বল্লভে! বিরহ-সন্তপ্ত অধিনকে একবিন্দু মিলন বারী প্রদান করে তার জ্বালা দ্বিগুণীকৃত করা কি তোমার পক্ষে বিধেয়? অদর্শনে বরঞ্চ জীবন ছিল, কিন্তু এবারে দর্শন দিয়ে একেবারে প্রাণ হরণ কল্লে, তোমার হৃদয় কি এত কঠিন যে আমারে এই অকূল সন্তাপ সলিলে বিসর্জ্জন দিয়ে গমন করবে।

কামিনী। হৃদয়-বল্লভ! আমি অভিসারিকা বা সেচ্ছাচারিণী নই, যে লোক লজ্জার ভয় করি না, আমি পরাধিনী অনূঢ়া কুল কামিনী, মাতা পিতার অনুমতি ভিন্ন কোন কর্ম্ম করতে সক্ষমা নই, অতএব এক্ষণে আমায় পরিহার দেন।

মানস। প্রণয়িনী! তুমি যদ্যপি আমায় আন্তরিক প্রেমকর, তাহলে তাতে কোন হানি নাই, তোমার পিতার নিকট

আমার মনোভাব সত্বরেই ব্যক্ত কর্‌বো; কিন্তু প্রিয়ে! এক্ষণে আমার বিরহ সন্তপ্ত হৃদয়কে মিলন বারি দানে সুশীতল কর। (কামিনীকে চুম্বন)

কামিনী। নাথ! আমার কলেবর কম্পায়মান হচ্ছে, আমায় যেতে দেন, প্রাণ বল্লভ! আপনি আমাকে চিরকালের কারণ প্রণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছেন, যতদিন দেহে জীবন থাক্‌বে ততদিন আর আপনাকে বিস্মৃত হতে পার্‌বো না, কিন্তু এক্ষণে আমি যাই, আমি পুষ্প চয়ন কর্‌তে উপবনে এসেছি, বহুক্ষণ বিলম্ব হলে পরিজনেরা চিন্তিত হবে।

মানস। (ক্ষুব্ধচিত্তে) প্রিয়তমে! যদি একান্তই অধিনকে পরিত্যাগ করে যাবে, কিন্তু পুনর্ব্বার কবে সন্দর্শন হবে তার তো কোন উপায় বল্‌লে না?

কামিনী। প্রাণনাথ! আমি যদ্যাপি স্বাধিনা হতেম, তাহলে কি আর ঈদৃশ অবস্থায় এতাবৎ কাল থাকি, অদ্যাবধি আমি আপনার একজন কৃপামাত্র দাসী মধ্যে গণ্য হলাম, দেখ্‌বেন যেন অধিনীকে বিস্মৃত হবেন না।

মানস। চারু বদনে! তুমি কি বোধ কর যে এজীবন সত্ত্বে তোমায় কদাচ ভুল্‌তে পার্‌বো। প্রিয়ে! তাই যদ্যাপি পার্‌তাম তাহলে আর তোমার অনুসন্ধানে এই উপবনে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে বেড়াইতাম না। তোমার অদর্শনে যে কি রূপে কালাতী পাত কর্‌বো, তার আর স্থির নাই, তুমি আমার জীবনের সর্ব্বস্বধন. তোমার বিরহে কি রূপে থাক্‌বো?

কামিনী। হৃদয়-রঞ্জন! প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে আর কি জন্য ঘৃতাহুতি প্রদান করেন? মনের বিচলতা দেখ্‌লে পুরবাসীরা সন্দেহ কর্‌বে, অতএব এক্ষণে আমি প্রস্থান করি, অবসরক্রমে আপনার সহ এই উপবনে সন্দর্শন কর্‌বো।

(উভয়ে উভয়ের দিগে দৃষ্টি করন)

কামিনীর প্রস্থান।

মানস। (স্বগত) প্রিয়তমার সন্দর্শনে যে আজ কতদূর সুখপদ প্রাপ্তহয়েছি তা বলা যায় না, আহা, কি সুমধুর বচন! কি সুললিত ভাব! উঁহাকে পরিণয় করিলে আমার জীবন সার্থক হবে।

মানসব্রতীর প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

"Such only as the subject, owes the prince,
Even such woman, owes to her husband ;
And when she is not obedient to his honest will,
What is she? but a graceless traitress to her loving lord?."
The heart of woman knows no truer joy, as when,
She hears the praises of the man, she loves."

(রাইপুর রাজান্তঃপুরস্থ বাসর গৃহ)

(চতুর্দ্দিকে কামিনীগণ পরিবৃত অবন্তিকুমার উপবিষ্ট)

বিনো। কৈ হে বর, কিছু যে উত্তর দিলে না, তবে তুমি আমাদের কাছে হার মান।

কুমার। হার মানবো কেন, আমি যা বলেছি তাই যথার্থ।

বিনো। আমি তোমার যা জিজ্ঞাসা করলাম তার কি উত্তর দিলে?

কুমার। তোমরা যদি বুঝেও না বোঝো, তাহলে আমি কি কর্‌তে পারি।

বিনো। ভাল তুমি আর একবার বল, আমরা বুঝ্‌তে পারি কি না দেখ, কিন্তু তোমার উত্তর ঠিক না হলে, আমাদের কাছে হার্ মান্‌তে হবে।

কুমার। (হাস্যকরিয়া) দেখ ভাই, আমিতো একজন সামান্য মানুষ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগন যাদের নিকট পরাজিত হয়েছেন, তা আমরা কোথায় আছি।

(কামিনীর প্রবেশ)

সকলে। এই যে কামিনী এসেছে, তা বেশ হয়েছে, আয় ভাই বোস (স্থান নিদৃষ্ট করিয়া দেওয়াতে কামিনীর উপবেসন)

কামিনী। (মৃদু হাস্যকরিয়া) আহা! এ ঘরের আজ কি অপরূপ শোভা হয়েছে, গন্ধর্ব্ব কিন্নর সমাজ বোধ হয় কোন উৎসভের সময় এর শতাংশের একাংশও শোভা শালিনী হয়না। সরোবর সলীলে শ্বেত নীল রক্ত বর্ণের পদ্মাদি প্রস্ফুটীত হলে তার যেমন রমনীয় শোভা উৎপন্ন হয়, আজ এই গৃহ অনেক রূপবতী কামিনী গনের সহবাসে সুখানুভব করিয়া অতিশয় জ্যোতীর্ম্ময় শোভা সম্পাদন কর্‌ছে কিন্তু খেদের বিষয় এই, যে এত কমল দল মাঝারে মধুকর একটী, কিন্তু তাতেই বা হানিকি? প্রভাকর তো এক হইয়াও এই অসীম জগন্মণ্ডলকে আলোতে পরিপুর্ণীত করেন।

কুমার। (কামিনীর প্রতি নেত্র পাত করিয়া) কামিনী! তোমার সঙ্গে আমার সম্পার্ক বিরুদ্ধ, নতুবা আমি এর উত্তর দিতাম।

কামিনী। ভ্রাতঃ! বিবাহের রাত্রে আর সম্পার্ক বিরুদ্ধ কি? এরাত্রে সকলকে সব বলা যায়।

কামকলা। ঠাকুর জামাই! কামিনী যা বলেছে তাবড় মিথ্যা নয়, বিয়ের রাত্রে সম্পর্ক বিচার থাকেনা, এমন কি শাশুড়ি পর্য্যন্ত শালি হয়, কিন্তু সে যাহক্ এখন প্রিয়সখীর সঙ্গে কোন একটা বিষয়ের তর্ক করুন যে শুনে আমরা পরিতৃপ্ত হই।

কুমার। (চিত্রাঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া) প্রিয়ে! তোমার সখীর কথা শুন্‌লে?

(নেপথ্যে গীতারম্ভ)

রাগিনী সুরট-মল্লার—তাল মধ্যমান।

সমাগত যামিনী,
আবরিয়া আন্ধারে নিখিল মেদিনী,
রবি হেরি অস্তগত, সমুদায় খ ঘেরিল ঘোরাকাদম্বিনী;
শ্বেতবাস পরিহিত সুধাকর, তুষিতে স্ব প্রিয়-
সীর মন, কুমুদিনী, উঠিলেন পূর্ব্বাঞ্চলে, আব-
রিয়া সুবদন, মলিনা হল নলিনী।
বিধু সুধা দানি শান্তিল জগত, ভাসিল আনন্দ-
নিরে যত যুবতী কামিনী; প্রেম হেম হার
হইয়া বিহীনা, দুঃখ নিরে ডুবিলেক্ যত
বিরহিনী।

রসমঞ্জরী। (নেপথ্যে) অনঙ্গে! এ গানটীতে আমার মনউঠ্‌লো না তুমি প্রণয় বিষয়ক আর একটি গীত গাও।

অনঙ্গ। সে দিন আমি একটি নূতন গান শিখেছিলাম, কিন্তু সুরটী মনে হচ্ছেনা। (ক্ষণ কাল নিস্তব্ধে থাকিয়া হয়েছে)।

রাগিনী ছায়ানট—তাল আড়াঠেকা।

প্রণয় রতনে যদি নরে চিনিত,
তা হলে নিখিলধরা, মহাসুখে পূরিত;
যে রাখে প্রেমের মান, প্রেমে তার রাখে মান,
প্রেম সুধা পানি করে, দিবা যামিনী অতীত;
নিরমল প্রেম নিধি, যদি কেহ নিরবধি,
যতন করিয়া রাখে হৃদি মাঝারে———
সুরগণ সম সুখি, হয় পরিগনিত ॥

কুমার। আহা! গীতটী কি সুশ্রাব্য!

কাম। ঠাকুর জামাই বুঝি কেবল গীতের স্বরটি বুঝ্‌লে, ভাবার্থের প্রতি এক বার চিন্তা কর্‌লে না?

কুমার। প্রিয় সখি! ভাবার্থ বুঝ্‌লাম কি না, তা তুমি কি রূপে জান্‌লে?

কাম। আচ্ছা কেমন বুঝেছ, মর্ম্ম প্রকাশ কর দেখি।

কুমার। সখি! তুমি কি আমায় এম্‌নি অরসিক জ্ঞান কর্‌লে? যে আমি একটা সামান্য গীতের অর্থ বুঝ্‌তে পারি না? গীতের ভাবার্থ এই যে, যেজন যথার্থ প্রণয়ের অধিকারী হয়, সে অমরগণ সদৃশ সুখশালী হয়।

কাম। ভাল ঠাকুরজামাই। বিশুদ্ধ প্রণয় ও প্রণয়ের বিভিন্নতা কি?

কুমার। সখি! প্রণয় কি উপপত্নি, কি স্বপত্নি সকলকার সহই সম্ভবে, কিন্তু বিশুদ্ধ প্রণয় সকলকার সহ সম্ভব্য নয়। যে নারী পতি, পরায়ণা হয়ে তার নিকট আপনার জীবন যৌবন সমস্ত প্রদান করে, এবং সেই স্বামীও যদ্যপি একান্ত

চিত্তে সেই ললনাকে প্রেম করে, তাহলে সেই রূপ প্রেমকে বিশুদ্ধ প্রণয় বলে। উভয়ের মন যদি উভয়ের সুখানুবৃদ্ধির চেষ্টা করে, এবং উভয়েই যদ্যপি পরস্পর ভিন্ন আর যাহার প্রতি মন সমর্পণ না করে, তাহলে তাহারাই পরস্পর বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারী হয়। জগত স্রষ্ঠা প্রথমে শুদ্ধ বিশুদ্ধ প্রণয়েরই সৃজন করেন, কিন্তু মানবগণের কামলিপ্সা ক্রমে বলবতী হওয়াতে বিশুদ্ধ প্রেম প্রায় ক্রমে অন্তর্হিত হতেছে। পূর্ব্বকালে কামিনীগণ স্বপতি ভিন্ন আর কাহাকেও জানিত না, পুরুষগণেরাও স্বপত্নি ভিন্ন আর কাহার সহিত প্রেম করিত না, কিন্তু ধরাধাম কলি রাজের করতল হওয়া অবধি নারীগণেরাও যেমন কুলটা হতেছে, নরগণেরাও সেই রূপ সেচ্ছাচারী, বিশুদ্ধপ্রেম অবশ্য আদরিত না হয়ে, মানব সমাজ হতে অন্তর্হিত হতেছে। কিন্তু হায়! অধুনা মানবগণ রিপু পরবশ হয়ে, যে সমস্ত গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হচ্ছে, তাতে আর বিশুদ্ধ প্রণয় এ পাপ ধরায় কি রূপে অবস্থান কর্‌বে? আহা! সম্পর্ক বিচার কিছুই নাই, ভ্রাতা ভগ্নি উভয়ে এক গর্ভ যাত হওয়াতে উভয়ের হৃদয়ে এক প্রকার সতন্ত্র স্নেহের উদয় না হয়ে, অন্তুৎপ্রণয় রসের সঞ্চার! কি পরিতাপের বিষয়! মাতা বসুন্ধরা এরূপ অপুর্ব্ব পাপভার বহন কর্‌তে ক্রমে অক্ষমা হচ্ছেন। ধর্ম্ম পুত্র যে জীতেন্দ্রিয় হয়ে ছিলেন এবং সত্যবাদী ছিলেন, তার প্রমাণ এক্ষণে প্রত্যক্ষ্য হচ্ছে, আহা! জননী পৃথিবী এক্ষণে সে সকল অপত্যহীন হয়ে কেবল কুল-পাবক মন্দমতি পুত্রগণের দোষে দোষাশ্রিতা হচ্ছেন।

কাম। কিন্তু ঠাকুর জামাই, দেখ যেন এই জ্ঞান বরাবর থাকে যৌবনে মত্ত হয়ে যেন অন্ধের ন্যায় কাজ করোনা, তোমার আবার যে সকল ভগ্নি, তাঁদের রূপে মুগ্ধ হয়ে যেন এ প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়োনা, সরলান্তকরণা প্রিয়সখীকে যেন দুঃখাধি-

কারিণী করোনা, উনি যেন দুঃখসন্তপ্তা হয়ে শেষে পরিতাপ করেন না, উনি যেমন তোমাকে সরল হৃদয়ে জীবন যৌবন সমস্ত প্রদান করেছেন, তেমনি যেমন ওঁর মান রক্ষা করো।

কুমার। সখি! যে প্রিয়তমার অনুসন্ধানে পিতামাতা পরিত্যাগ করে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়ে ছিলাম এবং যাকে অযুত বর্ষের তপস্যা ফলে প্রাপ্ত হয়েছি, তার প্রতি যদি অন্যায়াচরণ করি, তাহলে আমার সদৃশ দুরাত্মা আর ধরাতলে কেহ নাই।

চিত্রা। (সলর্জ্জিতা হইয়া) হৃদয় বল্লভে! নূতন প্রেম কালীন সকলেই ঐ রূপ বলে থাকে কিন্তু শেষ রক্ষা করা অতি কঠিন।

কুমার। প্রিয়ে! সামান্য বস্তুরই নূতন পুরাতনাবস্থা বিচার করা উচিত, কিন্তু অমৃত পানে কি কাহার বিরক্তি জন্মে? সূর্য্যকে তো সকলে জন্মাবধি প্রতিদিন দেখে থাকে, তা বলে কেউ কি আর আন্ধারে বাস করতে ইচ্ছা করে? এ কদাচ নয়, তবে কি না নরগণের মন নূতন নূতন বিষয়েই সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত হয়, ইহা সত্য, কিন্তু তা সকল বিষয়ে না; যে কামিনী শরীরের অর্দ্ধাংশ, তাহাকে কি কেহ কদাপি অপহেলা করতে পারে? পুরুষগণ যতদিন বিবাহিত না হয় ততদিন অর্দ্ধাংশ বিহীন থাকে, বিশেষতঃ তুমি যে আমার কত পরিশ্রমের ফল, যিনি সকলকার অন্তর পরিক্ষা করেন তিনিই জানিতে পারিতেছেন।

চিত্রা। নাথ! এখন আমার প্রতি আপনার যে রূপ প্রিতী ভাব আছে, এই রূপ যদি জীবনাবধি থাকে, তা হলে আমার সমান সুখশালিনী ও ভাগ্যবতী কে হবে? কিন্তু এতদূর প্রত্যাশা করতে সাহস হয় না, কারণ কপাল সে রূপ নয়, অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রম অবধি দুঃসহ বিরহ জ্বালায় সন্তপ্তা

ছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে আপনি তার পরিত্রাণ করিয়াছেন কিন্তু এ সুখ যে আমার চিরস্থায়ী হয় এমন তো বোধ হয় না, তত্রাচ দেখা যাক, বিধাতা আরো কি ললাটে লিখেছেন।

কামিনী। (অন্যদিকে) আহা! জগত পাতার কি সুচারু নিয়ম! উহাদের স্বভাবের কি বিচিত্র একতা! মালবরাজ কন্যার কি বচনের ললিত স্বর! বোধ হয় যেন বীণা যন্ত্রের ধ্বনি, রূপ! গুণ!! এমন কি আমিও কামিনী, কিন্তু ওঁকে দেখে বোধ হয় যেন ওঁর করা অঙ্গুষ্ঠের রূপও আমাদের গায়ে নাই। ওঁর লাবণ্য জলধি যে কি রূপ শীতল তা অবক্তব্য, এমন যে জগত প্রফুল্লকারী সুধাকর, যার উদয়ে ত্রিভুবনস্থ সমস্ত প্রাণীই আনন্দিত হয়, তাঁতেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু ওঁর মুখ অকলঙ্ক চাঁদের ন্যায়। কামিনী হয়ে যে কামিনীর মন বিমোহন করে, সে রূপ রূপবতী অল্পই আছে, যাহক বিধাতার শিল্প দক্ষতা মালব-রাজ-দুহিতাতে প্রত্যক্ষ হয়েছে।

কাম। (কামিনীর প্রতি) তুমি ভাই আপনার মনে২ কি বল্‌ছো, আমরা কি শুন্‌তে পাইনে?

কামিনী। সখি! আর কিছু ভাবিনে, কেবল তোমার প্রিয়সখীর গুণানুবাদ কর্‌ছিলাম।

চিত্রা। (কামিনীকে সম্বোধন করিয়া) ঠাকুরঝি! আমার এমন কি গুণ আছে, যা তোমার প্রসংশার যোগ্য?

কামিনী। তাই যদি ভাই না থাক্‌বে তা হলে আর বল্‌বো কেন?

কাম। (চিত্রার প্রতি) প্রিয়সখি! এতো সকলেই জানে, যে নিজে রূপ গুণবতী হয়, সে অন্যের রূপ গুণের প্রসংশা করে, কামিনী নিজে অতিশয় রূপ গুণ শালিনী, সেই জন্যে তোমার প্রসংশা কর্‌ছে।

কামিনী। সখি! শেষে আমিই কি তোমাদের ঠাট্টার আশ্রয়স্থল-ভাগিনী হলেম?

কাম। সখি! জ্ঞানী জনে কি আর আত্ম প্রসংশা করে থাকে, অজ্ঞানেই করে, তা তুমি ভাই বুদ্ধিমতি কি জন্যে আত্ম প্রসংশা করবে?

কামিনী। সখি! রমণী রূপবতী হক্ বা না হক্ যদি স্বামী সোহাগিনী হয় এবং যদি কায় মনে পতিব্রতা ধর্ম্ম পালন করে, তাহলে তার আর রূপ গুণে প্রয়োজন নাই, রমনীর সতীত্ব থাকাই প্রধান ধর্ম্ম।

চিত্রা। (কামকলার প্রতি অন্যদিকে) ঠাকুরঝির ন্যায় ঈদৃশ তরুণাবস্থায় এরূপ জ্ঞান হওয়া কদাচ সম্ভব নয়, এখন তবু অনুঢ়া, কিন্তু হায়! উহার কপালে যে কিরূপ স্বামী আছে তা বলা যায়না; বিধাতা অবস্য উহায় উপযুক্ত পতি দেবেন তার আর সন্দেহ নাই। আহা তাই হউক, হে বিধাতঃ! অমোন হেমাঙ্গিকে যেন একটা রূপহীন নিষ্ঠুরের হাতে সমর্পণ করোনা।

বিনোদিনী। (চিত্রাঙ্গিনী ও কামকলার প্রতি অন্যদিকে) কেন তোমারা কি কিছু জাননা? আমাদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী পুত্র কামিনীর প্রতি সাতিশয় আশক্ত হয়ে, পিতার কাছে অভিপ্রায় ব্যাক্ত করাতে মন্ত্রী মহাশয় কামিনীর পিতাকে সমস্ত জ্ঞাত করান, তাতে কামিনীর পিতা আনন্দের সহিত কামিনীর বিবাহ দিতে স্বীকার করেছেন, মহারাজ ও অনুমতি দিয়েছেন এমন কি উহাদের পরিণয় অতি শিঘ্রই হবে।

কাম। (আহ্লাদিতা হইয়া) আহা! মানসব্রতীর সঙ্গে যদি কামিনীর বিবাহ হয় তাহলে বড় উত্তম মিলন হবে। (চিত্রা-প্রতি) সখি তুমি মন্ত্রীপুত্রকে দেখনি, আহা! কি মনোহর মূর্ত্তি, সাতিশয় চরিত্র উদার, এমন কি তাহাকে সর্ব্বগুনান্বিত

বল্লে বাহুল্য হয় না, সে যদি কামিনীকে পরিণয় করে, তাহলে উভয়েই পরম সুখ ভোগী হবে।

চিত্রা। (কামিনীর প্রতি) ঠাকুর ঝি! তোমায় ভাই একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি, কিন্তু ভরসা হচ্ছে না, কি জানি পাছে তুমি রাগ কর।

কামিনী। কেন ভাই, আমার স্বভাব কি বড় উগ্র, যে আমাকে কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে রাগ করি? যা ইচ্ছা তোমার তাই জিজ্ঞাসা কর আমার কোন বাধা নাই।

চিত্রা। ঠাকুরঝি! তুমি কি বিবাহ কর্‌বার জন্য কাহাকেও মানসে পতিত্বে বরণ কর নাই?

কামিনী। (লজ্জিতা হইয়া মৌনাবলম্বন করিল)

চিত্রা। ঠাকুরঝি! বলনা আমাদের কাছে বলতে আর তোমার বাধা কি, আমরা তো আর কার কাছে বলতে যাচ্ছিনে।

কামিনী। দেখ ভাই, আমি যদি স্বাধিনা হতেম তা হলে স্বেচ্ছা মত কার্য্য করতেম, কিন্তু আমিত তা নই, পিতা আমাকে যাঁর হস্তে দেবেন, তাঁহাকেই আমাকে বিবাহ করতে হবে, সে অন্ধই হউক, বা খঞ্জই হউক, তাঁকে সেবা সুশ্রূষা করতে হবে এবং কায়মনে প্রেম করিতে ও হবে।

চিত্রা। ঠাকুরঝি! আমি উওমরূপ জানি, যে তুমি যথার্থ সতী হবে, কিন্তু তত্রাচ কাকে মনে মনে পতীত্বে অভিষিক্ত করেছ এবং তাঁর রূপই বা কেমন তা তোমায় বল্‌তে হবে, না হলে আমি তোমায় ছাড়্‌বনা।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালী।

কামিনী।

কহিব কি সে রূপ সই,
যার চরণ কমলে, জীবন যৌবন মন,

করি সব সমর্পণ, প্রেমাধিনী হয়ে রই ;
যাঁর মোহন রূপে মোহিত এ মন,
বিনা যে রতন নাহি জানি অন্য জন
যাঁর অদর্শনে সদা, দুঃসহ যন্ত্রণা সই ;
ইচ্ছি সদত অন্তরে, কবে পাব প্রিয়বরে,
স্বপি যাঁর করে করে, সুখিনী হইয়ে রই।

(অন্যদিকে স্বগতা) প্রাণনাথ যখন বিরহসুচক বাক্য বলিতে বলিতে চেতনহীন হইয়া ভুতলে পড়িলেন, তখন তাঁর সোনার অঙ্গ ধুলায় ধূসরিত হল, কিন্তু তিনি আমার বচন শুনিবামাত্র যেমন পুনর্জীবিত হয়ে উঠলেন, আহা কতই আনন্দ প্রকাশ কর্‌লেন! আর শান্তিলাভ করিয়া আমার মধুরাধারে চুম্বন কর্‌লেন, (কামিনীর মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ হইল)।

চিত্রা ঠাকুরঝি! তোমার পুর্ণ শুধাকরের ন্যায় মুখমণ্ডল যেন রাহু গ্রাসিত হল কেন? তুমি কি কোন ভয়প্রদ বিষয় চিন্তা কর্‌ছিলে।

কামিনী। (অন্যমনে) কৈনা——না——কৈ আমিত কিছু চিন্তা করিনে, তবে কি জন্যে বীবর্ণা হলেম বলতে পারিনা।

চিত্রা। ঠাকুরঝি! তুমি মান বা না মান, তোমার মনোভাব বুঝতে পেরেছি। ভাই! ভুক্তভোগী জন ভিন্ন অন্যের দুঃখ কেউ জান্‌তে পারে না।

কামিনী। (অন্যদিকে) আমার মনের দুঃখ আর নিজ মুখে কার কাছে বল্‌তে পারবো না। প্রাণনাথকে ত্যাগকরে আসাতে তিনি যে আমায় পাষানহৃদয়া মনে কচ্ছেন তার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু কি করি? শরীর অতিষয় ক্ষীণ হচ্ছে, মনের চঞ্চলতা বৃদ্ধি হচ্ছে, চক্ষু তেজহীন, হচ্ছে, জিহ্বা রসহীন হচ্ছে, বিরহ

ব্যাধির তো এই সকলই চিহ্ন—প্রিয়বর যে আমার হৃদয়াসনে কি ক্ষণে স্থান গ্রহণ করেছিলেন, তা আর বলা যায় না। (অধোমুখে অবস্থান)।

(নেপথ্যে)

অনঙ্গমঞ্জরী। সখি! এই বারে ভাই তুমি একটি প্রভাত সূচক গান কর, সন্ধ্যার সময় আমার পালা শেষ হয়েছে।

রসমঞ্জরী। অনঙ্গে! কি সুর গাইবো ভাই?

অনঙ্গ। প্রভাত সূচক ভাই, যা ভাল হয় তাই গাও।

রস। আচ্ছা ভাই তোর মতেই মত।

রাগিনী দণ্ডগিরি—তাল মধ্যমান।

বিধু অস্তগত, ত্যেজি নিদ্রাঙ্ক জনগণ,
কর দরশন, বিকশিত হতেছে নলিনী, সানন্দেতে,
জানি প্রিয় আগমন ; নিশী শিশির ঝরে,
পাদপ প্রবল হতে পড়িছে ধরায় ; উঠে রক্তীম
আকারে সকলে প্রফুল্ল করে, পুর্ব্বাঞ্চলে জগত
লোচন ; নীল কাদম্বিনী, করিছে প্রয়ান,
আন্ধার সমূলে ক্রমে হইতেছে বিনাশন ;—
গগণ মণ্ডলে, যত বিহঙ্গম গণ, পক্ষ নাড়ি
নীলাম্বু লহরী প্রায় যাইতেছে, ‍দুঃখ মনে পলা-
ইছে যত স্তেনগণ ;
কুটীলা কুলটা যত কামিনী সকল

ফুল্লমনা হইতেছে, হেরি দিবা আগমন ;
সভাব স্বভাব ধরে, বিনাশিছে আন্ধারে
জগদিশ সবে স্মরে, হের আত্মজনানন।

কুমার। এখন চল সকলে প্রাত ক্রীয়া সমাপন করিগে, আজ কার রজনী অতি শিঘ্রই অবসান হল, দুঃখের যামিনী সত্বরে প্রভাত হয় না, আনন্দের রাত্র সত্বরেই অতীত হয়।

কুমার, চিত্রাঙ্গিনী, কামিনী, কামকলা ও
অন্য অন্য সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

King "——————————This blessed day
Ever in France shall be kept festival."

রাইপুর রাজসভা।

[মীণসিংহ ও শান্তশীল নৃপতিদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট,উভয় স্পার্শ্বে উভয়ের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রীগণ, দাসেরা চামর ব্যজন করিতেছে]

শান্তশীল। (মীণ সিংহের প্রতি) মহারাজ ! আপনার পত্র প্রথমে হস্তে করিয়া যে কি পর্য্যন্ত সঙ্কিত হইয়া ছিলাম, তাহা অবক্তব্য, কিন্তু অনতিবিলম্বেই লিপি উম্মোচন করিয়া অদ্ধাংশ পাঠ করাতেই অতিশয় প্রফুল্লিত হইলাম, সকল যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, জগৎপাতা যে আমায় এতদুর সুখি করবেন তা কদাচ জ্ঞান করি নাই।

মীণসিংহ। বিধাতাও যে আমাকে আপনার সহ সমন্ধ স্বখলে আবদ্ধ করবেন, ইহা স্বপ্নাতীত, কিন্তু সে যাহা হউক, এক্ষনে আমরা উভয়ে যাহাতে সন্তান গণের কুশল বৃদ্ধি হয় সেই চেষ্টাতে সদত ব্যাস্ত থাকি। কুমারকে সত্বরে রাজ্যাভিষেক

করিলেই আমার মনাভিলাষ পূর্ণ হয়, এবং যখন সে সুচারুরূপে রাজকার্য্য পর্য্যলোচনা করিতে সক্ষম হইবে, এবং প্রজাগন তাহার শাশনে পরিতুষ্ট হইয়া তাহার প্রসংশা করিবে তখন আমরা আমাদের শ্রম সকল জ্ঞান করিব।

(বিদুষকের প্রবেশ)

বিদু। মহারাজের জয় হউক!

মীণ। সখে। এতদিন কোথায় ছিলে?

বিদু। (অন্যদিকে) জিজ্ঞাসার একবার ডউল খানা দেখেছ, প্রায় যেন কিছু জানেন না (প্রকাশ্যে) মহারাজ! দরীদ্র ব্রাহ্মণ পেটের জ্বালায় কোথায় যাই কোথায় থাকি তারতো ঠিক নাই।

মীণ। সখে! আজ তোমায় কিছু কুপিত দেখ্‌ছি কেন? কারণটা কি? তোমার প্রাপ্তির বিষয় তো কোন গোল হয়নে?

বিদু। (অধোমুখে) মহারাজ! আপনার সন্তানের উদ্বাহ ক্রীয়ায় এ ব্রাহ্মণের কি প্রাপ্তি হল? আমারা পূর্ব্বাবধি এই জানি, যে রাজারা যখন কোন যাগযজ্ঞ কিম্বা বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করেছেন, তখন কত লোকে কত কি পেয়েছে, কিন্তু আপনি সম্রাট, আমি আপনার সংসারে প্রতিপালিত ব্রাহ্মণ, আমার কি প্রাপ্তি হল? জগদীশ্বর আমার কপালে কি শুদ্ধ ফল মুল লিখেছেন?।

মীন। সখে! তোমার কি হলে মন তুষ্টি হয় বল, আমি রজকোষ হতে দেবার অনুমতি দি।

বিদু। (অন্যদিকে) ইক্ষাকুর অন্তরে একটু পাক না দিলে রস নির্গত হয় না (প্রকাশ্যে) মহারাজ্! আপনি সাতিশয় দয়াশীল তা আমি বিশেষ রূপ জানি, কিন্তু আমাকে যেমন একটুখানি ভালবাসেন সেইরূপ একটু বিবেচনা করে দিলেই হয়—আর ব্রাহ্মণীর !——

মীন (। অন্যদিকে) সখার মনের কি বিচিত্র গতি! এই ক্ষণকাল আমায় ভৎসনা কর্‌চ্ছেলেন, কিন্তু আশা পাওয়াতেই নিরস্থ হয়েছেন (প্রকাশ্যে) সখে! তুমি যা চাইবে তাই দেব, কিন্তু মালবাধিপতিকে তোমার একটি গীত শ্রবণ করাও, তোমার গীত শুন্‌তে তাঁর বড় ইচ্ছা হয়েছে।

বিদু। মহারাজ্! আমি যেএকজন মহৎ গায়ক, একথা বলা বাহুল্য হা! হা! হা! কিন্তু আমি দিনের বেলায় সুর ভাঁজতে কিছু সঙ্কিত হই, কারন যদি একখান সুর উত্থাপন করি, তা হলে পাছে রাজ্যের কোন অমঙ্গল হয়, এই জন্যে আমার দুচার খানা সুর গলার ভেতর চলা বুলো করছে, এদিক ও দিক উঁকি ঝুঁকি মারছে, কিন্তু বেরুতে ভরষা কচ্ছেনা।

মীন। সখে! তোমার বাক্যের ভাবার্থ ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

বিদু। হা! হা! মহারাজ আপনি যে আমাকে মন্ত্রী পদে কেন অভিষিক্ত করেন না আমি তাই ভাবি, আমার সদৃশ বুদ্ধি জিবী লোক কি আর সচরাচর পাওয়া যায়, বিবেচনা করেন না কি?

মীণ। সখে! তুমি যে অতিশয় বুদ্ধিবান তা আমি জানি, কিন্তু সে যাহোক এখন একটি গীত গাও।

বিদু। মহারাজ! হা, হা, হা,—

মীণ। যাই হক একটি গীত গাও।

বিদু। মহারাজ! দিনের ব্যালায় যদি শৃগাল পক্ষিতে রব করে, তা হলে রাজ্যের কিছু অমঙ্গল হয় না?

মীণ। (হাস্য করিয়া) সখে! তুমি তো আর শৃগালপক্ষি নয়, যে তোমার স্বরে রাজ্যের কোন অমঙ্গল হবে?

বিদু। মহারাজ! আকারে তা যাতীতে যদিও নই বটে, তত্রাচ সঙ্গীতে এক জনার শিষ্য।

মীণ। সখে! তোমার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

বিদু। মহারাজ! আমার কণ্ঠের ললিত স্বরের সহ শৃগালের

স্বরের এমনি একতা, যে আমার স্বর স্ফুরণ হচ্ছে না।

মীন। (হাস্য করিয়া) সখে! সে যাই হক, তুমি একটি গীত গাও।

বিদূ। মহারাজ? তবে ইষ্ট দেবতার মহিমা সুচক এক খানা গান করি।

রাগিনী ঝিঝিট———তাল পোস্তা।

কি আছে এমন মণ্ডা সমান রতন,
ময়রার বিপনি যাহা, করয়ে শোভন;
লুচি গুজিয়া গজা, জিলিপি নিখুঁতি খাজা,
পানতুয়া সরভাজা, রূপ বিমোহন;
মনোহরা মনোহরা, রসকরা রস ভরা,
বরফি চেতন হরা, রসনা রঞ্জন;
যদি এসব খেতে পাই, মোক্ষপদ নাহি চাই,
স্বর্গে কভু নাহি যাই, যাবৎ জীবন।

মীন। সখে! তুমি যে সঙ্গীত বিদ্যায় এতদুর মুর্ত্তীমান তা আমি এত দিন জানতেম না, তুমি মনে করোনা যে আমি তোমার সঙ্গে বিদ্রূপ করছি, তোমায় আমি যথার্থই বলছি যে তোমার সঙ্গীতে আমরা সকলেই পরিতুষ্ট হয়েছি, তোমায় আমি কিছু পুরস্কার দেব।

বিদু। মহারাজ! আমায় আর কিছু পুরস্কার দিতে হবেনা; কেবল আমায় এক এক পেট প্রতিদিন খেতে দিলেই হবে, আর ব্রাহ্মণীকে যা কিছু দেন তাতে আমার কোন আপত্তি নাই

মীন। সখে। তোমার বাক্যেই স্বীকৃত হলাম।

বিদু। মহারাজ! এ অধীনের আর একটি নিবেদন আছে, যদ্যপি অনুমতি করেন তা হলে প্রকাশ করি।

মীন। সখে! তার আর বাধা কি, আমি অনুমতি দিলাম তোমার অভিপ্রায় এই ক্ষনেই ব্যাক্ত কর।

বিদু। মহারাজ! দেখুন আপনার এক মাত্র বংশধর সন্তানের শুভ পরিনয় কার্য্য সমাপন হল, কিন্তু এই বিবাহোপলক্ষে যে একদিন সমারোহ পুর্ব্বক নৃত্যগীত না হওয়া অতিশয় অবিধেয়। আপনি যদ্যপি অনুমতি প্রদান করেন, তা হলে নৃত্যশালাহতে দুটি উত্তমা গায়কী লয়ে আসি, তাদের গীত অদ্যাপি রাজ পরিজনেরা সকলে শুনে নাই এবং রাজস্থ সমস্ত প্রজাগনকে উৎসব করিবার জন্য আপনি উৎসাহ প্রদান করুন, এক্ষনে আপনার অভিরুচি প্রকাশ করুন।

মীন। সখে! উত্তম প্রস্তাব করেছ। অদ্যই রজনীযোগে আমার সুরম্য উদ্যানে নৃত্যগীতাদি হবে, আমি সত্বরেই রাজ্য মধ্যে ঘোষনা করিয়া দিতেছি, তুমি নৃত্যশালায় গায়কী দিগের সন্ধ্যাকালীন প্রস্তুত থাকৃতে বলে যাও।

বিদু। যে আজ্ঞা মহারাজ্।

বিদুষকের প্রস্থান।

মীন। (আহবেন্দ্রের প্রতি) মন্ত্রীবর! তুমি সমস্ত রাজ্য মধ্যে এই ঘোষনা করে দাওগে, যে অদ্য যামিনী যোগে সুরম্য উদ্যানে কুমারের বিবাহোপলক্ষে নৃত্যগীতাদি হবে, রাজ্যস্থ প্রজাগনে নিদৃষ্ট সময়ে তত্রস্থানে গিয়া সকলকার ইচ্ছা মত আমোদে প্রমোদ করিয়া আমাদের সন্তুষ্ট করে।

মন্ত্রী। জে আজ্ঞা মহারাজ, আমি এক্ষনেই আপনার আজ্ঞা প্রচার করিগে।

মন্ত্রীর প্রস্থান।

শান্ত। অদ্যকার দিবসে আমার রাজধানীতেও প্রতিবৎসর এই শুভকর্ম্ম স্মরনার্থে আহ্লাদ আমোদ হইবে।

মীন। মালবরাজ্ চল আমরা অন্তঃপুরে গিয়া প্রয়োজনীয় কার্য্য সমস্ত সম্পান্ন করিগে, সন্ধ্যার পরই আমাদের উদ্যানে গমন করতে হবে, আর আমরা উপস্থিত না থাকলে কাহার উৎসাহ হবে না।

মীন সিংহ ও শান্তশীলের এক দিক দিয়া, মন্ত্রী ও দাস গনের অন্যদিক দিয়া প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

Fer. "I chose her, by immortal providence, she's mine,
When I could not ask my father,
For his advice, nor thought I had one,
"—————————Admired Miranda! worth
What's dear'st to the world!"

উপবনস্থ সরোবর তীর।

(চিন্তা করিতে করিতে মানসব্রতীর প্রবেশ)

মানস। (স্বগত) আহা! জনসমাজে কামিনীর সহ পরিণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলে, আমি যে কতদুর পর্য্যন্ত সুখলাভ কর্‌বো। তা প্রকাশ করা যায় না। কামিনীর স্বভাব কি উদার? বচন কি সুমধুর? বোধ হয় যেন স্বয়ং লক্ষ্মী অবতার। আমা... যদ্যপি পূর্ব্বজন্মের বহু তপস্যা থাকে, তা হলেই আমি কামি... নীর পরিনেতা হব। সে দিন আমি যখন কুসুমোদ্যানে... কামিনীকে চুম্বন কর্‌লেম, তখন কামিনী একেবারে বিব...

হয়ে অধোদিকে নেত্র পাত করিয়া প্রীতি ভাবের কত চিহ্ন প্রকাশ করিল।

(মন্দ সমীরণে পাদপ প্রবল পতিত হওয়াতে সচকিতে চারিদিগে চাহিয়া)

প্রিয়তমে আস্‌ছে বুঝি? না, বৃক্ষপত্র পতিত হওয়াতে শব্দ হতেছে। হায়! জগতস্রষ্ঠা যে মানব গণের সুখ বৃদ্ধি করণার্থ মন মধ্যে কত প্রকার ভাবের সৃজন করেছেন, তা অচিন্তনীয়! কিন্তু সম্পূর্ণরূপ সুখ ভোগী হওয়া মানবগণের অদৃষ্টে নাই।

(একটি গোলাপ পুষ্প হস্তে করিয়া কামিনীর প্রবেশ)

কামিনী। নাথ! বহুযত্নে তোমার জন্যে এই কুসুমটী আনিয়াছি, এইটি তুমি গ্রহন কর (প্রদান)

মানস। (পুষ্প গ্রহন করিয়া) প্রিয়ে! আমি ভাবছিলাম যে তুমি বুঝি আমায় বিস্মৃত হলে?

কামিনী। নাথ! কামিনী ঈদৃশ পাষানান্তকরনা নয়, যে আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করে নিশ্চিন্ত থাক্‌বে, তবে কি না সময় না পেলে আস্‌তে পারি না।

মানস। প্রিয়ে! আমি তা বুঝেছি। আর অদ্য তোমায় এখানে আস্‌তে অনুরোধ করবার কারন আছে, মনোযোগ পুর্ব্বক শ্রবণ কর। তোমার পিতা আমাদের উভয়ের মনোভাবের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি তাঁর নিকট সমস্ত স্বীকার করেছি, তাতে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে পরশু দিবসে আমাদের বিবাহ দিন স্থির করেছেন অতএব প্রিয়তমে! তোমার পরিণেতা হইলেই আমার সংসারস্থ আশা পূর্ণ হয়।

কামিনী। প্রাণেশ্বর! অধিণীর প্রতি আপনার এখন যেমন প্রীতি আছে, চিরকাল এইরূপ থাক্‌লেই আমি সুখিনী হব।

মানস। হরিনাক্ষী! পঞ্চভূত নির্ম্মিত দেহাগারে যতদিন অবধি অক্ষয় আত্মা থাকবে, ততদিন তোমার উপর প্রণয়ভাবের কোন বৈলক্ষণ হবে না, ইহা স্থির জেনো।

কামিনী। প্রানেশ্বর! চলুন আমরা এস্থান হতে প্রত্যাগমন করি; অদ্য প্রজাগণসমস্ত স্থানেং যাতায়াত করিতেছে, যদ্যপিও আমাদের প্রণয় বর্দ্ধনার্থে আমরা এস্থানে আসিয়াছি, তত্রাচ অন্যে দেখ্‌লে দোষাশ্রিত জ্ঞান কর্‌বে।

মানস। মরালকুলগঞ্জিনী? তোমার কথা আমি অন্যথা কর্‌তে পারিব না, তুমি গৃহে গমন কর, কিন্তু কল্য এ অধিনকে এইস্থানে সাক্ষ্যাৎ দিও, দেখ যেন বিস্মৃত হয়োনা।

কামিনী

রাগিণী কালেংড়া—তাল কাওয়ালি।

নাথ! কি করে তাহারে বল থাকিব ভুলিয়ে,
দাসি হয়ে আছি যার, জীবন যৌবন দিয়ে;
সরল প্রাণ অবলা, না জানি কপট ছলা,
কেন প্রানে দেয় জালা, সদত অন্তরে রয়ে।
কামিনী কোমল প্রান, কমল দল সমান,
পতি ভৃঙ্গেমধু দান, করে হে সাধ পুরায়ে॥

কামিনী ও মানসবুভীর প্রস্থান।

যবনিকা পতন

পঞ্চম অঙ্ক ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

K. Richard. "Marshal ! ask yonder Knight in arms,
Why he cometh hether,
Thus plaited in habilments of war ?"
"Let me persuade you to forbear awhile,
And quite forget the quarrel and the cause."

K. Henry. "My brother Glosters' voice, aye,
Your hand, most welcome."

Clemence "May eternal happiness befall thee,
And your progeny."

সুরম্য উদ্যান ।

(অবন্তি কুমার ও বীরসিংহের প্রবেশ ।)

(নেপথ্যে বীণাধ্বনি)

বীর । সখে ! সঙ্গীতের কি মনোহর শক্তি ! যন্ত্রের তাল মান বিশুদ্ধ শব্দের স্বরূপ মানস প্রফুল্ল জনক এ জগত সংসারে আর কিছুই নাই ; সুস্বর সংমিলিত বীণা শব্দ একবার কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়াতে মন অমনি সেই দিকেই ধাবমান হয়েছে ।

কুমার। সখে! সঙ্গীত ঈদৃশ মনোহরণীয় যে, শোকার্ত্ত ব্যক্তিতে শ্রবণ কর্‌লেও তার মন স্থির হয়, পাষাণ বিদীর্ণ হয়, বনজন্তু সকল প্রাণভয় পরিত্যাগ পুর্ব্বক, ব্যাধগণের কর কবলে পতিত হয়।

বীর। সখে! (একদিকে লক্ষ্য করিয়া) বোধ হয় যেন দুইটি ছদ্মবেশী ব্যক্তি এই দিকে আস্‌ছে।

কুমার। (ক্ষণকাল দৃষ্টি করিয়া) সখে! যথার্থ ছদ্মবেশীই বটে, একজনার প্রায় আপদমস্তক অবধি পরিচ্ছদে আবৃত, উহাদের এরূপ বেশে উদ্যানে আস্‌বার প্রয়োজন কি?

বীর। সখে! উহারা বোধ হয় কোন অনাহুত রাজপুত্র, নৃত্য-গীতাদি দর্শনার্থে ছদ্মবেশে আসিয়াছে।

কুমার। বীরেন্! উহাদের বোধ হয় অন্য কোন অভিপ্রায় থাক্‌বে, বস্ত্রাবৃত পুরুষের শরীরে ক্ষত্রীয়ের তেজঃরাশী উত্তম রূপে প্রকাশ পাচ্ছে, কুঞ্জের মধ্যদিয়া উহার অল্পপ্রকাশিত মুখোমণ্ডলে চন্দ্রালোক পতিত হওয়াতে বোধ হল, যেন ও একজন যোদ্ধা পুরুষ। সখে! দেখ দেখ উহারা এইদিকে আসিতেছে, কোন রূপপ্রকারে উহাদের পরিচয় গ্রহণ কর।

(ছদ্মবেশে কুমার মহেন্দ্রসিংহ ও ইন্দ্রসেনের প্রবেশ)

ইন্দ্র। (বীরসিংহের প্রতি) মহাশয়! আমাদের উভয়ের রজনীযোগে ছদ্মবেশে এই উপবনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আপনারা বোধ হয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকিবেন, কিন্তু সে যাহা হউক, আমরা কোন বিশেষ প্রয়োজনার্থে এ স্থলে আসিয়াছি, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া এই বৃহন্নগরী কোন রাজা

কর্ত্তৃক শাসীত এবং এ রাজ্যের নাম কি, আমাদের পরিচয় দিয়া চিরবাধিত করুন।

বীর। এই সম্পত্তিশালিনী সাম্রাজ্যের নাম মায়াপুর। ইহা সম্রাট মীণসিংহের রাজধানী। এক্ষণে আপনারা কোন স্থান হতে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন জ্ঞাত করিলে সুখি হইব।

ইন্দ্র। আমাদের অভিপ্রায় অতি সত্বরেই জানিবেন, কিন্তু মহাশয়! আমাদের আর একটি নিবেদন আছে, সম্রাট মীণসিংহের কি অবন্তীকুমার নামে এক যুবা পুত্র আছে?

বীর। (কুমারকে লক্ষ্য করিয়া) ইনিই সম্রাট মীণসিংহের এক মাত্র পুত্র।

(অবন্তীকুমারের প্রতি মহেন্দ্রসিংহের দৃষ্টি করণ)

ইন্দ্র। মহাশয়! অদ্য এই রাজ্য মধ্যে সমস্ত প্রজামণ্ডলী সকলেই আনন্দিত. এবং এই উদ্যানের সমস্ত ভবন অসংখ্য আলোকে উজ্জ্বলিত হইবার কারণ কি? বোধ হয় যেন রাজ্য মধ্যে কোন উৎসব আরম্ভ হইবেক।

বীর। মহাশয়! রাজপুত্রের বিবাহোপলক্ষে অদ্য এই উদ্যানে নৃত্যগীতাদি হইবে, এই নিমিত্ত প্রজাগণ সকলে আনন্দে যাতায়াত করিতেছে এবং তন্নিমিত্তই উদ্যানস্থ গৃহ সকল আলোকিত করা হয়েছে। আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলাম, এক্ষণে আপনাদের পরিচয় প্রত্যাশা করি।

মহে। আমারা যে দেশস্থ হই, সে বিষয় এক্ষণে প্রকাশ করিতে অক্ষম, সুদ্ধ আমাদের এস্থলে আসিবার অভিপ্রায় বলিতেছি।

ইন্দ্র। (মহেন্দ্র সিংহের প্রতি অন্যদিকে) সখে! স্থির হইয়া মনোভাব ব্যক্ত কর, সহসা রাগ প্রকাশ করিবার কোন আবশ্যক নাই।

বীর। (মহেন্দ্র সিংহের প্রতি) মহাশয়! আপনি যেই হউন, যখন স্বীয় নাম, ধাম প্রকাশ করিতে অসম্মত, তখন আপনাকে বলিতেও বাধিত করিতেছি না, কিন্তু আপনাদের অভিপ্রায় শ্রাবনার্থে ইচ্ছুক হইয়াছি।

মহেন্দ্র। আমার অভিপ্রায় এই যে সম্রাট পুত্রের সহ পরস্পরে আসীসংগ্রামে প্রবৃত্ত হই, ইহা ভিন্ন আমার অন্যে কোন অভিপ্রায় নাই। অস্ত্রের কারণ অন্যস্থানে যাইতে হইবেনা, আমি সহকারে আনিয়াছি। (দুইখানা সুতীক্ষ্ণ তরবারী বাহির করিয়া এক খানা কুমারের হস্তে প্রদান।)

বীর। (সরোষে) মহাশয়! আপনার ঈদৃশ সহসা রাজকুমারের সহ অসী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার নিগূঢ় কারন বলিতে হইবে।

মহেন্দ্র। (ভ্রূকুটী করিয়া) কারণ? যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, অর্থাত পরাজিত জনের মৃত্যু কালিন, এক্ষণে অধিক বাক্যে প্রয়োজন নাই (কুমারের প্রতি) সম্রাট পুত্র! আত্মরক্ষনে প্রস্তুত হউন।

কুমার। রাজপুত্রেরা সমতুল্য ব্যক্তি ভিন্ন কাহার সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়না, অপনি উপযুক্ত পাত্র কি না জানিলে উচিত মত কার্য্য করিব।

মহেন্দ্র। সম্রাটপুত্র! ইহা বিবেচনা করা উচিত, যে আপনার সহ সংগ্রামে উপযুক্ত না হলে, কদাচ অপনার রাজ্যে আসিয়া সংগ্রাম করিতে সাহস করিতাম না।

বীর। আপনি যদ্যাপি কোন মহৎ লোকের সন্তানই হন, তাহা হলেও এসংগ্রামে একজন মধ্যস্থ আবশ্যক আছে।

মহেন্দ্র। [illegible] পরাজয়ের কারণ মধ্যস্থের প্রয়োজন নাই, দুই জনের মধ্য একের প্রান না যাইলে জয় পরাজয় নাই।

কুমার। (কোপান্বিত হইয়া) অপরিচিত! সম্রাট মীন সিংহের পুত্র কাহার সহ যুদ্ধ প্রদানে বিরত হয় না এবং অকারণে

কাহাকেও বিনাপরাধে আঘাত করে না, আপনার সংগ্রামের অভিপ্রায় ব্যাক্ত পুর্ব্বক ক্রোধের সঞ্চার করিয়া দিয়া অতি সত্বরেই এই স্থলে প্রান পরিত্যাগ করুন।

মহেন্দ্র। যোদ্ধা ব্যক্তিরা কদাচ প্রাণের প্রত্যাশা করেনা, যুদ্ধে জয় তা প্রাণত্যাগ এই আমাদের প্রতীজ্ঞা, আমরা সম্মুখ ব্যতীত রণে কদাচ পৃষ্ঠ দিই না, সময় যাইতেছে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

কুমার। অপরিচীত্! তোমার ইচ্ছা মতে তোমার সহ সংগ্রাম করিতেছি, তোমার প্রাণত্যাগে, তোমাকেই আত্মহত্যার পাপ অর্শিবে, জগতপিতা তোমার অময় আত্মার মঙ্গল করুন।

(উভয়ে অসী নিস্কাসন পুর্ব্বক মস্তক দেশে ঘুর্ণায়মান করিয়া সরোষে যুদ্ধারম্ভন-মহাশব্দ)

(এক দিক দিয়া মীনসিংহ, শান্তশীল ও অন্য দিকে মন্ত্রীগন ও রক্ষক গণের প্রবেশ)

মীণ। (উভয়ের মধ্যস্থলে আসিয়া) স্থির হও, অনাহুত অপরিচীতের সহ সম্রাট পুত্রের অসী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়।

শান্ত। (মীনসিংহের প্রতি অন্যদিকে) মহারাজ্! (মহেন্দ্রসিংহকে লক্ষ্য করিয়া) রাজপুত বংশীয় বীরেন্দ্র সিংহের পুত্র, উহার নাম মহেন্দ্র সিংহ।

মীণ। হা! রাজপুত বংশীয়? (কুমারের প্রতি) [illegible]। অসী পরিত্যাগ কর।

কুমার। পিতঃ! যিনি অগ্রে সংগ্রামে আহ্বান করেছেন, তিনি অসীত্যাগ করুন তৎপরে আমি করিতেছি।

মীন। (মহেন্দ্র সিংহের প্রতি) বৎস! তুমি কোন মহৎরাজার সন্তান, অতএব আমার বাক্যানুরোধে অসী ত্যাগ কর।

মহে। মহারাজ! যুদ্ধ কালীন অসী ত্যাগ করা বীর পুরুষের কর্ত্তব্য নয়, তত্রাচ আপনার মান্য রক্ষার্থে করিলাম. (কোশে অসী-স্থাপন)

কুমার। পিতঃ! আপানার আজ্ঞা শিরোধার্য্য (কোশে অসী-স্থাপন)

মীন। (মহেন্দ্র সিংহের প্রতি) বৎস! তুমি কোন রাজবংশযাত এবং কি জন্য নিশা কালীন আমার উপবনে প্রবেশ করিয়া কুমারের সহ অসী সংগ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া ছিলে, তাহা আদ্য-পান্ত নির্ভয়ে আমার সমক্ষে প্রকাশ কর।

মহেন্দ্র। মহারাজ! আমাকে যদ্যপি ভয় প্রদর্শন করায়ে কোন বিষয় জান্তে ইচ্ছা করেন, তা হলে আপনার ভ্রম হইয়াছে, রাজপুতবংশীয় রাজ পুত্র ভয়ে ভীত হয় না। এবং যদ্যপি কুমারের সহ সংগ্রামে প্রবৃত্তি হবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে আমি বোধ করি সে বিষয় মালবাধীপতি অনেক বুঝিয়াছেন। নরনাথ! আমাদের উপর কেহ অত্যাচার করিলে তাহাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাভূত করে তার প্রান বিনষ্ট করি। কুমার আমার পুর্ব্ব মানসবরিতা মালবদুহিতা কে হরন করে আমার উপর সেই রূপ অত্যাচার করেছেন, অতএব অসীযুদ্ধে আমিই ওঁর দ্বারা পরাভূত হয়ে রণক্ষেত্র প্রান পরিত্যাগ করি, কিম্বা উনিই আমার অসীধারে ধরাসায়ী হন।

মীন। (স্বগত) আহা! বীরেন্দ্র যেন পুত্রেতেই বর্ত্তমান হয়েছে, ইহাকে আমি অতি শৈশবাবস্থায় দেখে ছিলাম, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে পিতার ন্যায় হয়ে উঠেছে, হায়! বীরেন্দ্রের স-খ্যতা আবার আমার হৃদয়ে উদ্দিপ্ত হল (প্রকাশ্যে) বৎস!

তোমার সাহস দেখিয়া আমি পরিতুষ্ট হয়েছি, সিংহ সাবক সিংহই হয় তোমার পিতা কুশলে আছেনতো ? তোমায় আমি অতিশয় শিশু দেখে ছিলাম, কিন্তু এর মধ্যে তুমি এমন বীর হয়েছে, তোমার পিতার সমস্ত গুণ তোমাতে বর্ত্তমান হয়েছে, হায়! আমার কি পাষাণ হৃদয়! (অন্যদিকে ফিরিলেন)

শান্ত। (মহেন্দ্র সিংহের প্রতি) বৎস! বিধাতার যেরূপ লিখন সেই রূপই হবে, তজ্জন্য আমাদের অনুতাপ করা বৃথা, অতএব যাহা হইয়াছে তন্নিমিত্ত আর কলহে প্রয়োজন নাই, এক্ষনে আইস উভয়ে সখ্যতা কর।

কুমার। (মহেন্দ্র সিংহকে আলিঙ্গন দিয়া) সখে! আইস আমি সাতিশয় আনন্দের সহিত অপনার সহ বন্ধুতা করিতেছি।

মহেন্দ্র। (অন্যদিকে) সুন্দরী নারী দিলে, কেনা আহ্লাদের সহিত বন্ধুতা করে?

কুমার। (বীর সিংহকে লক্ষ্য করিয়া মহেন্দ্র সিংহের প্রতি) ইনি আমার পরম বন্ধু, অতত্রব ওঁর সহ আপনরা সমান সখ্যতা করুণ।

(ইন্দ্রসেন, বীরসিংহ মহেন্দ্রসিংহ, ও কুমারের পরস্পর আলিঙ্গন)

মীন। (মহেন্দ্র সিংহের শিরশ্চুম্বন করিয়া) বৎসগণ! তোমাদের পরস্পর সখ্যতা হওয়াতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হয়েছি, অদ্যকার যামিনী নৃত্যগীত শ্রবণে অতিবাহিত কর। আর তোমাদের এস্থানে কিছুকাল অবস্থান কর্‌তে হবে, তোমাদের শিঘ্র স্বদেশে যাইতে দিব না, তোমাকে পাইয়া আমি পরম আহ্লাদিত হয়েছি, ক্ষণকাল উপবেশন কর।

[সকলের উপবেসন]

(মানসব্রতীর প্রবেশ)

মানস। মহারাজ্‌! আপনাকে অভিবাদন করি।

মীন। এস বৎস! জগতপিতা তোমায় কুশলে রাখুন।

কুমার। (মহেন্দ্র সিংহের প্রতি) সখে! উনি আমাদের প্রধান সচীবপুত্র, উহার স্বভাব অতিশয় প্রসংশনীয়, ওঁর সহ বাক্যালাপ করিলে মন মধ্যে সাতিশয় আনন্দের উদয় হয়।

মানস। রাজপুত্র! আপনার মুখে যে আমি কত দুর আনন্দিত হয়েছি তা অপ্রকাশ্য।

কুমার। সচীবাত্মজ! আমি তোমায় এত ভালবাসি, কিন্তু তুমি আমার নিকট কদাচ এস না, সর্ব্বদাই নিরলে থাক এর জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত হই।

বীর। (অন্যদিকে) সখে! উনি আজ্‌ কাল্‌ বড় ব্যাস্ত, বিবাহকাল অতি নিকট তন্নিমিত্ত কাহার নিকট অধিকক্ষণ থাকেন না।

মানস। কেন ভাই! আমি কি বিবাহ হবে বলে দিবানিশা গৃহ মধ্যেই থকি?

বীর। সখা! তা আমি আর কি বল্‌ছি? বিবাহ কালীন্‌ কার না আনন্দ হয়? এ আর বিচিত্র কি?

(জনৈক রক্ষকের প্রবেশ)

রক্ষ। মহারাজের জয় হউক!

মীন। দূত্‌! বার্ত্তা প্রকাশ কর।

রক্ষ। নরেশ্বর! জনেক ছদ্মবেশি ব্যক্তি আপনার সন্দর্শনার্থ আসিয়াছে।

মীন। দূত্‌! শিঘ্র তাঁহাকে সমাদর পুর্ব্বক এস্থানে লয়ে এস।

রক্ষকের প্রস্থান।

মীন। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রীবর! এমত সময়ে ছদ্মবেশে কি কাহাকেও প্রতিক্ষা কর? আমার যেন কিঞ্চিত আনন্দ হচ্ছে।

মন্ত্রী। নরনাথ! আমার তো কেহ স্মরণবর্ত্মের গোচর হচ্ছে না, আর আমাদের অনুমানের প্রয়োজন নাই, আসিলেই প্রত্যক্ষ হইবে।

(ছদ্মবেশে রাজা বীরেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

বীরে। সম্রাটের জয় হউক!

ইন্দ্র। (মহেন্দ্র সিংহের প্রতি অন্যদিকে) সখে! মহারাজ তোমার অনুসন্ধানে আসিয়াছেন।

মহে। (স্বাশ্চর্য্যে) পিতা! আমার অনুসন্ধানে! (গাত্রোত্থান করিয়া বীরেন্দ্র সিংহের নিকট গিয়া) পিতঃ! আপনাকে অভিবাদন করি।

বীরে। (অন্যদিকে) বৎস! তোমার মঙ্গল হউক।

মীন। হা! ত্রয়োদশ বর্ষ আমার ও কণ্ঠস্বর কর্ণকূহরে প্রবেশ করে নাই, (বীরেন্দ্রকে আলিঙ্গন দিয়া) সখে! অদ্য আমার কি শুভদিন যে পিতা পুত্র উভয়ের সহ একদিনে। মিলিত হইলাম।

বীরে। সখে! তুমি তো আর আমায় মনে কর নাই?

মীন। সখে! আমি তোমার প্রগাঢ় সখ্যতাভাব দিবানিশা চিন্তা করিতাম কি না তাহা সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বর জানেন। কিন্তু সে যাহা হউক, অদ্য আমার সমান সুখভোগী ধরাতলে আর কেহ নাই, সখে! তোমরা উভয়ে পিতা পুত্রে ছদ্মবেশ ত্যাগ করে স্ববেশ ধারণ কর।

(বীরেন্দ্র ও মহেন্দ্রসিংহ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া, রাজবেশে প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন।)

(নেপথ্যে বীণাধ্বনি।)

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ মহারাজের জয় হউক!

মীন। সখে! আর বিলম্বে প্রয়োজন কি?

বিদূ। নরনাথ! আপনার অনুমতি হলেই নর্ত্তকীগণকে লয়ে আসি, তারা সুসজ্জিতা হয়ে, শুদ্ধ আপনার আজ্ঞার প্রতীক্ষা কর্‌ছে।

মীন। সখে! সত্বরে তাদের লয়ে এস, নিশনাথ প্রায় অর্দ্ধ পথাবলম্বী হন।

বিদূ। মহারাজ! কিন্তু আমার সে কথাটা ভুলবেন না।

মীন। তোমার আবার কি কথা হে?

বিদূ। (অন্যদিকে) রাজা রাজাড়াদের কি মনের গতি? এই ক্ষণকাল আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করেছেন, তোমার বিষয়টা ভাল করে বিবেচনা কর্‌বো আর এক্ষনি ভুলে গেছেন। উনি মনে করেন বুঝি যে আমার নৃত্যগীত দেখবার জন্য এত দৌড়াদৌড়ি। হায়! ওতে কি আমার মন প্রফুল্ল হয়? তপ্তঘৃত পরিপূর্ণ কড়াতে লুচি ছেড়ে দিলে যে কি ভাল মান বিশুদ্ধি নৃত্যারম্ভ করে এবং সেই কল্‌কল্ স্বরূপ নপুর ধ্বনিতে যে মনে কি রূপ আনন্দের উদয় হয়, তা শুদ্ধ আমার মতন উদর দেবের শিষ্য যারা তারাই বুঝ্‌তে পারেন, সকলকার মনে কি সেরূপ অকৃত্রীম বিমলানন্দ অনুভূত হতে পারে? এখন এ রাজাটাকে কি করে আঁচ দিই! (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আমার সে বিষয়টা ভুল্‌বেন না।

মীন। সখে! তোমার কি বিষয় প্রকাশ করেই বল না, তাতে আর লজ্জা কি? এখানে সকলেই আপনার, পর কেহ নাই।

বিদূ। (অন্যদিকে) যে সকল লোকে কথার আঁচ বোঝে না, তারা যে কি করে রাজত্ব করে আমি তাই ভাবি, আমার যে প্রকার বুদ্ধি তা যদি কখন রাজা হতে পারি, তো রাজ্যকরা কাকে বলে একবার দেখাই। দেখ, যদি কেউ সালপাতার ভেতর ঠাকুরের নৈবিদ্যের কাছে কিছু রেখেছে, অম্‌নি বুজেছি যে তার মধ্যে মণ্ডা আছে। তা বিধাতার কি বিবেচনা, যাকে বিদ্যাবুদ্ধি দিয়েছেন তাকে রাজ্য দেননি, যাকে রাজত্ব দিয়েছেন তাকে বিদ্যাবুদ্ধি দেননি (প্রকাশ্যে) মহারাজ্! এ গরিব ব্রাহ্মণের প্রতি প্রত্যাহীক যে একটা বন্দোবস্ত কর্‌তে চেয়েছেন, সেটা যেন ভুলবেন না, আর ব্রাহ্মণীর।——

(অনঙ্গমঞ্জরী ও রসমঞ্জরীর প্রবেশ।)

অনঙ্গ। (যোড়করে)

নরনাথ! তব চরণ কমলে করি
নিবেদন, তব যশোরাশি উঠিয়াছে
গগণমণ্ডলে! বরসিছে সুখ সুধা
তোমার অসীম রাজ্যপরে, কি কহিব
আমি, হয়ে একাননা, বলিতে না পারে
দেবের দেবতা যিনি, দেব পঞ্চানন।

রস।

কায়মনে যাচে তব লাগি, প্রজাগণ
জগত স্রষ্ঠার কাছে, যেন তুমি পাল
তাহাদের, প্রতিযুগে এই রূপ করে।

(বিনীতাভাবে উভয়ের উপবেশন)

মীন। অবলাগণ! আমি তোমাদের উপর অতিশয় পরিতুষ্ট হয়েছি, কিন্তু এক্ষনে সঙ্গীতরসের আলাপন করে উপস্থিত দর্শকবৃন্দের চিত্ত তোষ কর, এঁরা শুশ্রূষা গীত শ্রবণার্থে সাতিশয় অধৈর্য্য হয়েছেন।

(বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ)

বিদু। (অন্যদিকে) বা! মহারাজ! এত বয়েসেও রসিকতা-টুকু ছাড়েন নি, (উপবেশন)।

অনঙ্গ ও রস। নরেশ্বর! আমরা আপনার রাজসংসারে প্রতিপালিত হয়ে, আপনার গুণানুবাদ ভিন্ন আর কিছুই জানিন।।

(নেপথ্য) সম্রাটের জয় হোক?

বিদু। ওগো নর্ত্তকীগণ! এখানে তোমাদের মহারাজের গুণানু-বাদ করতেই আনা হয়েছে, এখানে তোমাদের আর "নিশী ভোরে দেখছি স্বপন" গাবার জন্যে আনা হয়নি।

মীন। সখার কি সকলকার সঙ্গেই ব্যাঙ্গ করা হয়? এখন স্থির হও!

বিদু। মহারাজ! আমি সকল সময়েই স্থির আছি, স্রদ্ধ আহারের সময় যা হাত মুখ নাড়ি।

মীন। অবলাগণ! তোমারা গীতারম্ভ কর।

(নেপথ্যে কোমল বাদ্য।)

● রাগিণী পরজ—বাহার—তাল ধিমেতেতালা।

অনঙ্গ।

তব যশে ধরা পূরিল রাজন,

তবানন্দে প্রফুল্লিত, যত সব প্রজাগণ;

রস।

পুত্র পুত্রবধু লয়ে ক্ষিতিপতি, মাহানন্দে
সুখেতে যাপহ দিবারাতি,
প্রজাগণের যেন থাকেহে সুমতি, বাহুবলে
ধরাধামে করহে শাসন ;—

অনঙ্গ।

হেরে তোমা সুপ্রবল, নররায়! রিপূদল,
পলাইছে কাননেতে, লয়ে সব নিজবল,
লাজেতে তাহার আর না দেখাইবে বদন ;

রস।

কুমারেরে যুবরাজ করি, সিংহাসন পরে,
বসাইয়ে নরপতি! রাজ্যে অভিষেক করে,
পরমাত্মা আরাধনে নিবেশ করহ মন;
তোমাপরে সুপ্রসন্ন হইয়াছে দেবগণ।

যবনিকা পতন।

চিত্রাঙ্গিনী নাটকম্ সমাপ্তয়োং।

PREFACE.

"In human works though labored on with pain,
thousand movements scarce one purpose gain."

Pope.

Friends and Gentlemen,

Some three years have elapsed; perusing that part, of a Bengalee Poetical work entitled "*Provaskhundo*" where Narada cursed by his father Bromha, in the shape of a Gundhurbâ, eloped with the only daughter of Chitroruth, a powerful potentate of the same fabulous tribe, it struck me that it was a fine plot and a Comedy can be composed out of it, by embellishing it with other things absolutely necessary in a drama.

Retaining few facts of the same piece, delineated from Act II. Scene II ending up to Act III Scene II. I commenced to write adding other matters which are all and every one new.

The 26th day of September, 1869 saw the completion of my work, but for want of resources, I was however unwillingly, obliged to keep it locked up in my box till now, when through the assistance of some of my best friends and well wishers and my own means, I bring my this Virgin production into the world.

It is with a beating heart that, I entreat you to spend some parts of your valuable time in the reading of my drama, anxiously expectant, in a dreadful

suspense to know what sentiments may arise in your bosoms by its perusal.

In the middle of the nineteenth Century, the most refined of all ages gone by, and when the market is crammed up with various sorts of books daily issuing out of press, I am well aware that my artless Chitranginy may fail to produce any favorable impression on your hearts but still for all that, in the blind affectionate confidence of a father I deem her tolerably accomplished to go and see the world without.

Gentlemen ! Receive her not with too much indifference, nor scan her with too much severity for she is too modest and retiring to stand, unblushing, the stern gazes of her spectators.

Friends! puting up with her faults view her with an unclouded smiling countenance and I assure you she shall not fail to tender you satisfaction in the performance of her part.

Without being deemed presumptous, I assert that the drama when perused, shall not appear either tedious or appathêtic, Nature and Love being the only principal ingredients in its composition.

Encourage me and you shall soon see me anew more refined and learnt in the etiquette of the Dramatic Court. Good-bye for the present.

Took's Garden
110 Upper Circular Road,
Calcutta the 4th January 1872.

Yours' truly
Kedernath
Ganguly.

প্রস্তাবনা।

মান্যনীয় গুণালঙ্কৃত ভদ্রজনগণ সমীপেষু।

প্রায় তিন চারি বৎসর বিগত হইল, এক দিবস "প্রভাস খণ্ডের" যে স্থলে নারদ দেবর্ষী চতুর্মুখ হংসাসন ব্রহ্মার দ্বারা শাঁপান্বিত হইয়া কামকান্ত নাম-ধারী গন্ধর্ব্ব রূপে, গন্ধর্ব্ব রাজ চিত্ররথের এক মাত্র পূর্ণ যৌবনা কন্যাকে হরণ করিয়া পলায়ণ করে, ঐ স্থান পাঠ করিতে করিতে আমার বোধ হইল যে ঐ অংশ হইতে এক খানি উত্তম নাটক প্রস্তত হইতে পারে। এই রূপ মানসে আমি লিখিতে আরম্ভন করিলাম। রচনা করিতে করিতে ক্রমে মনে অন্য অন্য নূতন ভাব সকলের উদয় হওয়াতে উহার প্রায় অনেক অংশ বর্জ্জন করিয়া অতি অল্পাংশ রাখিয়া নাটক খানি পরি-শেষ করিলাম। নাটক খানি যে কেবল সময় বিনাশক ও রসহীন হইবে এমত নহে, প্রণয় ও স্বভাবের সম্বন্ধে রচিত হওয়াতে বোধ করি যে ইহা ক্ষণকালের জন্যও পাঠক-বৃন্দের মনোরঞ্জন করিতে অপারগ হইবেক না। সানুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সকলে এই গ্রন্থ খানি এক এক বার পাঠ করিলেই আমার জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। আমার এই প্রথম রচনা, উৎসাহ প্রদান করুন, পুনর্ব্বার আপনাদের সহ সন্দর্শন করিব। অধুনা বিদায় লইলাম।

কলিকাতা।
টুক সাহেবের বাগান
১০নং আপারসারকিউলার
রোড।

আপনদের একান্ত বশম্বদ।

শ্রীকেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নট।	...	প্রধান অভিনেতা।
মীণ সিংহ।	...	রাইপুর সম্রাট।
বীরেন্দ্র সিংহ।	...	রাজপুত দেশীয় রাজা।
শানুশীল।	...	মালব দেশীয় নৃপতি।
অবন্তি কুমার।	...	সম্রাট মীণসিংহের পুত্র।
মহেন্দ্র সিংহ।	...	রাজপুত বংশীয় বীরেন্দ্র সিংহের পুত্র।
বীর সিংহ।	...	অবন্তিকুমারের প্রিয় সহচর।
ইন্দ্রসেন।	...	মহেন্দ্র সিংহের ঐ।
আহবেন্দ্র।	...	সম্রাট মীণসিংহের প্রধান মন্ত্রী।
বিরামস্বামী।	...	মালবেশ্বরের প্রধান ঐ।
মানসব্রতী।	...	মন্ত্রী আহবেন্দ্রের পুত্র।
বিদুষক।	...	সম্রাট মীণসিংহের সহচর।

দুই জন যোদ্ধা। অনেক রক্ষক ও এক জন পত্র বাহক ইত্যাদি।

স্ত্রী।

নটী।	....	নট প্রেয়সী।
কণকলেখা।	......	সম্রাট মীণ সিংহের রাণী।
সুগন্ধা।	....	মালবেশ্বরী।
চিত্রাঙ্গিনী।	......	মালবেশ্বরের এক মাত্র কন্যা।
কামিনী।	....	মীণ সিংহের দ্বিতীয় সচীবাত্মজা।
বিনয়বতী।	......	মালবেশ্বরীর ভ্রাতষ্পুত্রী।
কামকলা। মনোহরা	...	চিত্রাঙ্গিনীর সহচরীগণ।
কমলা।	......	রাইপুর দেশীয় অনেক কুলবধূ।
বিনোদিনী কাদম্বিনী।	...	রাইপুর রাজান্তঃপুরীয় দুইটি ললনা।
অনঙ্গমঞ্জরী রসমঞ্জরী		রাইপুর রাজ-নৃত্য শালার দুইটি প্রধান গায়কী।

চিত্রাঙ্গিনী

নাটক।

শ্রীকেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রণীত।

(নেপথ্যে)

" কি অমূল্য ধরা ধামে প্রণয় রতন।
সঞ্চরি অনঙ্গ মাঝে, করে চিত বিনোদন"।

গীত-প্রথম অঙ্ক-তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান রয়াল যন্ত্রে বি, এন. বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

১৭৯৩ শক।